অবিশ্বাসী লোক থাকে, এই নিমিত্তে ভরসা করি যে খ্রীষ্টীয়ান সভার মধ্যে এই রূপ উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল হইবে না।]

২ কর ৫;২০। "আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি. তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও।"

১। তোমরা ঈশ্বরের শত্রু।

প্রমাণ, ঈশ্বরের ও তাঁহার লোকদের প্রতি তোমাদের প্রেম নাই, এবং ধর্ম্মপুস্তকে ও প্রার্থনাতে তোমাদের রুচি নাই। তোমাদের মনের চিন্তা ও মুখের কথা ও দিবসিক আচরণ ও ব্যবহার সকল ঈশ্বরের বন্ধুর উপযুক্ত নহে, বরং ঈশ্বরের শত্রুর যোগ্য।

২। ঈশ্বরের শত্রু হওয়া অতি ভয়ানক বিষয়।

প্রমাণ। দুঃখ ও পীড়া ও মৃত্যুর সময়ে তোমাদের মন এমত সাক্ষ্য দেয়, যেহেতুক সেই সময়ে তোমাদের ভয় জন্মে।

যুক্তিদ্বারা ইহার প্রমাণ হয়। তোমরা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের হস্তে আছ, তিনি তোমাদের শত্রুভাব জানেন, এবং জগতের শাসনকর্ত্তা হওয়াতে পাপের দণ্ড দেওয়া তাঁহার উচিত।

ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা ইহার প্রমাণ হয়। ঈশ্বর ন্যায়কারী আছেন, এবং তিনি এক বিচারদিন নিরূপণ করিয়াছেন, এবং পাপি লোকদিগকে নরকে ফেলিবেন, এই সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে।

৩। তোমরা ঈশ্বরের সহিত মিলন করিতে অদ্য পর্য্যন্ত অসম্মত আছ।

তিনি তোমাদের মঙ্গল করিলে এবং সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিলেও তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আসিতেছ।

তিনি তোমাদিগকে দুঃখ দিলে ও ধর্ম্মপুস্তকের বচনদ্বারা ভয় দেখাইলেও তোমরা চেতনা পাইতে অস্বীকার করিয়া আসিতেছ।

৪। ইহার কারণ কি?

তোমরা ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছ, আমরা ঈশ্বরের শত্রু নহি, তিনি আমাদের শত্রু, আমরা মিলিত হইতে সম্মত হইলেও তিনি সম্মত হইবেন না। ইহা মিথ্যামাত্র, তিনি যদি তোমাদের

শত্রু হইতেন, তবে অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদিগকে না বাঁচাইয়া অনেক দিন পূর্ব্বে তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে নরকে ফেলিয়া দিতেন।

তোমরা অহঙ্কারী হইয়া ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মানুসারে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না চাহিয়া আপনারা মিলনের নিয়ম স্থির করিতে চাহ। কিন্তু ইহা অসঙ্গত, যেহেতুক ঈশ্বর তোমাদের সমান নহেন।

প্রধান কারণ এই, তোমরা পাপ ত্যাগ করিতে চাহ না।

৫। ঈশ্বর তোমাদের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন।

তিনি পাপি লোকের মৃত্যু ও সর্ব্বনাশ চাহেন না।

তিনি আপন সাধ্যানুসারে মিলনের উপায় করিয়া তোমাদের তাবৎ অপরাধের ভার যীশু খ্রীষ্টের উপরে রাখিয়া তোমাদের রক্ষার্থে তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছেন, এবং তোমরা যদি এই নিয়ম গ্রাহ্য করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তবে মিলন পাইবা।

তিনি বলেতে তোমাদিগকে আপনার বন্ধু করেন না, কিন্তু তোমরা যেন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে সম্মত হও, এই জন্যে তিনি দয়াপূর্ব্বক তোমাদের পশ্চাতে২ গমন করিয়া সুসমাচার প্রচারকদের বাক্যদ্বারা এই বিনতি করিতেছেন, তোমরা আমার সহিত সম্মিলিত হও। দেখ, তিনি এইক্ষণেই তোমাদের এই দেশ পর্য্যন্ত তোমাদের পশ্চাতে আসিয়া এমত বিনতি করিতেছেন।

৬। প্রভু যীশু খ্রীষ্টও এমত বিনয় করিতেছেন।

যিনি ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম কি তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করিবা?

যিনি পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া তোমাদিগকে আপন মহিমার ও সুখের অংশী করিতে চাহেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ কি তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করিবা?

যিনি তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবেন, তিনি দণ্ড এড়াইবার উপায় দেখাইলে তোমরা কি তাঁহার পরামর্শ তুচ্ছজ্ঞান করিবা?

ঈশ্বর আপন লোকদের প্রতিপালনকর্ত্তা।

১৬৬১ শালে ইংলণ্ড দেশের রাজা ভক্ত লোকদের প্রতি বিশেষতঃ ভক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ড দেশস্থ ধার্ম্মিক লোকদের অতিশয় ক্লেশ হইল। তৎকালে হেউড সাহেব নামক এক উত্তম ধর্ম্মপ্রচারকেরও অনেক দুঃখ হইল। এক দিন তাঁহার নিকটে কিছু অর্থ এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে ঘরে কোন খাদ্যদ্রব্য না থাকাতে সেই সাহেব আপন দাসীকে কহিলেন, হে মর্থা, তুমি এক টুকরি লইয়া হেলিফেক্স নগরে যাও, তথাকার অমুক স্থানে এক দোকানদার থাকেন, বোধ হয় তিনি যদি পারেন তবে আমার উপকার করিতে সম্মত হইবেন; অতএব তাঁহার নিকটে পাঁচ সিকি ধার প্রার্থনা করিবা, এবং তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেন, তবে তুমি শীঘ্র কিছু রুটী ও পনির প্রভৃতি আমাদের আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া আন, বিলম্ব করিও না, যেহেতুক বালকেরা ক্ষুধাপ্রযুক্ত কাঁদিতেছে। আমরা তোমার জন্যে প্রার্থনা করিব, যিনি পক্ষিগণকে আহার দেন, তিনি আমাদের দুঃখ জানেন, অতএব তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি তোমার যাত্রা সফল করিবেন।

ঐ দাসী পূর্ব্বে বার২ আপন হস্তের কর্ম্মদ্বারা আপন প্রভুর পরিবারের উপকার করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কর্ত্তার আদেশানুসারে টুকরি লইয়া চলিল। যখন ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া ঐ দোকানের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন ভয় ও লজ্জা প্রযুক্ত ভিতরে যাইতে সাহস না পাওয়াতে কিছু কাল পর্য্যন্ত দোকানের সম্মুখে ইতস্ততো ভ্রমণ করিলেন। শেষে ঐ দোকানদার আপন দোকানের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে পথে গমনাগমন করিতে দেখিয়া ডাকিলেন, এবং কহিলেন, তুমি না হেউড সাহেবের দাসী? মর্থা কহিল, হাঁ, আমি সেই বটি। দোকানদার কহিতেছেন, তোমাকে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ অমুক দূরস্থ স্থানের কএক লোক তোমার সাহেবের উপকারার্থে আমার কাছে পাঁচ থান স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছে, তাহা আমি কিরূপে তোমার মনিবের নিকটে পৌঁছাইয়া দিব, তাহার উপায় এইক্ষণেই চিন্তা করিতেছিলাম। এমন কথা শুনিয়া মর্থা কাঁদিতে লাগিল, এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এক কথাও কহিতে পারিল না, যেহেতুক তাহার কর্ত্তার দুঃখ ও ঈশ্বরেতে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার উপকার করা, এই সকল একেবারে মনে পড়াতে সে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিল। শেষে মর্থা ঐ দোকানদারকে সমস্ত কথা জানাইল এবং কহিল, আপনকার নিকটে ধার চাহিতে আমার সাহস ছিল না। দোকানদার তাহাকে ঐ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আর্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, যদি তোমার মনিবের আর বার এমন দুঃখ হয়, তবে তুমি নির্ভয়ে আসিয়া

আমাকে বল। পরে মর্থা শীঘ্র আহারের দ্রব্য কিনিয়া আনন্দিত মনে ঘরে দৌড়িয়া কর্ত্তার পরিবারকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সম্বাদ জানাইল।

রোমান কাথলিক লোকদের অসঙ্গত কথা।

প্রভুর ভোজনের বিষয়ে রোমান কাথলিক লোকেরা বলিয়া থাকে যে এই প্রভুর শরীর, এবং এই প্রভুর রক্ত, এই কথার উচ্চারণদ্বারা পাদ্রিরা রুটীর ও দ্রাক্ষারসের স্বভাবান্তর করিতে পারে, তাহাতে ঐ রুটী আর রুটী না থাকিয়া প্রভুর শরীর হইয়া উঠে, এবং দ্রাক্ষারসও তদ্রূপ প্রভুর রক্ত হইয়া উঠে। এবং তাহারা সেই রুটী ও দ্রাক্ষারস ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া ভজনা করে। কিন্তু পাদ্রি বিনা আর কেহ সেই দ্রাক্ষারস খায় না। এবং তাহারা রুটী ব্যবহার না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ময়দানির্ম্মিত ছোট টিক্লি কি চাক্‌টি ব্যবহার করে।

এক রোমান কাথলিক সাহেব এক জন প্রটেস্তান্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকাবলম্বি) কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমাকে আমার মতে লওয়াইবার চেষ্টা কখনো করিব না, এমন নিয়ম অগ্রে করিয়াছিলেন। পরে বিবাহ হইলে তিনি আপনি তাহাকে এমত চেষ্টাজন্য কোন কথা কহিতেন না, কিন্তু এক রোমান কাথলিক পাদ্রিদ্বারা আপন ভার্য্যাকে স্বীয় মতে টানিতে চেষ্টা পাইলেন, তথাপি তাহার ভার্য্যা আপন ধর্ম্মে স্থির হইয়া রহিলেন।

শেষে সেই সাহেবের ভারি পীড়া হইলে পাদ্রি তাহাকে রোমান কাথলিক লোকদের ধারা অনুসারে প্রভুর ভোজন লইতে পরামর্শ দিল। পরদিন তাহার ভার্য্যা প্রাপ্ত আদেশানুসারে চাক্‌টি প্রস্তুত করিয়া পাদ্রির হস্তে সমর্পণ করণের সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি মন্ত্র পাঠ করিলে পর এই চাক্‌টি স্বভাবান্তর হইয়া প্রভুর শরীর ও রক্ত হইয়া উঠিবে, এমন কথা কি বলেন নাই? পাদ্রি কহিতেছে, অবশ্য, ইহার সন্দেহ নাই। মেম কহিতেছেন, তবে মন্ত্র পাঠ হইলে পর এই চাক্‌টিহইতে কিছু অহিত দর্শাইতে পারিবে না? পাদ্রি কহিতেছে, না, অহিত জন্মান দূরে থাকুক, বরং পরম হিত জন্মিবে।

অনন্তর প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠাদি হইলে পরে পাদ্রি ঐ চাক্‌টি গ্রহণ করিয়া খাইতে উদ্যত হইল। তাহাতে ঐ মেম তাহাকে কহিলেন, আপনি আমার কথা কহনেতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, সম্প্রতি এই চাক্‌টি প্রভুর শরীর হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহাহইতে কোন অমঙ্গল জন্মিবে না। তথাপি আমি আপনাকে জানাইতেছি, তাহা প্রস্তুত করণের সময়ে আমি তাহার মধ্যে কিছু বিষ দিয়াছিলাম, অতএব বিষাক্ত হইলেও যদি তাহা আপনকার মন্ত্রদ্বারা স্বভাবান্তর হইল, তবে আপনি তাহা ভোজন করুন। এমন কথা শুনিয়া পাদ্রি অতি ভীত ও লজ্জিত হইয়া সেই চাক্‌টি না খাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিল।

উপদেশক।

জুলাই ১৮৪৭ (৭) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রেরিত এক উপদেশক, এবং তাঁহার উপদেশও ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ।

১। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে লিখিত মূসা প্রভৃতির সাক্ষ্য অতি স্পষ্ট এবং যীশু ঈশ্বরীয় উপদেশক ও তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরদত্ত, ইহার অতি দৃঢ় প্রমাণ দেখায়। কিন্তু আমরা এইক্ষণে তাহার বিবেচনা করিব না, তাহার কারণ এই যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের কথা এখন পর্য্যন্ত বিবেচনা করি নাই। পরে তাহার বিবেচনা করিব।

২। ঈশ্বরের আপনার সাক্ষ্য। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে তাঁহার পিতা ঈশ্বর আপনি আকাশবাণীদ্বারা তিন বার তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।

প্রথম বার তাঁহার অবগাহিত হওনের সময়ে। এ বিষয়ে লিখিত আছে। "পরে যীশু অবগাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলমধ্যহইতে উঠিলেন; "তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে "কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর "'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমার পরম সন্তোষ,' এমন এক "আকাশবাণী হইল।" এই বিবরণ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় বার যীশুর অন্য মূর্ত্তি ধারণ সময়ে। তৎকালে তিনি পিতর ও যাকুব ও যোহন এই তিন জনকে সঙ্গে করিয়া কোন উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়, ও তাঁহার পরিচ্ছদ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল, এবং মূসা ও এলিয় এই দুই জন দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিল। "পরে এক উজ্জ্বল মেঘ "সকলকে ছায়া করিল, এবং সেই মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, এই "আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ, ইহার কথায় "তোমরা মনোযোগ কর।" এই বিবরণ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন লিখিয়াছেন, এবং সেই ঘটনার বিষয়ে পিতর প্রেরিত ইহা কহেন, যথা, "আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের বিষয়ে যে সকল

"কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম, তাহা কোন কল্পিত উপন্যাসের "মত না কহিয়া তাঁহার মহিমার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হইয়া কহিলাম। ফলতঃ "'যাঁহাতে আমার পরম সন্তোষ, আমার সেই প্রিয় পুত্র এই,' এতদ্বোধক "আকাশবাণী মহিমাযুক্ত তেজহইতে তাঁহার প্রতি নির্গত হওয়াতে তিনি "পিতা ঈশ্বরহইতে সম্ভ্রম ও গৌরব পাইলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত "পবিত্র পর্ব্বতে থাকিয়া স্বর্গহইতে নির্গত সেই আকাশবাণী আমরা "শুনিলাম।" ২ পিতর ১; ১৬-১৮।

তৃতীয় বার যীশুর মৃত্যুর অতি অল্প দিন পূর্ব্বে। তৎকালে যীশু যিরূশালম নগরে ছিলেন, এবং কএক জন অন্যদেশীয় লোক তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক আছে, এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কোন২ উপদেশ কথা কহিলে পরে শেষে এই রূপ প্রার্থনা করিলেন, "হে "পিতঃ, আপন নামের মহিমা প্রকাশ কর। তাহাতে 'আমি আপন "নামের মহিমা প্রকাশ করিয়াছি, পুনর্ব্বারও প্রকাশ করিব,' সে সময়ে "এইরূপ আকাশবাণী হইল। তাহা শুনিয়া দণ্ডায়মান লোকদের কেহ২ "বলিল, মেঘগর্জ্জন হইল; আর কেহ২ বলিল, স্বর্গদূত ইহাঁর সহিত "কথা কহিল।" যোহন ১২; ২৮, ২৯।

৩। ঈশ্বর আপনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার পরে যদ্যপি অবগাহক যোহনের সাক্ষ্য ক্ষুদ্র বোধ হইতে পারে, তথাপি তাহাও মনোযোগের যোগ্য। ঐ যোহনের জন্ম অতি আশ্চর্য্যরূপে হইয়াছিল, এবং তিনি যে ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, এ বিষয়ে যেমন তৎকালের লোকেরা সন্দেহ করে নাই, তদ্রূপ আমাদের বর্ত্তমান কালেও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তাঁহার জন্মের বৃত্তান্ত লূক লিখিয়াছেন, এবং যোহনের পিতা সিখরীয় নামক যাজক মন্দিরে এক স্বর্গদূতের দর্শন পাইলে পরে নয় মাস পর্য্যন্ত বাক্‌শক্তিহীন হইয়া রহিল, এই কথার সত্য মিথ্যা জ্ঞাত হওয়া লূকের সময়ে কাহারো দুষ্কর হইতে পারিল না। অতএব যোহনের জন্মের বৃত্তান্ত সত্য, ইহার সন্দেহ নাই। আর সেই যোহন ঈশ্বরনিরূপিত প্রচারক হইবেন, ইহা তাঁহার জন্মের পূর্ব্বকালাবধি সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত হওয়াতে যখন তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন সকল লোক তাঁহাকে ঈশ্বরনিরূপিত প্রচারকরূপে মানিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে ও তাঁহার দ্বারা অবগাহিত হইতে তাঁহার নিকটে গেল। সেই যোহনের নিকটে যখন যিহূদি লোকদের প্রধানেরা লোক পাঠাইয়া, তুমি কে? ইহা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে আপনাকে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা না বলিয়া এই কথাদ্বারা উত্তর করিল, "প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক "জনের রব আছে, পরমেশ্বরের পথ সমান কর, এই কথা যাহার বিষয়ে "যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা লিখিয়াছিল, আমি সেই। আমি জলেতে অব- "গাহন করাইতেছি বটে, কিন্তু যাঁহাকে তোমরা জান না, এমন এক "জন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তিনি আমার পরে আইলেও "আমাহইতে গুরুতর, তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য

"নহি। যর্দ্দন নদীর পারস্থ বৈথাবারাতে যে স্থানে যোহন অবগাহন
"করাইতেছিল, সেই স্থানে এই সকল ঘটিল। পরদিনে যোহন আপনার
"নিকটে যীশুকে আসিতে দেখিয়া কহিল, জগতের পাপমোচনার্থে
"বলিদেয় ঈশ্বরের মেষশাবককে দেখ। যিনি আমার পরে আসিবেন,
"তিনি আমাহইতে গুরুতর, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান
"ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আমি এ কথা কহিয়াছি, তিনিই এই। আর
"ইহাঁকে আমি চিনিলাম না, কিন্তু ইস্রায়েল লোকেরা যেন তাঁহার
"পরিচয় পায়, এই আশয়েতে আমি জলেতে অবগাহন করাইতে
"আইলাম। এবং যোহন আর এক প্রমাণ দিয়া কহিল, আকাশহইতে
"কপোতের ন্যায় নামিয়া আত্মাকে ইহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে
"দেখিলাম। আর আমি ইহাঁকে চিনিলাম না বটে, কিন্তু যিনি জলেতে
"অবগাহন করাইতে আমাকে প্রেরণ করিলেন, তিনি এই কথা কহিলেন,
"যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই
"পবিত্র আত্মাতে অবগাহন করাইবেন। অতএব তাহা দেখিয়া ইনি
"যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা প্রমাণ দিতেছি।" যোহন ১;২৮-৩৪।

কিছু কাল পরে "যোহনের শিষ্যেরা তাহার নিকটে যাইয়া কহিল,
"হে গুরো, যিনি যর্দ্দন নদীর পারে আপনার সহিত ছিলেন, যাঁহার
"বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিলেন, দেখ, তিনিও অবগাহন করাইতেছেন,
"এবং সকলেই তাঁহার নিকটে যাইতেছে। তখন যোহন উত্তর করিল, ঈশ্বর
"না দিলে কোন মনুষ্য কিছুই পাইতে পারে না। আমি অভিষিক্ত ত্রাতা
"নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি, আমি যে এই কথা কহিয়াছি,
"ইহাতে তোমরা আপনারা আমার সাক্ষী আছ। যে ব্যক্তি কন্যাকে
"পায় সেই বর, কিন্তু বরের নিকটে দণ্ডায়মান তাহার যে মিত্র, সে
"বরের শব্দ শুনিলে অতি আহ্লাদিত হয়, আমারও তদ্রূপ আনন্দ
"সিদ্ধ হইল। তাঁহাকে উত্তর ২ বৃদ্ধি পাইতে হয়, কিন্তু আমাকে হ্রাস
"পাইতে হইবে। যিনি ঊর্দ্ধহইতে আসিয়াছেন তিনি সর্ব্বপ্রধান, যে জন
"সংসারহইতে উৎপন্ন সে সাংসারিক এবং সংসারেরই কথা কহে;
"যিনি স্বর্গহইতে আসিয়াছেন তিনি সর্ব্বপ্রধান, আর তিনি যাহা দেখি-
"য়াছেন এবং শুনিয়াছেন তাহারই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তথাপি কেহ
"তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যে গ্রাহ্য করে, ঈশ্বর যে সত্যবাদী,
"ইহাতে সে সাক্ষর করে। যিনি ঈশ্বরের প্রেরিত, তিনি ঈশ্বরের কথাই
"কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর তাঁহাকে অপরিমিত রূপে আত্মা দিয়াছেন।
"পিতা পুত্রকে স্নেহ করিয়া তাঁহার হস্তে তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়াছেন,
"যে কেহ পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহার অনন্ত পরমায়ু হয়; যে
"কেহ পুত্রকে না মানে, সে পরমায়ুর দর্শন পায় না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ-
"পাত্র হইয়া থাকে।" যোহন ৩;২৬-৩৬।

৪। যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের প্রেরিত উপদেশক ও তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরীয়, তাহার অন্য প্রমাণ যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা কি প্রকার প্রমাণ জন্মে, তাহা নীকদীম যীশুর প্রতি উক্ত এই কথাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, "হে গুরো, আপনি যে "ঈশ্বরহইতে আগত এক উপদেশক, ইহা আমরা জানি, কেননা আপনি "যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ এমন কর্ম্ম "করিতে পারে না।" জানি নীকদীম যেমন ইহা বুঝিলেন, তদ্রূপ যে অজ্ঞান জন্মান্ধ লোককে যীশু চক্ষুর্দান করিয়াছিলেন, সেও তাহা বুঝিল। সেই ব্যক্তি যিহূদীয়দিগকে কহিল, "তিনি আমার চক্ষু প্রসন্ন করিয়াছেন, "তথাপি তিনি কোথাকার লোক, তাহা তোমরা জান না, এ আশ্চর্য্য "বটে। ঈশ্বর পাপিদের কথা শুনেন না, কিন্তু যে জন তাঁহার প্রতি ভক্তি "করিয়া তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহারই কথা শুনেন, ইহা আমরা "জানি। কোন মনুষ্য জন্মান্ধকে চক্ষুঃ দিয়াছে, জগতের আরম্ভাবধি "এমন কথা কেহ কখনো শুনে নাই। অতএব তিনি যদি ঈশ্বরহইতে না "হইতেন, তবে এমন কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেন না।"

এই কথা সপ্রমাণ। যে কর্ম্ম করা মনুষ্যের অসাধ্য, এমন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে ঈশ্বর যাহার সাহায্য করেন, তাহার কথা অবশ্য সত্য বলিতে হয়, যেহেতুক ঈশ্বর প্রবঞ্চকের সহকারী কখনো হন না। যীশু যদি প্রবঞ্চক হইতেন, তবে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করণে ঈশ্বর তাঁহার সাহায্য করিতেন না; কিন্তু তিনি এত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বর আপনি তাঁহার সত্যতার ও সাধুতার প্রমাণ দিয়া তাঁহার উপদেশ যে ঈশ্বরীয় এমন সাক্ষ্য দিয়াছেন।

যীশু অসংখ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, এইক্ষণে তাঁহার সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়া যে ঈশ্বর বিনা আর কাহারো সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিব।

প্রথম প্রমাণ এই। ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা তিনি কেবল আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহা নহে। যে আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা কাহারো উপকার কিম্বা হিতোপদেশ হইবে না, এমন ক্রিয়া করিতে অর্থাৎ আকাশেতে কোন আশ্চর্য্য লক্ষণ ইত্যাদি দেখাইতে তিনি অসম্মত ছিলেন, কারণ এমন নিষ্ফল ক্রিয়া কেবল অহঙ্কারের প্রমাণ। তিনি বরং স্থানে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক সুক্রিয়া করিতেন, অর্থাৎ রোগি লোককে সুস্থ করণ ইত্যাদি দয়ার কর্ম্মদ্বারা পরের উপকার করণেতে আপন শক্তি প্রকাশ করিতেন। এইরূপে প্রেমস্বরূপ যে ঈশ্বর তাঁহার যোগ্য কর্ম্ম তিনি করিতেন, এবং তিনি পাপরোগহইতে মনুষ্যকে সুস্থ করিতে প্রস্তুত আছেন, এমত বিশ্বাস শারীরিক রোগ নিবারণের উপলক্ষ্যে জন্মাইতেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই। যদি তিনি ঈশ্বরের সাহায্যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন নাই, তবে শয়তানের কিম্বা তাহার অধীন কোন ভূতের সাহায্যে সেই কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন। শয়তানের ও তাহার বশীভূত ভূতগণের এমন কর্ম্ম করা সাধ্য কি না, ইহার বিবেচনা এখন করা যাইবে না। কিন্তু যদিও সাধ্য হয়, তথাপি যীশু শয়তানের সাহায্যদ্বারা তাহা করেন

নাই। শয়তান কখনো সাধু লোকের সাহায্য করে না, সুতরাং পরম সাধু যীশুর সাহায্য করে নাই। আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই। যীশু অনেক ভূতগ্রস্ত মনুষ্যহইতে অপবিত্র ভূত বাহির করিয়া দেওয়াতে শয়তানের ক্ষতি জন্মাইতেন। শয়তান মূর্খ নহে, সে আপনার রাজ্য আপনি নষ্ট করে না, এবং যে ব্যক্তি স্পষ্টরূপে সেই রাজ্য নষ্ট করে, তাহার সাহায্যও করে না। কিন্তু ঐ ভূতগ্রস্ত লোক সকল কেবল সামান্য পাগল লোক হইয়া থাকিবে, কাহারো২ এমন বোধ হয়। এই অনুমান অযথার্থ তাহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ এই। কোন সময়ে যীশু গিদেরীয় প্রদেশে গমন করিয়া সেখানকার কোন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিহইতে ভূতসমূহ বাহির করিয়া দিলেন। ভূত সকল বহিষ্কৃত হইলে পর ঐ মনুষ্য যীশুর নিকটে রহিল, ভূতসমূহ প্রস্থান করিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি কোন শূকরপাল আক্রমণ পূর্ব্বক দুই সহস্র শূকর জলেতে ফেলিয়া নষ্ট করিল। ঐ শূকরপাল যে সেই ভূতসমূহদ্বারাতেই তাড়িত হইয়া জলে নষ্ট হইল, তাহা অতি স্পষ্ট। দেখ পালের নিকটে রক্ষক সকল ছিল, তাহারা শূকর সকল নষ্ট করিতে কাহাকেও দিত না, এবং শূকরও স্বাভাবিক অবাধ্য পশু, তাহাতে এত শূকর তাড়াইয়া দেওয়া অতি দুষ্কর। ভূতসমূহ মনুষ্যকে আর ক্লেশ দিতে না পারাতে তুচ্ছনীয় শূকরকে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল। এই বৃত্তান্তদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভূতগ্রস্ত লোক সকলকে সুস্থ করাতে যীশু শয়তানের অনেক ক্ষতি জন্মাইতেন, সুতরাং তিনি শয়তানের সাহায্যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম না করিয়া ঈশ্বরের সাহায্যে তাহা করিতেন।

তৃতীয় প্রমাণ এই। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া যে কোন মায়াবির গুণের ফল, এমন কথা কহা দূরে থাকুক। কিন্তু যে কেহ এমন কথা কহিতে উদ্যত হয়, সে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে কি বলিবে? মায়াবি লোক মৃত হইলে তাহার শব কি করিতে পারে? ঈশ্বরের সাহায্য বিনা কি কোন মৃত লোক পুনর্জীবিত হইতে পারে? যীশু যদি ঈশ্বরের সাহায্যেতে পুনর্জীবিত হইলেন, তবে তাঁহার জীবদ্দশাতে তিনি যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তাহাও ঈশ্বরের সাহায্যেতে করিয়াছিলেন, আর তাঁহার সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা ঈশ্বর তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

যীশু খ্রীষ্ট যদি মৃত হইয়া কবরেতে রহিতেন, তবেও কেহ তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিতে পারিত না, তথাপি বোধ হয় অনেকে নিরর্থক সন্দেহ করিত, যেহেতুক ঈশ্বরপ্রেরিত উপদেশক, বরং ঈশ্বরের পুত্র যিনি, তাঁহার এত ক্লেশের ও অপমানের প্রতি তাঁহার পিতা ঈশ্বর কিছু মনোযোগ করিবেন না, ইহা অতি অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে অল্প কালের মধ্যে পুনর্জীবিত করিয়া মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব ও কবরের বন্ধনহইতে মুক্ত করাতে তাঁহার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিলেন; ফলত ইনি সামান্য মানুষ নহেন, বরং আমার প্রেরিত উপদেশক এবং আমার অতি প্রিয় পুত্র, এমন সাক্ষ্য দিলেন। তাহাতে যীশুর মৃত্যুদ্বারা যে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহা কবরহইতে তাঁহার পুনরুত্থানদ্বারা ও

শিষ্যদের সাক্ষাতে মেঘারূঢ় হইয়া স্বর্গে গমনদ্বারা নিতান্ত লুপ্ত হয়।

উক্ত সকল কারণে পিতর কহেন, যথা, "হে ইস্রায়েল বংশীয় "লোক সকল, এই কথাতে অবধান কর, নাসরতীয় যীশু যে ঈশ্বরের "মনোনীত ব্যক্তি, ইহা ঈশ্বর তাঁহারি হস্তকৃত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম "ও লক্ষণদ্বারা তোমাদের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা তোমরা "জ্ঞাত আছ।" প্রেরিতদের ক্রিয়া ২; ২২। আরও যথা, "নাসরতীয় "যীশু ঈশ্বরকর্তৃক পবিত্র আত্মাতে ও ক্ষমতাতে অভিষিক্ত হইয়া স্থানে২ "ভ্রমণ পূর্ব্বক সুক্রিয়া করিয়া শয়তানদ্বারা ক্লিষ্ট তাবৎ লোককে সুস্থ "করিলেন; ঈশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন। এবং তিনি যিহূদীয়দের দেশে ও "যিরূশালম নগরে যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকলের সাক্ষী আমরা "হইতেছি। আর লোকেরা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিল। কিন্তু "তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহার উত্থান করাইয়া প্রকাশরূপে তাঁহাকে দেখা- "ইলেন। আর জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের বিচার করিতে ঈশ্বর যাঁহা- "কে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি সেই ব্যক্তি।" প্রের ১০; ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২।

৫। যীশুকর্তৃক উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত উপদেশক ইহা প্রমাণ পায়।

ভাবিকালে কি২ ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য, ইহা সকলে জানে। কেবল ঈশ্বর ভবিষ্যৎকালের গুপ্ত ঘটনা জানেন, তাহাতে তিনি যদি কোন মনুষ্যের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন, তবে সেই মনুষ্যও তাহা জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিতে পারে, নতুবা কেহ পারে না। এবং ঈশ্বর যে ব্যক্তিদ্বারা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তি-দ্বারা আপনার কথা মনুষ্যদিগকে জানান, ইহা সপ্রমাণ।

আর যে লোক ভাবিকালের কথা কহে, তাহার সেই কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা ঘটনারূপ ফলদ্বারা প্রকাশ পায়। এমন লোক যে২ ভাবি-ঘটনার কথা কহে, সেই২ ঘটনার প্রকাশ হওনদ্বারা তাহার কথা সত্য বোধ হয়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনেক ভাবিঘটনা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার কএকটি উদাহরণ লিখিতেছি। কোন সময়ে মন্দিরের কর দিতে হইলে যীশু পিতরকে কহিলেন, "তুমি সমুদ্রের তটে গিয়া বড়িশ ফেল, তাহাতে "প্রথমে যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে এক তোলা "রূপা পাইবা, তাহা লইয়া আমার এবং তোমার নিমিত্তে দেও।" মথি ১৭; ২৭।

আর এক বার "তিনি দুই শিষ্যকে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন, তোমরা "ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও, তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যাহাতে কোন মনুষ্য "কখনো আরোহণ করে নাই, এমন এক গর্দ্দভশাবককে বান্ধা দেখিতে "পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আন। কিন্তু তোমরা এ কর্ম্ম কেন করিতেছ? "এমন কথা কেহ যদি বলে, তবে ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে, এ কথা "কহিলে সে ব্যক্তি তাহা শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দিবে। তাহাতে তাহারা

"গিয়া দ্বিমস্তক পথে কোন দ্বারের পার্শ্বে সেই গর্দ্দভশাবককে পাইয়া "তাহাকে খুলিতে লাগিল, তাহাতে সে স্থানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে "কেহ২ কহিল, গর্দ্দভশাবককে কেন খুলিতেছ? তখন যীশুর আজ্ঞা- "নুসারে উত্তর করিলে পর তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা লইতে দিল।" মার্ক ১১; ২-৫।

অল্প দিন পরে "তিনি শিষ্যদের দুই জনকে প্রেরণকালে কহিলেন, "তোমরা নগরের মধ্যে গেলে যে জন জলকুম্ভ লইয়া তোমাদের সহিত "সাক্ষাৎ করিবে, তাহারি পশ্চাতে যাও, এবং সে যে গৃহে প্রবেশ "করে, সেই গৃহের কর্ত্তাকে বল, গুরু কহিতেছেন, আমি যে স্থানে "শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিতে পারি, সেই অতিথি- "শালা কোথায়? তাহাতে সে ব্যক্তি সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক "প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া দিবে, তোমরা সেই স্থানে আমাদের জন্যে "ভোজের আয়োজন কর। পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে প্রবিষ্ট "হইয়া তিনি যেমত কহিয়াছিলেন, সেই মত পাইয়া নিস্তারপর্ব্বের "ভোজ প্রস্তুত করিল।" মার্ক ১৪; ১৩-১৬।

যে সময়ে যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে আমি তোমাদের সকলের "বিঘ্নস্বরূপ হইব। তখন পিতর কহিলেন, যদ্যপি সকলের বিঘ্নস্বরূপ "হও, তথাপি আমার হইবা না। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি তোমাকে "যথার্থ কহিতেছি, অদ্য রাত্রিতে কুকুড়ার দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি "আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা।" মার্ক ১৪; ২৭, ২৯, ৩০। যীশু এই যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সেই রাত্রিতেই সিদ্ধ হইল।

যীশু খ্রীষ্ট যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিলেন, তাহার মধ্যে আপন মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সকল কথা কহিলেন, তাহাই মনো- যোগের যোগ্য।

"তোমরা এই মন্দির নষ্ট করিলে আমি তিন দিনের মধ্যে তাহা "উঠাইয়া দিব, এই কথা যীশু আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয়ে কহি- "লেন।" যোহন ২; ১৯, ২১।

"আমি জগতের পরমায়ুর নিমিত্তে আপনার যে মাংস দিব, তাহা "আমারই দত্ত ভক্ষ্য।" যোহন ৬; ৫১।

"যূনস যেমন তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিল, তেমনি "মনুষ্যের পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকিবেন।" মথি ১২; ৪০।

"যিরূশালম নগরে গিয়া প্রাচীন লোকদের ও প্রধান যাজক এবং "অধ্যাপকগণের নিকটে আমাকে অনেক২ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, "এবং তাহাদের দ্বারা হত হইতে হইবে। আর তৃতীয় দিবসে উত্থান "করিতে হইবে, এই কথা যীশু ঐ সময়াবধি শিষ্যদিগকে জানাইতে লা- "গিলেন।" মথি ১৬; ২১।

"তদনন্তর যীশু যিরূশালম নগরে যাইতে ২ গোপনে পথের মধ্যে "দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালম নগরে যাই- "তেছি, তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে "সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া পরিহাস "ও কোড়া প্রহার এবং ক্রুশেতে বধ করাইবার নিমিত্তে অন্যদেশীয়দের "হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। পরে তিনি তৃতীয় দিবসে কবর হইতে "উঠিবেন।" মথি ২০; ১৭-১৯

এই প্রকার কথা তিনি বার ২ কহিতেন, বিশেষতঃ তিনি হত হইবেন, ইহা ঘটনের পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া প্রভুর ভোজন নিরূপণ করিলেন। এমন কথার উদাহরণ সকল এই স্থানে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

যিহূদীয় লোকদের ও যিরূশালম নগরের ও তন্মধ্যস্থ মন্দিরের যে বিপদ ঘটিবে, তাহাও যীশু বার ২ প্রকাশ করিতেন; তাহার উদাহরণ।

"তিনি নগরের সন্নিকটে আসিয়া তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া "অশ্রুপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হায় ২ যদি তুমি পূর্ব্বে বা তোমার এই "দিনেতে নিজ মঙ্গলের উপলব্ধি পাইতা, তবে উত্তম হইত, কিন্তু এই ক্ষণে "তাহা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়। তুমি আপন পরিত্রাণের সময়ের "প্রতি মনোযোগ কর নাই, এই জন্যে যে কালে তোমার শত্রুবর্গ জাঙ্গাল "বাঁধিয়া তোমার চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া অবরুদ্ধ করিবে, এবং বালক- "গণের সহিত তোমাকে এমত ভূমিসাৎ করিবে, যে তোমার মধ্যে এক "খান প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, এমন কাল উপস্থিত "হইবে।" লূক ১৯; ৪১-৪৪।

"জগতের সৃষ্টি অবধি যত ভবিষ্যদ্বক্তার রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, "সে সমস্ত অপরাধের দণ্ড এই বর্ত্তমান লোকদের উপরে বর্ত্তিবে। আমি "তোমাদিগকে নিশ্চিত কহিতেছি, এই বর্ত্তমান পুরুষেতে ঐ সকল "বর্ত্তিবে।" লূক ১১; ৫০, ৫১।

"হে যিরূশালম, হে যিরূশালম, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগকে বধ করিয়া "থাক, এবং আপনার নিকটে প্রেরিতগণকে প্রস্তরাঘাত করিয়া থাক। "যেমন কুক্কুটী পক্ষের নীচে আপন শাবক সকলকে একত্র করে, তদ্রূপ "আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে কত বার ইচ্ছা "করিলাম, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না। দেখ, তোমাদের আবাস "উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে।" লূক ১৩; ৩৪, ৩৫।

"ওগো যিরূশালমের কন্যাগণ, তোমরা আমার নিমিত্তে রোদন না "করিয়া আপনাদের এবং আপন ২ সন্তানদের নিমিত্তে রোদন কর। "দেখ, যাহারা কখনো গর্ব্ভবতী হয় নাই এবং স্তনপান করায় নাই, "এমন বন্ধ্যাবর্গকে যে সময়ে ধন্য ২ বলিবে, সে সময় আসিতেছে। সেই "সময়ে, হে পর্ব্বতগণ, আমাদের উপরে পড়, হে উপপর্ব্বতগণ, আমা- "দিগকে ঢাকিয়া রাখ, এমন কথা লোকেরা বলিবে।" লূক ২৩; ২৮-৩০।

এই ২ প্রকার কথা যীশু আপন মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিস্তা-

রিত রূপে কহিলেন, তাহাই মথির ২৪ অধ্যায়ে, ও মার্কের ১৩ অধ্যায়ে, ও লূকের ২১ অধ্যায়ে দেখা যাইতে পারে। আর যীশুর মৃত্যুর সাঁইত্রিশ বৎসর পরে সেই কথা সম্পূর্ণরূপে সফল হইল, যেহেতুক তৎকালে রোমীয়েরা যিহূদীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করাতে যিহূদীয় লোকদের অসীম ও অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ ও অপমান হইল, এবং তাহাদের নগর সকল, বিশেষতঃ যিরূশালম ও তন্মধ্যস্থ মন্দির ভূমিসাৎ হইল। সেই যে যুদ্ধদ্বারা যিহূদীয়দের দুর্ঘটনা হইল, সেই যুদ্ধের ন্যায় ভয়ানক অন্য কোন যুদ্ধ কখনো হয় নাই। আর এ বিষয়ে যীশু যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল, ইহার সাক্ষী যোষীফস আছেন। তিনি যিহূদীয়দের এক জন সেনাপতি হইয়া সেই তাবৎ যুদ্ধ আপনি দেখিয়াছিলেন, পরে ধরা পড়াতে রক্ষা পাইয়া যুদ্ধের বৃত্তান্ত লিখিলেন। এবং যদ্যপি তিনি খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বী না হইয়া এক জন যিহূদীজাতীয় ও ফিরূশীমতাবলম্বী ছিলেন, তথাপি তাঁহার রচিত বৃত্তান্তদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য সপ্রমাণ হয়।

যীশু খ্রীষ্টকর্তৃক প্রকাশিত নানা ভবিষ্যদ্বাক্য এখনও সফল হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল একটি উদাহরণ লিখিতেছি। ইলিয়াসরের ভগিনী মরিয়ম যখন অতি বহুমূল্য সুগন্ধি তৈলেতে তাঁহাকে অভিষেক করিল, তখন কোন২ লোক তাহার প্রতি অপব্যয়ের দোষার্পণ করিলে যীশু কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে "যে২ স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই২ স্থানে এই স্ত্রীর স্মর- "ণার্থে এই কর্ম্মের কথাও প্রচারিত হইবে।" মথি ২৬; ১৩। আর বীজ- বাপক ও বনঘাস ও সর্ষপবীজ ও ময়দাতে গুপ্ত তাড়ী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত- কথাদ্বারা এবং অন্য২ বচনদ্বারা তিনি আপন ধর্ম্মরাজ্যের যেরূপ ভাবিবৃদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ বৃদ্ধি পাইতে২ অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। এবং তিনি আপন শিষ্যদিগের ঐহিক সুখদুঃখাদি বিষয়ে যাহা২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও সফল হইতেছে।

মনুষ্যের অজ্ঞানতা।

এক দিন কোন বৃদ্ধ বণিক অশ্বারূঢ় হইয়া মুদ্রাতে পরিপূর্ণ থৈলা সঙ্গে করিয়া হাটহইতে ঘরে যাইতেছে, এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হইলে সে ঈশ্বরের বিপরীতে বচসা করিয়া কহিল, ঈশ্বর কেন আমাকে এত ক্লেশ দেন? কিঞ্চিৎ দূরে গেলে পর তাহাকে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে হইল। সেই বনে এক দস্যু দাঁড়াইয়া তাহাকে বধ করিয়া তাহার টাকা অপহরণার্থে আপন বন্দুক ছুড়িতে উদ্যত হইল, কিন্তু বৃষ্টিপ্রযুক্ত বারুদ ভিজা হওয়াতে বন্দুক ছুড়িতে পারিল না। ইহা দেখিয়া ভয়যুক্ত বণিক ঘোটককে বেগে চালাইয়া রক্ষা পাইল, পরে মনে২ কহিল, আমি

বৃষ্টিতে বিরক্ত হইয়া কেমন অজ্ঞান ছিলাম। বৃষ্টি না হইলে আমার প্রাণ নষ্ট হইত। যে বৃষ্টিপ্রযুক্ত আমি ঈশ্বরের বিপরীতে বচসা করিয়াছিলাম, সেই বৃষ্টিদ্বারা তিনি আমার প্রাণ ও ধন রক্ষা করিয়াছেন।

যিরূশালম নগরের বিবরণ।

গত মাসের পত্রিকাতে যে চারি সাহেবের কথা কহিয়াছিলাম, তাঁহাদের পুস্তকহইতে উদ্ধৃত যিরূশালম নগরের বিবরণ লিখিতেছি। তাঁহারা ১৮৩৯ শালের জুন মাসের ৭ তারিখে সন্ধ্যাকালে যিরূশালমে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরদিনে (এই তাঁহাদের কথা) আমরা প্রত্যূষে উঠিয়া পশ্চিমদিগস্থ দ্বার দিয়া নগরহইতে বহির্গমন করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে এক জিতবৃক্ষের তলে বসিয়া দায়ূদের ৪৮ গীত পাঠ করিলাম, যথা, "আমাদের ঈশ্বরের নগরে অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মধামের পর্ব্বতে পরমেশ্বর মহান ও অতি প্রশংসনীয়। উত্তরদিগে মহারাজের রাজধানী সিয়োন পর্ব্বত, সে স্বস্থান প্রযুক্ত অতি রমণীয় ও তাবদ্দেশের আনন্দজনক হয়। তাহার অট্টালিকার মধ্যে ঈশ্বর উচ্চদুর্গস্বরূপ জ্ঞাত আছেন।" যে সময়ে যিরূশালম আমাদের চক্ষুগোচর ছিল, সেই সময়ে এই কথা পাঠ করাতে পূর্ব্বকালীয় ঘটনাও প্রায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এই নিকটবর্ত্তি পথ ও ক্ষেত্র ও নগরে ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভৃতি ঈশ্বরের যে২ পবিত্র সেবক পূর্ব্বকালে গমনাগমন করিতেন, তাহাদিগকে মনে পড়িল। অনন্তর আমরা যিরিমিয়ের বিলাপের একাংশ পাঠ করিয়া তাঁহার দুঃখেতে দুঃখিত হইলাম। "হায়২ প্রভু আপন ক্রোধদ্বারা সিয়োনের কন্যাকে কেমন মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, এবং আকাশহইতে ইস্রায়েলের সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। প্রভু শত্রুতুল্য হইয়া ইস্রায়েলকে গ্রাস করিলেন, এবং তাহার তাবৎ অট্টালিকা ভগ্ন করিলেন।" বিলাপ ২; ১, ৫।

পরে এক প্রহর বেলা হইলে নিকলেসন সাহেব আসিয়া সভ্যতা পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনাদের অপরিষ্কার বাসা ত্যাগ করাইয়া সিয়োন পর্ব্বতের উত্তরপ্রান্তে স্থিত এক গৃহে লইয়া

গেলেন। সেই গৃহ মিশনরি সাহেবদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু তৎকালে দুই জন সাহেব ঘরে না থাকাতে আমরা তাহাদের গৃহে সচ্ছন্দে বাস করিতে পাইলাম। সেই গৃহের যে বাতায়ন পূর্ব্বদিগে ছিল, তাহা দিয়া আমরা সুলেমানের নির্ম্মিত মন্দিরের স্থান দেখিতে পাইলাম। সেই মন্দির অনেক দিনাবধি বিনষ্ট আছে, তাহা কে না জানে? কিন্তু তাহার স্থানে ওমারের মসজীদ নামে মুসলমানদের এক অতি সুন্দর ভজনালয় আছে, তাহা দেখিতে পাইলাম, এবং তাহার পশ্চাতে জৈতুন নামক পর্ব্বতের যে তিনটা উচ্চ চূড়া তাহাও দেখিতে পাইলাম। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবামাত্র আমরা সেই বাতায়ন খুলিয়া উক্ত পর্ব্বত ও তাহার শুক্লচূর্ণের প্রস্তর ও তাহার পার্শ্বে রোপিত জিতবৃক্ষ দৃষ্টি করিতাম, তাহাতে সেই স্থানে প্রভুকর্ত্তৃক উক্ত এই কথা মনে পড়িত, "তোমরা সচেতন হইয়া থাক, কেননা গৃহের কর্ত্তা সায়ংকালে কি রাত্রির দুই প্রহরে কি তৃতীয় প্রহরে কি প্রাতঃকালে, কখন্ আসিবেন তাহা তোমরা জান না।" (মার্ক ১৩; ৩৫।) পশ্চিমদিগে দৃষ্টিপাত করিলে এক খর্জ্জূর বৃক্ষ দৃশ্য হইত, তাহা যে পতিত প্রস্তররাশিহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্বীয় ছায়াতে আচ্ছাদন করিয়া, 'যিরূশালম প্রস্তরের ঢিবিমাত্র হইবে,' ভবিষ্যদ্বক্তার এই বচনের প্রমাণ দিত।

যে স্থানে ইব্রী জাতীয় খ্রীষ্টীয়ানদের নিমিত্তে একটি নূতন গিরিজা নির্ম্মিত হইতেছে সেই স্থান নিকটবর্ত্তী ছিল। তৎকালে তাহার ভিত্তিমূল প্রস্তুত করণার্থে ভূমির খনন হইতেছিল, এবং রাজমিস্ত্রিরা উষ্ট্রের পৃষ্ঠেতে আনীত প্রস্তর খুদিতেছিল। আমরা শুনিলাম সেই প্রস্তর সকল যিরিমিয়ের জন্মভূমি আনাথা (অর্থাৎ অনাথোৎ) নামে এক গ্রামহইতে আনীত হইতেছে। উক্ত গ্রাম যিরূশালমের উত্তরদিগে তিন চারি ক্রোশ দূরে আছে। ভিত্তিমূল স্থাপনের যোগ্য ভূমি অর্থাৎ দৃঢ় ভূমি পাইবার চেষ্টাতে লোকেরা ২৭ হাত পর্য্যন্ত খনন করিয়াছিল, কিন্তু এত গভীর খাত করিলেও পাষাণভূমি প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল কাঁৎড়া ও পুরাতন ভিত্তির প্রস্তরমাত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। মোরিয়া পর্ব্বতের শিখরে হউক, কিম্বা অন্যান্য স্থানে হউক, আধুনিক যিরূশালম

নগারের প্রায় সকল গৃহ পূর্ব্বকালীয় নগরের কাঁৎড়ার উপরে স্থাপিত হইয়াছে। সেই কাঁৎড়া এখনও দৃশ্য হয়, এবং তাহা কোন২ স্থানে সাতাইশ কিম্বা চৌত্রিশ হাত উচ্চ। তাহাতে 'যিরূশালম প্রস্তরের ঢিবিমাত্র হইবে' এবং 'আমি যিরূশালমকে প্রস্তরের ঢিবি করিব;' এই যে কথা ভবিষ্যৎদ্বক্তাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছিল (মীখা ৩; ১২। যিরিম ৯; ১১), তাহা ঈশ্বরের নিশ্চিত জ্ঞানানুসারে উক্ত কথা বটে, ইহা সপ্রমাণ হয়। তাহাতে 'নগর আপন উপপর্ব্বতের (কিম্বা প্রস্তররাশির) উপরে পুনর্ব্বার গৃথিত হইবে,' (যিরিম ৩০; ১৮) এই কথাও কি সত্য হইবে না? অন্য স্থানে যিরিমিয় কহেন, 'তাহার দ্বার মৃত্তিকাতে পতিত (কিম্বা মগ্ন) হইয়াছে' (বিলাপ ২; ৯), এই কথাও সর্ব্বতোভাবে সত্য হইতে পারে। নিহিমিয় সেই নগরের যে সকল দ্বারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অদৃশ্য হইয়াছে, কি জানি তাহার মধ্যে কোন২ দ্বার কাঁৎড়াতে আচ্ছন্ন হইয়া এখনও ভূমিমধ্যে পোঁতা আছে।

সন্ধ্যাকালে গ্রীষ্ম কম হইলে আমরা প্রথম বার যিরূশালম নগর ভ্রমণ করণার্থে বেড়াইতে গেলাম, এবং নিকলেসন সাহেবের মেম গর্দ্দভারূঢ়া হইয়া আমাদের সঙ্গে২ চলিলেন। আরমানি লোকদের যে কনবেণ্ট (অর্থাৎ মঠবিশিষ্ট ধর্ম্মালয়) আছে, তাহার পার্শ্ব দিয়া আমরা সিয়োন নামক দ্বার দিয়া নগরহইতে বহির্গত হইয়া সিয়োন পর্ব্বতের যে ভাগ এখন প্রাচীরের বাহিরে আছে তাহাতে উপস্থিত হইলাম। উক্ত দ্বার নগরের দক্ষিণ দিগে আছে, এবং সেই দিগে এখন অন্য কোন দ্বার নাই। পর্ব্বতের উপরে দক্ষিণ ধারের নিকটে একটি ক্ষুদ্র মসজীদ আছে, তাহার মধ্যে দায়ূদ রাজার কবরস্থান আছে, ইহা লোকে বলে, এবং বোধ হয় তাহা সত্য বটে। 'দায়ূদের কবর অদ্যাপিও আমাদের নিকটে বিদ্যমান আছে', এই কথা পিতর কহিয়াছিলেন (প্রেরিত ২; ২৯), এবং বোধ হয় সেই কবর অদ্যাপি ঐ মসজীদের মধ্যে আছে।

পরে আমরা সেই মসজীদ বাম দিগে ছাড়িয়া গ্রীক ও লাতিন লোকদের কবরস্থান দিয়া ভ্রমণ করিলাম। তাহার নিকটে আ-

মেরিকা দেশীয় মিশনরি সাহেবেরাও এক কবরস্থান করণার্থে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া প্রাচীরে বেষ্টন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যবহার করণের অনুমতি পাইবেন কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, তাহার কারণ এই যে কোন ২ সময়ে দায়ূদের মসজীদের ছায়া সেই ভূমিখণ্ডে পড়ে, ইহা বলিয়া মুসলমানেরা আপত্তি করিয়াছিল।

সিয়োন পর্ব্বত নিতান্ত শূন্য হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা প্রাচীরাদি-দ্বারা অতি সুদৃঢ় স্থান ছিল, কিন্তু সেই পুরাতন প্রাচীরাদির মধ্যে কেবল দায়ূদের দুর্গ নামক এক উচ্চগৃহ অবশিষ্ট আছে, তাহা যাফো নামক দ্বারের নিকটবর্ত্তী। দায়ূদের গীতে লিখিত আছে, 'তোমরা সিয়োনকে প্রদক্ষিণ কর ও তাহার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তাহার দুর্গের সংখ্যা কর' (গীত ৪৮; ১২।) আমরা যখন তৎ-স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাহার পুরাতন দুর্গ প্রায় সকল নষ্ট হইয়াছে, ইহা দেখিলাম, তখন বুঝিলাম 'পরমেশ্বরের প্রত্যাশি লোকেরা সিয়োন পর্ব্বতের ন্যায় অটল ও চিরস্থায়ী হয়।' (গীত ১২৫; ১।) দুর্গ ও প্রাচীর নষ্ট হইলেও পর্ব্বত যেমন অদ্যাপি থাকে, তদ্রূপ যে কেহ মনুষ্যের কৃত উপায়ে নির্ভর না দিয়া কেবল আমাদের ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরেতে নির্ভর দেয়, সেও সিয়োন পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া সুস্থির থাকে।

পরে আমরা পর্ব্বতপৃষ্ঠের ধারের নিকটে যাইয়া এক বিস্তারিত যবক্ষেত্রমধ্যে উপস্থিত হইলাম। তাহার যব অতি পাতলা, এবং তাহার বৃক্ষ সকল অতি খর্ব্ব ছিল বটে, তথাপি আমরা তা-হার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলাম, এবং তাহার কতক গুলিন মঞ্জরী নিজ জন্মদেশে আনয়নার্থে ভাঙ্গিয়া লইলাম, যেহেতুক 'তোমাদের নিমিত্তে সিয়োন ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে' (মীখা ৩; ১২। যির ২৬; ১৮) ঈশ্বরের এই বাক্য যে সত্য ও সফল হইল, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ ঐ মঞ্জরীগুলা হইবে। ঈশ্বরের বাক্যের তেজেতে সিয়োনের অট্টালিকা ও দুর্গ ও প্রাচীর সকল লোপ পাইয়াছে, এবং যুদ্ধপতাকার পরিবর্ত্তে এখন যবের শীষসমূহ বায়ুতে দোলায়মান হইতেছে। তৎপরে আমরা দেখিলাম পর্ব্বতের পার্শ্বে লাঙ্গলদ্বারা কৃত সীতাতে

কপীশাক শ্রেণীং হইয়া রোপিত আছে, তাহাতে দুই বার লিখিত ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য যে সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম।

সিয়োন পর্ব্বতের দক্ষিণধারহইতে আমরা নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া হিন্নোমের উপত্যকা দেখিলাম, তাহা অদ্যাপি ওয়াদি জহন্নম নামে বিখ্যাত আছে। সেই উপত্যকা অতি গভীর এবং তাহার ওপারের পর্ব্বত অতি পাষাণময় ও দুর্গম, এবং তাহার তল জিতবৃক্ষসমূহের ছায়াতে ছায়াময়। এই স্থানে মিনশি রাজা আপন সন্তানগণকে মোলক দেবের উদ্দেশে অগ্নিতে প্রবেশ করাইত, এবং এই স্থানে যিরিমিয়কর্তৃক এই ভয়ানক বাক্য উক্ত হইয়াছিল, যথা, 'এই স্থান তোফৎ কিম্বা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা নামে বিখ্যাত না হইয়া বধের উপত্যকা নামে বিখ্যাত হইবে।' (যিরিম ১৯; ৬।) উক্ত উপত্যকাতে নানা প্রকার ঘৃণার্হ পাপকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত, এবং শয়তানের আদেশানুসারে মনুষ্যকে বলিদানার্থে অগ্নি জ্বালান যাইত, এই দুই কারণে তাহার জহন্নম নাম অনন্ত পাপ ও সংহারের স্থান যে নরক, সেই নরকের একটি নাম হইয়া উঠিল। আমাদের দৃষ্টিতে তাহা ছায়াতে স্নিগ্ধ উপত্যকা বোধ হইল, কিন্তু পূর্ব্বকালে যখন তাহার দুই পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতে নিবিড় বন ছিল, তখন তাহা অন্ধকারময় হওয়াতে ভয়ানক স্থান বোধ হইত, ইহা সম্ভব বোধ হয়।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

লূক ২৩; ৩৯-৪৩। ক্রুশে বদ্ধ চোর।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন ক্রুশে টাঙ্গান ছিলেন, তখন দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াও পরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিলেন, বিশেষতঃ তৎকালেও পাপি লোককে পরিত্রাণ দিতে প্রস্তুত ও পারক ছিলেন।

প্রথম ভাগ। ঐ ক্রুশে বদ্ধ চোর অতি পাপিষ্ঠ লোক ছিল।

১। সে এক জন দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত ছিল।

২। তাহাতে বোধ হয় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দস্যুবৃত্তি করিয়া অনেক মনুষ্যকে বধ করিয়াছিল।

৩। ক্রুশে টাঙ্গান হইলেও সেই ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিন্দা করিয়াছিল। মথি ২৭; ৪৪। মার্ক ১৫; ৩২।

দ্বিতীয় ভাগ। মরণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি মন ফিরাইল, ইহার প্রমাণ।

১। সে আপনাকে পাপিষ্ঠ জানিয়া আপন অপরাধ স্বীকার করিল। লূক ২৩; ৪১।

২। সে খ্রীষ্টকে ক্রুশে টাঙ্গান দেখিয়াও তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

(১) খ্রীষ্ট আমাকে পরিত্রাণ দিতে পারেন, ইহা মনে স্থির করিল।

(২) তিনি নিষ্পাপ হইয়াও পাপিষ্ঠ যে আমি, আমাকে গ্রাহ্য করিবেন, এমন ভরসা করিল।

৩। সে নম্রতাপূর্ব্বক অল্প কথাদ্বারা খ্রীষ্টের নিকটে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল।

৪। সে সাহসপূর্ব্বক অনেক লোকের সাক্ষাতে খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করিল।

৫। তাহার মনে প্রেম জন্মিল।

(১) খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম জন্মিল, এই জন্যে খ্রীষ্টের নিন্দা শুনিতে পারিল না।

(২) আপন সঙ্গি দস্যুর প্রতি প্রেম জন্মিল, এই জন্যে তাহাকে চেতনা দিতে চেষ্টা করিল।

তৃতীয় ভাগ। খ্রীষ্ট তাহাকে গ্রাহ্য করিয়া পরিত্রাণ দিলেন।

১। ইহার প্রমাণ। যীশু তাহাকে কহিলেন, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে (পরলোকের) সুখস্থানে উপস্থিত হইবা।

২। সেই ব্যক্তি কেন গ্রাহ্য হইল, ইহার মীমাংসা।

(১) পূর্ব্বে তাহার কোন পুণ্য ছিল না।

(২) অল্প কাল পর্য্যন্ত যে মনস্তাপ করিয়াছিল, সেই মনস্তাপের গুণে গ্রাহ্য হইল তাহাও নহে।

(৩) খ্রীষ্টের দয়া প্রযুক্ত গ্রাহ্য হইল।

(৪) সে উপযুক্ত রূপে পাপস্বীকার ও বিশ্বাস ও প্রার্থনাদ্বারা সেই দয়ার পাত্র হইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

চতুর্থ ভাগ। এই বিবরণহইতে আমরা কি ২ শিক্ষা পাইতে পারি?

১। যে ব্যক্তি পাপি লোকদের মধ্যে প্রধান, সেও পরিত্রাণ পাইতে পারে।

২। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মন ফিরাইলে পরিত্রাণ হইতে পারে।

৩। তথাপি ইহাতে কেহ দুঃসাহসী না হউক, এবং কেহ বিলম্ব না করুক।

৪। সেই চোর যে প্রকার চেষ্টা করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল, সেই প্রকার চেষ্টা করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

লেখালেখি।

পাপিষ্ঠ ও নরাধম লোককুলের ত্রাতা এবং বন্ধু যে খ্রীষ্ট যীশু, তিনি স্বীয় প্রেরিতবর্গকে ও অন্যান্য শিষ্যগণকে মনুষ্যের মনোরূপ ক্ষেত্র-মধ্যে সুসমাচাররূপ বীজ বপনার্থে যৎকালীন প্রেরণ করেন, তৎকালীন অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য থাকিলেও, নানা দেশে ও নগরে ও গ্রামে বিবিধ প্রকার লোক সমীপে নিন্দিত ও তাড়িত, কেহ বা সিংহভক্ষিত, কেহ বা অগ্নিদগ্ধ, কেহ বা শূলোপরি নষ্ট, কেহ বা প্রস্তরাঘাতে নষ্ট, ও কেহ বা ক্রুশযন্ত্রে অর্পিত ইত্যাদি অসহ্য বেদনায় ব্যথিত হইলেও শিষ্যগণ মঙ্গলসমাচার প্রচারে লজ্জিত না হইয়া বিশ্বাসের উপর নির্ভর দিতেন। তাহাতে দ্বিধার খড়্গস্বরূপ ঈশ্বরবাণী নরকুলের মনকে বিদীর্ণ করাতে মনুষ্যগণ স্ব২ পাপস্বীকার করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রেতে বিশ্বাস করাতে অত্যল্প দিবসে পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ অগ্নিসহকারে তুলা যাদৃশ ক্রমে দগ্ধ হওত বিস্তারকে পায়, তদ্রূপ লোকসমূহ মণ্ডলীভুক্ত হইল। তৎকালাবধি ক্রমশ মঙ্গলসমাচার প্রচার হওয়াতে নানাজাতি ও ভাবাবাদিরা খ্রীষ্ট যে জগত্ত্রাতা ইহার সত্য প্রমাণ পাইয়া অনেকেই খ্রীষ্টকে গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং শত্রু ক্রমে অত্যল্প হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ এই যে ভারতবর্ষের একাংশ বঙ্গভূমিতে যখন ইউরোপদেশস্থ প্রচারক কর্তৃক সুসমাচার প্রথমে বঙ্গজ লোক সমীপে প্রচার হইয়াছিল, তৎকালের সময় আর এই কালের সময় তুলনা করিলে কোন্ বুদ্ধিজীবী লোক না কহিবে যে প্রায় তাড়না রহিত হইয়াছে? সুতরাং প্রচার করা অতিশয় সুলভ হইয়াছে ইহাতে সন্দেহের লেশাভাব। তবে এই স্থানে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা আমি প্রকাশ করি, মহাশয়েরা মনোযোগ করিয়া শ্রবণে স্থানদান দিউন।

এইক্ষণে এই বঙ্গভূমিতে অনেক ইউরোপদেশীয় ও বঙ্গদেশীয় প্রচারকেরা স্থানে২ মঙ্গলসমাচার প্রচার করিতেছেন, বিশেষতঃ মহানগরী মধ্যে অনেক প্রচারালয় ও বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাবৃন্দ সত্য জ্যোতি বিষয় শিক্ষা পাইতেছে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নগরে ও গ্রামে পাঠশালা ও প্রচারশালা প্রস্তুতা আছে, এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থানে২ও প্রচারকেরা প্রচার করিয়া থাকেন সে সত্য, কিন্তু নৌকারোহণ ও শকটারোহণে কলিকাতা ইত্যাদির নিকট ব্যতীত প্রায় অন্যান্য স্থানে কেহ গমন করেন না, ইহা আমি প্রায় দেখিতেছি; ইহার প্রমাণ রামকৃষ্ণপুরের পশ্চিমাংশস্থ লোকদ্বারা শ্রুত আছি, যে প্রায় কখন প্রচারকেরা পূর্ব্বোক্ত পার্শ্বে গমন করেন নাই।

আর আমি কএক মাস গত হইল কএক জন খ্রীস্টাবলম্বি মহাশয়দের সমভিব্যাহারে কাঞ্চন পল্লীর পূর্ব্বাংশে গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে অনেকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, যে কখন তৎ২ স্থানে মঙ্গলসমাচার প্রচার হয় নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ ২ যৎকিঞ্চিৎ শুনিয়াছেন, তাহার কারণ এই, যে তাহারা কখন ২ কলিকাতা ইত্যাদি নগরে গতায়াত করে। ইত্যাদি অনেকানেক স্থান আছে, যে স্থানে কখন মঙ্গলসমাচার প্রচার হয় নাই, তাহা আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে লিখিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু হে প্রচারকেরা, তোমাদের নিকট আমার নিবেদন এই, যে উহারা আর কত কাল নরকাধিরাজের অধীনে বাস করিবে, সুসমাচার কি শ্রবণ করিবে না? হে অস্মদ্দেশীয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বীয়াবস্থা স্মরণ কর, এবং তোমরা যে পরম সুখ খ্রীষ্ট যীশুতে বিনামূল্যে পাইয়াছ, তাহা তোমরা বিনামুল্যে প্রদান কর, আর আত্মম্ভরি হইও না। হে প্রচারকেরা, তোমাদের নিকট শত ২ ব্যক্তি কৃতান্তের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেছে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করা কি তোমাদের উচিত হয় না? হাঁ অবশ্য হয়; তবে তাহাদের নিকট গমন করত জ্ঞাত করাও যে তোমাদের মধ্যে যে পাপরূপ পীড়া জন্মিয়াছে, তাহার নিমিত্তে খ্রীষ্টের নাম যে মহৌষধি তাহা পান কর।

আর হে ইউরোপদেশীয় বন্ধুবর্গ, তোমরা যে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর রত্নাকরের লহরী ও নদনদী ইত্যাদি পার হইয়া এই বঙ্গভূমিতে আসিয়া জীবগণের দুঃখ মোচনজন্য যে প্রচার করিয়া থাক তাহা সত্য, কিন্তু কেরি প্রভৃতি মহাত্মাগণের দৃষ্টান্তানুসারে কর্ম্ম হইতেছে না, কেননা অনেকে বিশ্রামদিবসে ভজনালয়ে ও কখন ২ হিন্দু ও মুছলমান ও অবিশ্বাসি লোকের নিকটে প্রচার করিয়া থাকেন, সুতরাং কেমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাশয়গণের সহিত তুলনা দিতে পারি? তাঁহারা কত সময় কত প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণে অত্যল্প দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ চৌকিদার বলিয়া উচ্চৈঃস্বর করেন। সে যাহা হউক, এইক্ষণে আপনাদের নিকট নিবেদন এই যে যাহাতে সকলে সত্য জ্যোতিঃ পায় তাহার অনুসন্ধান করুন। অলমতিবিস্তরেন।

হে উপদেশক সম্পাদক মহাশয়, আপনি মৎকর্তৃক প্রেরিত কএক পঁক্তি আপনার পত্রের একাংশে স্থানদান করত সকলকে জ্ঞাত করিলে চির বাধিত করিবেন, ইতি ত্রিঅরূপ এক ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব নিরন্তর হউক, আমেন।

[কস্যচিৎ অকিঞ্চন এবং পরদুঃখে দুঃখিত জনস্য।

[উপরি লিখিত পত্র পাঠদ্বারা আমরা আহ্লাদিত হইলাম, এবং তাহার অভিপ্রায় এমন উত্তম যে তাহা প্রকাশ করিতে কিছুই সন্দেহ হইল না। কিন্তু এই উপদেশকপত্রে আমরা সংস্কার, পুরোহিত, ইত্যাদি হিন্দু লোকদের মধ্যে চলিত ধর্ম্মাদি সম্বন্ধীয় নাম লিখিব না, ইহা পূর্ব্বাবধি স্থির করাতে সংস্কারাদি শব্দ এই পত্রহইতে লোপ করিলাম। পত্রলেখক যাহার প্রতি যে দোষ অর্পণ করেন, সে যদি আপনাকে সেই দোষে দোষী জানে, তবে এই পত্র পাঠ করিলে তাহার চেতনা জন্মিতে পারে, এই কারণ আমরা দোষপ্রক্ষালনের কোন২ কথা লিখিতে পারিলেও লিখিলাম না। প্রভুর সুসমাচার যেন শীঘ্র গ্রাম ও পল্লী সমুদয় ব্যাপে, এই আমাদের মনোবাঞ্ছা।

[উপদেশকের সম্পাদক।

পারমার্থিক জীবনে গতি আরম্ভ।

যখন পারমার্থিক চিন্তা মনুষ্যের অন্তঃকরণে আরম্ভ হয়, তখন তাহার মনে পাপবিষয়ক জ্ঞান উদয় হইতে থাকে, এবং পাপ ক্রিয়াতে পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হন তাহাও জানিতে পারে, এবং তাহা মন্দ জ্ঞান করিয়া সে কর্ম্মে আর মন দিতে চাহে না; কেবল এই চিন্তা করে, যে কি প্রকারে আমি পরম প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিব? যিনি পাপকে ঘৃণা করেন সেই মহান্ ব্যক্তির নিকটে আমি পাপী হইয়া কি প্রকারে যাইব? আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষা আমার পাপ অধিক, তাহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত ব্যাকুল ও হৃদয় কম্পিত হয়। আমার মন ভ্রষ্ট ও বিপথগামী, আমার চিন্তা ও বুদ্ধি অন্ধকারময়। সৎক্রিয়া করিতে আমার আত্মা ধাবমান হয় না। অতএব কি রূপে আমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিব? হায়, চিন্তা করিতে গেলে আমার মনে অসৎ চিন্তামাত্র উদয় পায়, সুতরাং আমি ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমার মস্তক

অবধি পায়ের তালুয়া পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর পাপপ্রযুক্ত গলিত ক্ষতের ন্যায় হইয়াছে, আমি রক্ষা পাইবার নিমিত্তে কি করিব? হে প্রভো, সৎক্রিয়া আমি কোথা পাইব? কি রূপে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হয় তাহা আমাকে শিক্ষা দেও। আর এক্ষণাবধি আমি আর পাপাচার করিতে চাহি না; আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সকল ক্ষমা করহ, এবং আমার স্বভাবের ও আচরণের পরিবর্ত্তন কর। হে ঈশ্বর, তোমার শরণ লইতে আমি বাসনা করি; তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমার উপায় বুদ্ধি জ্ঞান ও শক্তি কেবলমাত্র তুমি হও; আমি কেবল তোমাতেই প্রত্যাশা করি।

হে পরমেশ্বর, তুমি যাথার্থিক ও পুণ্যময়। পাপকে তুমি অদণ্ডিত রাখিবা না, ইহা প্রকাশ করিয়া কহিয়াছ। আমি পাপ ও অপরাধ করিয়া নানা মতে তোমার ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়াছি, ও তোমার বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছি; বিচারকাল শীঘ্র আসিতেছে; আমার দশা কি হইবে? পৃথিবীতে আমি আর অল্পকাল বাস করিব, তাহার পরে তোমার আগামি ক্রোধহইতে পলায়ন করিতে আমার কি উপায় আছে? হায়২ যেথানকার অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না, ও যে স্থানের দুঃখের সীমা নাই, ও যে স্থানের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে কেবল ভয় জন্মে, সেই মহাযন্ত্রণাদায়ক স্থান যে নরক তথাহইতে আমি কি রূপে নিস্তার পাইব? হে দয়ালু পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর। তোমার অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু যীশুর নিমিত্তে আমাকে রক্ষা কর। ইতি।

[শ্রীসূর্য্য মোহন দে।

মুমূর্ষু হিন্দু লোকের কথা।

গত মে মাসের ২৮ তারিখে কলিকাতায় ট্রেক্ট সোসাইটির বার্ষিক সভা হইয়াছিল। উক্ত সোসাইটির অভিপ্রায় এতদ্দেশীয় প্রায় সকল লোক জ্ঞাত আছ, ফলতঃ তাহার ব্যয়ে ধর্ম্মবিষয়ক লক্ষ২ ক্ষুদ্র পুস্তক ছাপান হয়, সেই সকল পুস্তক ধর্ম্মপ্রচারকেরা লোকদিগকে বিতরণ করেন, তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র পুস্তকভিন্ন কোন২ বড় পুস্তকও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের জ্ঞানপ্রদানার্থে ছাপান হয়, বিশেষতঃ গত বৎসরে ধর্ম্মপুস্তক পাঠোপকারক এই নামে এক

গ্রন্থ ইংরাজি ভাষাহইতে ভাষান্তরীকৃত হইয়া ছাপান হইল। সেই সভার সময়ে নানা সাহেব নানা প্রকার প্রবোধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ শ্রীযুত হিল সাহেব অন্যান্য কথার মধ্যে এই একটি কথা কহিলেন।

যে শ্রীযুত বৌলি সাহেব দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চুনার নগরে বাস করিয়া ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে মরিলেন, তিনি অনেক বৎসর হইল এক বার স্বীয় ব্যবহারানুসারে গ্রামে২ ও নগরে২ সুসমাচার প্রচার করণার্থে দেশভ্রমণ করিতে গেলে এক দিন গঙ্গাতীরে কোন মুমূর্ষু লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সেই মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকটে গুরু দাঁড়াইয়া তাহাকে নানা দেব দেবীর নাম জপ করিতে আজ্ঞা করে, কিন্তু সেই ব্যক্তি বার২ অস্বীকার পূর্ব্বক কহে, না, আমি কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করিব না, আমি যীশু খ্রীষ্টবিনা আর কাহারো নিকটে প্রার্থনা করিব না। এই কথা শুনিয়া বৌলি সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি খ্রীষ্টের কথা কি রূপে জানিতে পাইয়াছ? সে উত্তর করিল, কতক বৎসর হইল আমি কোন মিশনরি সাহেবের উপদেশ শুনিয়াছিলাম, সেই উপদেশদ্বারা আমার চিত্ত আর্দ্র হইল, এবং যীশু খ্রীষ্ট বিনা পাপি লোকের আর আশ্রয় নাই, ইহা বুঝিতে পাইলাম। পরে সাহেবের হাতে এক পুস্তক আছে, সেই পুস্তকের কথা তিনি পাঠ করিয়া প্রচার করেন, ইহা দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সেই পুস্তক চাহিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, সম্প্রতি আমার কাছে এই এক পুস্তক মাত্র থাকে, তাহা তোমাকে দিতে পারি না, কিন্তু তুমি যদি নিতান্ত কোন পুস্তক পাইতে চাহ, তবে আমি এইক্ষণে একটি ছোট পুস্তক লিখিয়া তোমাকে দি। ইহা বলিয়া সাহেব একটুকি কাগজ লইয়া পেন্‌সিল দিয়া সেই কাগজে কএকটি কথা লিখিয়া আমাকে দিলেন, তৎকালাবধি আমি সেই কথা বার২ পাঠ করিয়া থাকি, এবং তাহাদ্বারা আমার মন সুস্থির হইয়াছে। পরে ঐ মুমূর্ষু লোক আপন কটিবন্ধনহইতে সেই কাগজটুকি বাহির করিয়া বৌলি সাহেবকে দিলে তিনি দেখিলেন সে কাগজে ধর্ম্মপুস্তকের কএকটি বচন লিখিত আছে, এবং তাহা শ্রীযুত বিশপ কারি সাহেবের হাতের লেখা। কিঞ্চিৎকাল পরে সেই লোকের মৃত্যু হইল।

অবিশ্বাস।

এক দিন এক জন প্রচারক উপদেশের সময়ে দেখেন, শ্রোতাদের মধ্যে এক জন অবিশ্বাসি লোক বসিয়া আছে। সেই ব্যক্তি যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শত্রু ইহা তথাকার সকল লোক জ্ঞাত ছিল। তাহাতে কি জানি এই অবিশ্বাসি লোক মনে চেতনা পাইয়াছে, ধর্ম্মপ্রচারকের এমন প্রত্যাশা হওয়াতে তিনি পরদিনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে তাহার ঘরে

গিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনি কল্য প্রার্থনাগৃহে গিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কেননা আমি শুনিয়াছি পূর্ব্বে আপনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই ব্যক্তি উত্তর করে, আপনিও বিশ্বাসী নহেন। ধর্ম্মপ্রচারক কহেন, আপনি কি আমাকে কপটী বলেন? অবিশ্বাসী প্রত্যুত্তর করেন, আমি আপনাকে গালি দিলাম না, কিন্তু আমি এত বৎসরাবধি আপনকার ঘরের নিকটে বাস করিতেছি, তথাপি আপনি আমার অবিশ্বাস জানিয়াও আমাকে ধর্ম্মজ্ঞান দিতে এক বারও চেষ্টা করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় অবিশ্বাসি লোক সকল নরকে যাইবে, এমন কথা আপনি মুখে বলেন বটে, কিন্তু মনে সত্য জ্ঞান করেন না। যদি সত্য জ্ঞান করিতেন, তবে আমাকে নরকপথে যাইতে দেখিয়া অবশ্য আমার মনকে উদ্ধার করণের চেষ্টা দুই এক বার করিতেন।

অবিশ্বাসি ব্যক্তির এই কথা তাহার অসভ্য স্বভাবের প্রমাণ ছিল বটে, তথাপি সেই ধর্ম্মপ্রচারক মনে চেতনা পাইয়া নীরব হইয়া ঘরে গেলেন। পরে প্রথম প্রভুর দিনে তিনি এই বচন ধরিয়া উপদেশ দিলেন, "বধের নিমিত্তে সমর্পিত লোকদিগকে নিস্তার কর, ও বধ্য লোকদিগকে উদ্ধার কর। যদি বল, আমরা তাহা জানি না, তবে যিনি অন্তঃকরণের বিচার করেন, তিনি কি তাহা বুঝিবেন না? ও তোমার প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা কি তাহা জানিতে পারেন না? তিনি প্রত্যেক লোককে আপন২ ক্রিয়ানুসারে কি ফল দিবেন না?" হিতোপদেশ ২৪; ১১, ১২।

গুপ্ত কথা।

দশ বৎসর বয়স্কা কোন কন্যা আপন মাতাকে কহিতেছে, ওগো মাতা, তুমি প্রতি সকালে ও প্রতি সন্ধ্যাকালে কোন গুপ্ত স্থানে গিয়া একাকিনী কি করিয়া থাক? তাহা আমি জানিতে চাহি।

মাতা বলিতেছে, কেন জানিতে চাহ?

উত্তর। আমার বোধ হয় তোমার অতি প্রিয় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাক।

প্রশ্ন। এমন বোধ হয় কেন?

উত্তর। না, ফিরিয়া আসিবার সময়ে তোমার মুখ আনন্দেতে প্রফুল্ল দেখিতে পাই।

প্রশ্ন। আমি কোন প্রিয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার আলাপে যদি আমার আনন্দ জন্মে, তবে তাহাতে তোমার কি হয়?

উত্তর। আমিও তোমার ন্যায় আনন্দিতা হইতে চাহি।

মাতা কহিতেছে। ভাল, তবে সেই গুপ্ত কথা তোমাকে জানাই। আমি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে যখন তোমাকে ছাড়িয়া যাই, তখন ত্রাণকর্ত্তার সহিত কথোপকথন করিতে যাই, এবং তাঁহার নিকটে এইরূপে প্রার্থনা

করি হে প্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পবিত্র ও আনন্দিত কর ; আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমার সাহায্য কর, পাপহইতে আমাকে রক্ষা কর; এবং আমার প্রিয়া কন্যার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে পাপিষ্ঠদের দুর্দ্দশাহইতে রক্ষা কর।

কন্যা কহিতেছে। এমন যদি হয়, তবে আমিও তোমার সঙ্গিনী হইতে বাঞ্ছা করি।

ত্রাণোপদেশ।

সুখী হইলে পামর নর নিত্য কর্ম্মে হেলা,
অন্তরে না ভেবে দেখে গত হইল বেলা।

১ খ্রীষ্ট তোমায় জিজ্ঞাসিলে, প্রভুকার্য্যে কি করিলে,
অভিমানে আছ ভুলে, আমায় করি হেলা।

২ মন, দ্বারে আঘাতিলে, ছিলে শুয়ে শয়নতলে,
দ্বার নাহি মুক্ত কৈলে, মায়া মোহে ভোলা।

৩ উত্তর নাহিক দিলে, যাইবে নরকানলে,
দুঃখী হবে সদাকালে, ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলা।

৪ অভাজন দাসে বলে, প্রভুর শরণ নিলে,
সুখী হবে শেষকালে, পরিবে মুক্তিমালা।

লণ্ডন নগরে মে মাসে বার্ষিক সভা হওনের কথা।

এই বঙ্গদেশে মে মাসে অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রযুক্ত সকল লোকের অতিশয় ক্লেশ জন্মে, কিন্তু ইংলণ্ড দেশে সেই মাসে বৎসরের অন্য সকল সময় অপেক্ষা অধিক সুখ বোধ হয়, যেহেতুক শীতকালের শেষ হওয়াতে ঘাসে ও শাকাদির অঙ্কুরে ভূমি বিভূষিত হয়, এবং বৃক্ষ সকল নবীন পল্লবের ও পুষ্পের সৌন্দর্য্যে শোভা পায়। উক্ত মে মাসে কোন কারণে বহুসংখ্যক লোক লণ্ডন নগরে যাইয়া থাকে; তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে যত প্রধান সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল সোসাইটির বার্ষিক সভা মে মাসে লণ্ডন নগরে হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে নানা সভা নানা ভজনালয়ে হয়, কিন্তু অনেক সোসাইটির সভা একসেটর হাল নামক এক বৃহৎ অট্টালিকাতে হয়। সেই অট্টালিকার মধ্যে নানা গৃহ আছে, তাহার মধ্যে একটি গৃহ এমন বিস্তারিত যে তাহাতে তিন সহস্রের অধিক লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। উক্ত সভার নিয়ম এই, প্রথমে যে সাহেব সভার

কর্ত্তা তিনি অল্প কথাদ্বারা সোসাইটির অভিপ্রায় ও অবস্থা জানান, পরে সোসাইটির সেক্রেটরি অর্থাৎ লেখক গত বৎসরের রিপর্ট অর্থাৎ বিবরণ ও হিসাব পাঠ করেন, পরে নানা সাহেবেরা নানা কথার প্রস্তাব করেন, এই রূপে তিন চারি ঘণ্টা গত হইলে সভা ভাঙ্গিয়া যায়। এই প্রকারে মে মাসের প্রতি দিনে দুই এক সোসাইটির বার্ষিক সভা হয়। সেই সোসাইটি সকলের নাম ও অভিপ্রায় লিখিতে পারি না, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধান কোন২ সোসাটির উল্লেখ করিব।

১। বৃটিষ এণ্ড ফরেন বাইবল সোসাইটি, অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ কিম্বা বিক্রয় করণার্থে স্থাপিত ধর্ম্মপুস্তক সমাজ।

এই সোসাইটি ১৮০৪ শালে স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়াবধি তৎকর্তৃক ১৮৩ লক্ষ খান ধর্ম্মপুস্তক বিক্রীত কিম্বা বিতরিত হইয়াছে। ১৮৪৫ শালে তাহার জমা দশ লক্ষ টাকা, খরচ সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ছিল।

২। ট্রেক্ট সোসাইটি।

এই সোসাইটি ১৭৯৯ শালে স্থাপিত হইয়াছিল। পৃথিবীর নানা দেশে ক্ষুদ্র পুস্তক বিতরণ কিম্বা নানা প্রকার ধর্ম্মজ্ঞানদায়ক পুস্তক বিক্রয় করণদ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্ম পর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করা তাহার অভিপ্রায়। ১৮৪৫ শালে তাহার জমা সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা, খরচ কিঞ্চিৎ কম ছিল।

৩। বৃটিষ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি।

পৃথিবীর নানা দেশে স্কুল অর্থাৎ পাঠশালা স্থাপন করা এই সোসাইটির অভিপ্রায়। ১৮৪৫ শালে তাহার জমা ও খরচ প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র টাকা ছিল।

৪। সিটি মিশন, অর্থাৎ লণ্ডন নগর নিবাসি অজ্ঞান লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচারার্থক সভা।

১৮৪৫ শালে এই সোসাইটির জমা ও খরচ প্রায় এক লক্ষ আটত্রিশ সহস্র টাকা ছিল। এই চারি সোসাইটির অংশী নানামতাবলম্বি লোক।

৫। খ্রীষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান বর্দ্ধক সোসাইটি।

এই সোসাইটি অতি পুরাতন, এবং তাহার অংশি সকলে চর্চ আফ ইংলণ্ড মতাবলম্বি লোক, এবং তদ্দ্বারা যে২ পুস্তক ছাপান কি বিতরণ করা যায়, সেই সকল পুস্তকের অধিকাংশদ্বারা চর্চ আফ ইংলণ্ডের মতানুযায়ি জ্ঞান লাভ হয়।

৬। প্রপাগেষণ, অর্থাৎ সুসমাচার ব্যাপক সোসাইটি।

এই সোসাইটিও অতি পুরাতন, এবং তাহার অংশি সকলে চর্চ আফ ইংলণ্ড মতাবলম্বী। এই সোসাইটির কোন ২ মিশনরি সাহেবেরা বারুইপুর ও হাওড়া প্রভৃতি এই দেশের কোন ২ স্থানে আছেন।

এই দুই সোসাইটি পূর্ব্বে একমাত্র ছিল। তাহাদের বার্ষিক সভা মে মাসে হয় না।

৭। চর্চ মিশনরি সোসাইটি। ১৮০১ শালে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সোসাইটির অনেক মিশনরি সাহেবেরা বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর

প্রভৃতি এই দেশের নানা স্থানে আছেন, অন্য২ অনেকে পৃথিবীর অন্য২ স্থানে প্রভুর রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সোসাইটির বার্ষিক জমা ও খরচ প্রায় দশ লক্ষ টাকা। তাহার অংশি সকলে চর্চ আফ ইংলণ্ড মতাবলম্বী।

৮। লণ্ডন মিশনরি সোসাইটি। ১৭৯৫ শালে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সোসাইটির কোন২ মিশনরি সাহেবেরা ভবানীপুর ও চুঁচুড়া প্রভৃতি এই দেশের নানা স্থানে আছেন, অন্য অনেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে আছেন। সোসাইটির বার্ষিক জমা ও খরচ প্রায় সপ্ত লক্ষ টাকা। তাহার অংশিরা এবং তাহার মিশনরি সাহেবেরা নানা মতাবলম্বী, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ইণ্ডেপেণ্ডন্ত।

৯। উএস্লিয়ান্ মিশনরি সোসাইটি।

এই সোসাইটির অংশি সকলে উএস্লিয়ান মেথোদিষ্ট মতাবলম্বী, এবং তাহার মিশনরি সাহেবেরা কেবল দেবপূজক ও মুসলমান লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করেন, তাহা নয়, তাঁহারা নানা বিদেশে প্রবাসকারি স্বজাতীয় ইংরাজ লোকদিগকেও সুসমাচার বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন। সোসাইটির বার্ষিক জমা ও খরচ দশ কিম্বা এগারো লক্ষ টাকা।

১০। বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটি। ১৭৯২ শালে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সোসাইটির অংশি অবগাহন মতাবলম্বি লোক। তাহার মিশনরি সাহেবেরা অধিকাংশ বঙ্গদেশে ও যামেকা দেশে থাকেন। সোসাইটির বার্ষিক জমা ও খরচ কমবেশ দুই লক্ষ বিংশতি সহস্র টাকা।

যে২ সোসাইটির নাম উল্লেখিত হইল, সেই দশ সোসাইটি সকলের মধ্যে প্রধান, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য২ অনেক সোসাইটি নানা প্রকার লোকদের পরমহিতার্থে স্থাপিত হইয়াছে। আর এই স্থানে আমরা কেবল লণ্ডন নগরের সোসাইটির কথা কহিলাম, কিন্তু সেই সকলের তুল্য নানা সোসাইটি আমেরিকা দেশে এবং স্কট্লণ্ড দেশে এবং অন্যান্য দেশেও আছে।

বচনমালা।

যে ঈশ্বর কাক সকলকে আহার দেন, তিনি আপন সন্তানদিগের প্রতিপালন অবশ্য করিবেন।

আমার পিতা ঈশ্বর যাবৎ পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যহীন না হন, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি দীনহীন হইব না।

কোন কলশ যেমন সমুদ্রের জলরাশি ধরে না, তদ্রূপ মনুষ্যের বুদ্ধি ঈশ্বরের পরামর্শ সকল ধরিতে পারে না।

উপদেশক।

আগষ্ট ১৮৪৭ (৮) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রেরিত এক উপদেশক, এবং তাঁহার উপদেশও ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ।

৬। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম স্বভাব ও আচরণ তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দেয়।

তিনি যদি প্রবঞ্চক হইতেন, তবে অবশ্য সুখের কিম্বা ধনের কিম্বা লৌকিক সমাদরের চেষ্টা করিতেন, যেহেতুক লাভের আশা না দেখিলে কেহ প্রবঞ্চনা করে না। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুখের কিম্বা ধনের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তিনি নির্ধন ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আপনি কহিয়াছেন, "শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।" আর তিনি যে আলস্যজন্য সুখের চেষ্টা করেন নাই, ইহাও অতি স্পষ্ট, যেহেতুক তিনি পদব্রজে গ্রামে২ গিয়া রোগগ্রস্ত লোকদিগকে সুস্থ করিতে২ ও বহুসংখ্যক লোকসমূহকে উপদেশ দিতে২ অতিশয় ক্লেশ পাইতেন, তাহাতে কখনো২ আহার করণার্থেও অবকাশ প্রায় হইত না, এবং যখন তিনি একাকী থাকিতে চাহিতেন, তখন রাত্রিযোগে কোন নির্জন স্থানে যাইতে হইত। তিনি রাজা হইতে চাহিলে অনায়াসে কিছু কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব পাইয়া ভোগ করিতে পারিতেন, যেহেতুক লোকসমূহ তাঁহাকে রাজা করিতে বার২ উদ্যত ছিল, এবং তিনি রাজত্ব লইলে লইতে পারেন, ইহা জানিয়া যিহূদীয়দের প্রধান লোকেরা অতিশয় ভীত ছিল, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক রাজত্বের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং লোকেরা যেন তাঁহাকে রাজা না করে, এই কারণ তিনি এক বার তাহাদিগকে ছাড়িয়া নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইলেন; এবং যখন যিরূশালম নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন সাংসারিক রাজার মত অশ্বারোহণ না করিয়া এক গর্দ্দভশাবক আরোহণ করিয়া কোন সামান্য লোকের ন্যায় সেই নগরে প্রবেশ করিলেন। আর পীলাতকেও কহিলেন, "যদি আমার রাজ্য জগৎসম্বন্ধীয় হইত, তবে যিহূদীয়দের হস্তগত

"যেন না হই, ইহার নিমিত্তে আমার সেবকেরা প্রাণপণ করিত, কিন্তু "আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়।" যোহন ১৮; ৩৬।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বভাব ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল ছিল। তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার কোন দোষ ধরিতে পারিল না। এবং পীলাতও স্বীকার করিল, "আমি ইহার কোন দোষ পাই না।" যোহন ১৯; ৬। তিনি স্থানে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক সুক্রিয়া করিতেন। "তিনি কোন পাপ করিলেন "না, এবং তাঁহার মুখে কোন ছলের কথা ছিল না। এবং নিন্দিত হইলে "প্রতিনিন্দা করিতেন না, এবং দুঃখ পাইলে কাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন "না, কিন্তু ন্যায়বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন।" ১ পিতর ২; ২২, ২৩। "তিনি আপনি আপনার তুষ্টির চেষ্টা করিলেন না। তিনি ঈশ্বর- "রূপী হওয়াতে ঈশ্বরের সদৃশ মান প্রাপ্তিকে অপহরণ (অর্থাৎ অন্যায়) "বোধ না করিলেও আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া "দাসরূপী হইলেন। এই মতে মনুষ্যরূপে পরিচিত হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ "ক্রুশীয় মৃত্যুভোগ পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইয়া নম্রতা স্বীকার করিলেন।" ফিল। ২; ৬-৮।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরমসাধু ছিলেন, অতএব আমি ঈশ্বরীয় শিক্ষক, তাঁহার এই কথাতে বিশ্বাস জন্মে।

৭। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপদেশকথা তাঁহার পক্ষে প্রমাণ দেয়।

অন্য২ গুরু যে২ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে, সেই সকলের নানা প্রকার ত্রুটি আছে। অনেক গুরু স্ত্রীলোকের মঙ্গল মনোযোগের অযোগ্য জ্ঞান করে, অন্য২ গুরুর শিক্ষা কেবল এক দেশীয় কিম্বা এক জাতীয় লোক-দের মঙ্গলজনক হইয়া অন্য সকলের অহিতজনক হয়। কোন২ গুরু কেবল বাহ্য ও দৃশ্য আচরণের, অন্য কোন২ গুরু কেবল অন্তঃকরণের শাসন বিষয়ে কথা কহিয়াছে। এবং প্রধান ত্রুটি এই, অনেকে নানা প্রকার অতি উত্তম সূত্র লিখিয়াছে, কিন্তু সেই সূত্রানুসারে আচরণ করণের শক্তি ও চেষ্টা জন্মাওনের কোন উপায় নিশ্চিত করে নাই।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যজাতিকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সকলের বোধগম্য ও সকলের হিতজনক। এবং সেই শিক্ষা মনে গ্রাহ্য করিলে প্রভু যীশুর প্রতি প্রেম জন্মে, যেহেতুক যিনি আমার পরিত্রাণার্থে নিজ প্রাণ দিলেন, তাঁহাকে আমি কি প্রেম করিব না? এমন কথা মনুষ্য কহে। ঐ প্রেমহইতে মনের ও আচরণের পবিত্রতা জন্মে, যেহেতুক যাহাকে প্রেম করি তাহার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে চেষ্টা স্বয়ং জন্মে। এবং ভয়েতে যাহা করিলে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা প্রেমেতে করিলে ক্লেশবোধ না হইয়া বরং সুখবোধ হয়। যত লোক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষিত কথা গ্রাহ্য করিয়া পালন করে, তাহারা সকলে সেই কথার ঈশ্বরী-য়ত্ব বুঝে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপদেশকথা যে ঈশ্বরীয় তাহার অন্য প্রমাণ এই, তাঁহার পূর্ব্বে যত শিক্ষাগুরু এই ভূমণ্ডলে হইয়াছিল, সেই সকলের মধ্যে

এক জনেরও উপদেশকথা প্রভু যীশুর উপদেশকথার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে উত্তম ছিল না। এবং তাঁহার পরে যত জ্ঞানবান শিক্ষাগুরু উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তি তাঁহার কথা অবগত ছিল, তাহাদের কথার মধ্যে যে২ নীতিবিধি সকলাপেক্ষা উত্তম, সেই সকল নীতিবিধি প্রভু যীশুর কথাহইতে উদ্ধৃত আছে। ইহার প্রমাণ মুহম্মদ। মুহম্মদের নীতিবিধির মধ্যে যে২ বিধি উত্তম, তাহা প্রভু যীশুর উপদেশোদ্ধৃত।

মনু ও মুহম্মদ প্রভৃতির নীতিবিধি নিস্তেজ আছে,যেহেতুক যাহারা তাহা মানিয়া স্বীকার করে, তাহারাও তাহা পালন করে না; কিন্তু প্রভু যীশুর কথা সতেজ, যেহেতুক যাহারা তাহা মানিয়া স্বীকার করে, তাহারা তাঁহাকে প্রেম করাতে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া দিবসিক আচরণে সতর্ক ও ন্যায়বান্ ও ঈশ্বরসেবক হইয়া কাল যাপন করে।

এই নানাবিধ প্রমাণ সকল বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করি, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরীয় শিক্ষাগুরু বটেন, এবং তাঁহার সকল কথা ঈশ্বরীয় কথা হওয়াতে সকলের গ্রহণীয় ও সর্ব্বতোভাবে বিশ্বসনীয়।

৫। যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ।

যীশু আপন শিষ্যদের মধ্যে বারো জনকে মনোনীত করিয়া আপন ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করণার্থে প্রেরিতত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই বারো জনের মধ্যে এক জন অর্থাৎ যিহূদা যীশুর জীবদ্দশাতে তাঁহার বিপক্ষ হইয়া আপন গুরুকে শত্রুহস্তগত করাতে পদচ্যুত হইল, অবশিষ্ট এগারো জন বিশ্বস্ত রহিলেন, এবং কএক বৎসর পরে পৌল নামক আর এক ব্যক্তি তাঁহাদের ন্যায় প্রেরিতত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। সেই বারো জন যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশও ঈশ্বরীয় এবং যীশুর উপদেশের তুল্যই মান্য, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত যিহূদার দোষ প্রযুক্ত অবশিষ্ট প্রেরিতদের বিষয়ে সন্দেহ করিতে হয় না, যেহেতুক সেই ব্যক্তি যীশুর মরণের পূর্ব্বেই আত্মঘাতক হইয়া মরিল, অতএব প্রেরিতের কর্ম্ম করে নাই। সে যে কারণে যীশুর জীবদ্দশাতে বারো জনের মধ্যে গণিত হইয়াছিল, সেই কারণ এই স্থানে বিবেচনা করণের প্রয়োজন নাই, কেবল ইহা বলিব, তাহার বিষয়ে যীশুর ভুল হয় নাই। "কে২ বিশ্বাস করে না, এবং কে বা তাঁহাকে "পরহস্তগত করিবে, তাহা যীশু প্রথমাবধি জ্ঞাত ছিলেন।" যোহন ৬; ৬৪। এবং তাহার প্রমাণও তিনি দিলেন। আর যে সময়ে যীশু অন্য সকল প্রেরিতদিগকে তাঁহাদের কর্ম্মের বিষয়ে বিশেষ উপকার করিতে প্রতিজ্ঞা দিলেন, সেই সময়ে যিহূদা তাহাদের সহিত আর ছিল না।

অবশিষ্ট এগারো জনের ও পৌলের উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ এই ২।

১। যীশু আপন ধর্ম্ম প্রচলিত করণার্থে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর তিনি সেই কর্ম্মেতে অনুপযুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ঐ এগারো জন যে যীশুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, ইহা অতি স্পষ্ট। তাঁহাদের বিষয়ে যীশু প্রার্থনা করণ সময়ে ইহা কহিলেন, যথা, "তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ "আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিলাম।" যোহন ১৭; ১৮। এবং কবরহইতে উত্থান করণের পরে তিনি গালীল দেশের কোন পর্ব্বতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "তোমরা যাইয়া সর্ব্বদেশীয় "লোকদিগকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে "তাহাদিগকে অবগাহন করাও,এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা "দিয়াছি, তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে উপদেশ দেও।" মথি ২৮; ১৯,২০। এবং পৌলের বিষয়েও "প্রভু কহিলেন, অন্যদেশীয় লোকদের ও "ভূপতিদিগের ও ইস্রায়েল্ বংশীয়দের নিকটে আমার নাম প্রচার "করিতে সেই জন আমার মনোনীত পাত্র আছে।" প্রেরিত ৯; ১৫।

২। আমার উপদেশ যেমন সকলের গ্রহণীয়, তদ্রূপ আমার প্রেরিতদের উপদেশও সকলের গ্রহণীয়, এই রূপ কথা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বার ২ কহিয়াছেন, যথা, "যে ব্যক্তি তোমাদের কথা গ্রাহ্য করে; সে আমারই "কথা গ্রাহ্য করে, এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমাকেই অবজ্ঞা করে; ও যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আমার "প্রেরণকর্ত্তাকেই অবজ্ঞা করে।" লূক ১০; ১৬। "তোমরা সমুদয় জগতে "গিয়া সমস্ত লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। তাহাতে যে "কেহ বিশ্বাস করিয়া অবগাহিত হইবে সে পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু "যে বিশ্বাস না করিবে, তাহার দণ্ড হইবে।" মার্ক ১৬; ১৫;১৬।

৩। আমরা যীশুদ্বারা কিম্বা ঈশ্বরদ্বারা নিযুক্ত সাক্ষী ও প্রচারক, তাঁহারা আপনারা পুনঃ পুনঃ এমন কথা কহিয়াছেন। এবং এমন কথা কহিতে তাঁহারা যে সরল ছিলেন, ইহার প্রমাণ অতি স্পষ্ট, যেহেতুক সেই কথানুসারে কর্ম্ম করাতে তাহাদের অসীম ক্লেশ ও তাড়না ঘটিল। "পরমেশ্বর যীশুকে কবরহইতে উঠাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা সাক্ষী "আছি।" ইহা পিতর আপনার ও আপন সঙ্গিদের নামে কহিলেন। প্রের ২; ৩২। ৩; ১৫। আরও যথা, "তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহার "উত্থান করাইয়া প্রকাশ রূপে তাঁহাকে দেখাইলেন, সকল লোকের "নিকটে এমন নহে, কিন্তু তাঁহার কবরহইতে উত্থান হইলে পর তাঁহার "সহিত ভোজন পান করিলাম, এমন ঈশ্বরের পূর্ব্বমনোনীত সাক্ষী যে "আমরা, আমাদের নিকটে প্রকাশ করিলেন। প্রের ১০; ৪০,৪১। এই প্রকার কথা যেমন অন্য প্রেরিতেরা বলিয়াছেন, তদ্রূপ পৌলও কহিয়াছেন, যথা, "মনুষ্যহইতে নয়, মনুষ্যদ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট

"এবং কবরহইতে তাঁহার উত্থানকর্ত্তা পিতা ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত এক জন "যে আমি পৌল।" গলাতীয় ১; ১।

৪। এ বিষয়ে প্রেরিতদের যেরূপ দৃঢ় জ্ঞান ছিল, তাহার কএকটি প্রমাণ দিব। "যে কেহ আমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে কেবল মনুষ্যকে "অবজ্ঞা না করিয়া যিনি আপন পবিত্র আত্মা আমাদিগকে দিয়াছেন, "সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে।" ১ থিষ ৪; ৮। যেহেতুক "আমরা খ্রীষ্টের "নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি, এবং ঈশ্বর আমাদের দ্বারা "তোমাদিগকে সাধনা করিলে আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে "বিনয় করিতেছি।" ২ কর ৫; ২০। "আমরা তোমাদের নিকটে যে সুস-"মাচার প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুসমাচার যদি আমরা "কিম্বা স্বর্গীয় দূত প্রচার করে তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।" গল ২; ৮।

৫। প্রেরিতদের উপদেশ দেওন প্রভৃতি কর্ম্মেতে তাহাদিগকে নিপুণ করিবার নিমিত্তে যীশু আপন মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথা, "আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে পিতা নিরন্তর "তোমাদের সহিত থাকিতে অন্য এক সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে "তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিবেন। পিতা সহায়কে অর্থাৎ পবিত্র "আত্মাকে আমার নামে প্রেরণ করিলে তিনি তাবৎ বিষয়ে শিক্ষা "দিয়া আমার উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন, এবং "তাবৎ সত্য বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবেন।" যোহন ১৪; ১৬,২৬। ১৬; ১৩। এই প্রতিজ্ঞা কেবল প্রেরিতদিগকে তাহা নহে, সকল বিশ্বাসি লোককে দত্ত হইয়াছে, এমন কথা যদি কেহ বলে, তবে তাহার উত্তর এই। যীশুর উক্ত সমস্ত কথা যাহাদিগকে স্মরণ করাণ যায়, তাহারা সেই কথা পূর্ব্বে না শুনিলে কি না জানিলে স্মরণ করিতে পারে না। পবিত্র আত্মা প্রেরিতদিগকে যীশুর উক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করাইবেন, ইহা যীশু কহেন; তবে প্রেরিতেরা সেই সমস্ত কথা স্মরণ করণের পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন কি জানিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আমরা যেমন চারি সুসমাচার পাঠ করণদ্বারা যীশুর কথা জানিতে পারি, তাঁহারা তদ্রূপ উপায়দ্বারা তাহা না জানিয়া যীশুর প্রমুখাৎ তাঁহার উক্ত সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন, এবং যীশুর সমস্ত কথা প্রেরিতগণ ভিন্ন আর কেহ শুনে নাই। অতএব ঐ প্রতিজ্ঞা প্রেরিতদের পক্ষে সফল করিবার নিমিত্তে পবিত্র আত্মা অন্য কোন উপায় ব্যতিরেকে আপনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিলেন; কিন্তু অন্য সকল বিশ্বাসিদের পক্ষে তাহা সফল করিবার নিমিত্তে প্রেরিতদের উপদেশ ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থরূপ উপায়দ্বারা জ্ঞান যোগাইয়া দেন।

৬। ঐ পবিত্র আত্মা যীশুর পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পরে প্রকাশিত হইলেন, তাহাতে প্রেরিতদের জ্ঞান ও সাহস ও কর্ম্মেতে নিপুণতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, এবং সেই আশ্চর্য্য ঘটনাদ্বারা প্রেরিতদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয় ইহা সপ্রমাণ হইল।

৭। প্রেরিতেরা অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, এবং তাহাও তাহাদের বিষয়ে প্রমাণ দেয়। ইহার অনেক উদাহরণ প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণে পাওয়া যায়।

৮। প্রেরিতেরা নানা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছেন, তাহা আর এক প্রমাণ। এমত ভবিষ্যদ্বাক্যের উদাহরণ পৌলের ও পিতরের পত্রে ও যোহনের ভবিষ্যদ্বাক্যগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই প্রকার উদাহরণ না লইয়া আমরা প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণহইতে দুই এক উদাহরণ লইব। মিথ্যাবাদি অননিয়ের মিথ্যাবাদিনী স্ত্রী সফীরার প্রতি পিতর কহিলেন, "দেখ, যাহারা তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারের নিকটেই "উপস্থিত আছে, এবং তোমাকেও বাহিরে লইয়া যাইবে। তাহাতে সেও "তৎক্ষণাৎ তাহার চরণের নিকটে প্রাণত্যাগ করিল, পরে সে যুবকেরা "ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃতা দেখিয়া বাহির করণ পূর্ব্বক তাহার "স্বামির পার্শ্বে কবর দিল।" প্রের ৫, ৯,১০।

পৌল যে জাহাজে রোমা নগরে গেলেন, সেই জাহাজ ডুবিয়া যাওনের ভয় হইলে তিনি সকলকে কহিলেন, "সাহস কর, তোমাদের এক প্রা- "ণিরও হানি হইবে না, কেবল জাহাজের হানি হইবে, কেননা যে ঈশ্বরের "লোক আমি, এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত কল্য রাত্রিতে "আমার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পৌল, ভয় করিও না, "কৈসরের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং তোমার এই "সঙ্গিলোক সকলকে ঈশ্বর তোমাকে দিলেন। অতএব হে মহাশয়েরা, "তোমরা সাহস কর, আমার প্রতি যে কথা কথিত হইয়াছে, তাহা "অবশ্য ঘটিবে, ঈশ্বরেতে আমার এমন বিশ্বাস আছে। কিন্তু কোন "উপদ্বীপের উপরে আমাদিগকে পড়িতে হইবে।" প্রের ২৭; ২২-২৬। পৌলের এই কথানুসারে অল্প দিনের পরে সেই জাহাজ মিলিতা নামক উপদ্বীপের নিকটে ভগ্ন হইল, কিন্তু জাহাজে স্থিত সকল লোক ভূমি পাইয়া প্রাণে বাঁচিল।

যদি কেহ বলে, তৎকালীয় অনেক বিশ্বাসি লোক পবিত্র আত্মাকে পাইয়া আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিত ও ভবিষ্যদ্বাক্য কহিত, তথাপি তাহাদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয় ইহার কোন প্রমাণ নাই, তবে তাহার উত্তর এই। আমরা ঈশ্বরের মনোনীত প্রচারক ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত লোক, এমন কথা ঐ সকল লোকদের মধ্যে প্রেরিতগণ বিনা আর কেহ কহে নাই, কারণ ঈশ্বর যে ব্যক্তির সাহায্য করিয়া পবিত্র আত্মার গুণে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবার ও ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবার শক্তি দেন, এমন লোক মিথ্যাবাদী নহে। এই জন্যে যীশুর প্রেরিত না হইলে এমন লোক আপনাকে যীশুর প্রেরিত করিয়া বলিবে না; এবং এমত লোক যদি বলে, আমি যীশুর প্রেরিত বটি, তবে তাহার কথা সত্য ও সপ্রমাণ হয়।

৯। প্রেরিতদের চরিত্র তাহাদের পক্ষে প্রমাণ দেয়। তাঁহারা এমন আশ্চর্য্য শক্তি বিশিষ্ট হইয়াও অহঙ্কারী ছিলেন না, এবং ধন ও

ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না, বরং আপনাদের সম্ভ্রমের চেষ্টা না করিয়া কেবল আপন গুরু যীশু খ্রীষ্টের গৌরবের চেষ্টা করিতেন।

১০। অন্য প্রমাণ এই, প্রেরিতদের উপদেশ ও যীশুর উপদেশ সম্পূর্ণ রূপে মিলে কেবল তাহা নহে, তাঁহাদের এক জনের উপদেশ অন্য সকলের উপদেশেও মিলে। ইহাতে তাঁহারা সকলে যে এক ঈশ্বরের আদেশানুসারে উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সপ্রমাণ হয়।

উক্ত সকল প্রমাণদ্বারা প্রেরিতদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহা স্পষ্ট হয়। ঐ সকল প্রমাণের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিলে সময়ের অকুলান হইবে, এই জন্যে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম।

সদুপদেশ।

(হিতোপদেশ ১২ অধ্যায়।)

যেই জন দেয় মন সৎ উপদেশে।
অবশ্যই সেই জন জ্ঞান প্রিয়বাসে॥
কিন্তু যেই জন ঘৃণা করে তিরস্কার।
পশুতুল্য সেই জন লোকেতে প্রচার॥
ঈশ্বর সতত সাধু প্রতি দয়াময়।
কিন্তু কুসন্ধানি জন দোষীকৃত হয়॥
পাপে কেহ স্থির নহে সর্ব্বদা চঞ্চল।
কিন্তু ধার্ম্মিকের মূল নিশ্চয় অটল॥
গুণবতী ভার্য্যা হয় কিরীট স্বামির।
লজ্জাদাত্রী ক্লেদতুল্য তাহার অস্থির॥
সত্য হয় ধর্ম্মাচারি নরের কল্পনা।
কিন্তু পাতকির মিথ্যা সকল মন্ত্রণা॥
পাপিগণ বধিবারে গুপ্তে বাক্য কয়।
কিন্তু সরলের জিহ্বা তাতে রক্ষা পায়॥
দুরাত্মারা স্থির নহে অধঃপাতে যায়।
ধার্ম্মিক লোকের গৃহ সুনিশ্চল রয়॥
আপন বিজ্ঞানে নর হয় সুবিখ্যাত।
কুটিল লোকেরা হয় কিন্তু তুচ্ছীকৃত॥
ধার্ম্মিক স্বপশু প্রতি রাখে কৃপালুতা।
পাপি মনুষ্যের স্নেহ মাত্র নিষ্ঠুরতা॥
ক্ষুদ্রলোক যদি করে দাসত্ব আপন।
তবু শ্লাঘাকারিহইতে শ্রেষ্ঠ সেই জন॥

ভূমির কৃষক দেখ ভক্ষ্যে তৃপ্ত হয়।
নিষ্ফল কর্ম্মেতে রত হৈলে মূর্খ কয়॥
দুষ্টদের দুর্গে লোভ করে পাপিগণ।
ধার্ম্মিকের মূলে ফল করে উৎপাদন॥
স্বঅধর দোষে হয় পাতকী পতিত।
ধার্ম্মিকেরা দুঃখহৈতে হইবে উদ্ধৃত॥
স্বমুখের বাক্যে নর সুখে তৃপ্ত হয়।
স্বহস্তের ক্রিয়াফল তাকে দেওয়া যায়॥
অজ্ঞানের পথ দেখ দেখিতে সুন্দর।
যে জন মন্ত্রণা শুনে সেই জ্ঞানী নর॥
অজ্ঞানির ক্রোধ শীঘ্র হয় প্রকাশমান।
বিজ্ঞ জন গুপ্ত করে আত্ম অপমান॥
ধর্ম্মকে প্রকাশ করে সত্যবাদি নরে।
মিথ্যা সাক্ষী প্রবঞ্চনামাত্র ব্যক্ত করে॥
বাচালের বাক্য অস্ত্রাঘাতের সমান।
আরোগ্যস্বরূপা জিহ্বা যার আছে জ্ঞান॥
যথার্থবাদির ওষ্ঠ চিরস্থায়ী হয়।
অযাথার্থিকের জিহ্বা ক্ষণকাল রয়॥
কুচিন্তাকারির মন প্রতারণাপূর্ণ।
শান্তিদাতা নর হয় আনন্দে আকীর্ণ॥
ধার্ম্মিকের কোন কালে বিপদ না হয়।
দুষ্টের দুর্গতি ঘটে নাহিক সংশয়॥
ঈশ্বরের ঘৃণ্য বটে মিথ্যাবাদি ওষ্ঠ।
সত্যক্রিয়াকারিগণ তাঁকে করে তুষ্ট॥
পরিণামদর্শী করে জ্ঞান সম্বরণ।
অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে অজ্ঞানের মন॥
কর্ম্মিষ্ঠ জনের হস্ত আধিপত্য পায়।
কিন্তু অলসের কর অন্যে কর দেয়॥
মনোদুঃখে যদি কোন কেহ হয় নত।
শান্তিদ বাক্যেতে তাকে হর্ষ দেয় কত॥
অন্য প্রতিবাসিহৈতে ধার্ম্মিক উত্তম।
পাপিদের পথে সদা জন্মে মাত্র ভ্রম॥
ধর্ম্মের পথেতে থাকে অক্ষয় জীবন।
তার কোন মার্গে নাহি কদাচ মরণ॥

শ্রীরামপুর] [জুনমাস।

লেখালেখি।

শয়তানের চাতুরী।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ সমীরণ, ব্যোম, কাল, দিক, দেহী, ও হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, ও ভূচর, খেচর, জলচর, উরোগ, ও চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, ধূমকেতু, ও ঋক্ষ, মনুষ্য, দূতাদির নির্ম্মাণকর্ত্তা ও রক্ষক. এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি স্বীয় দূতগণের মধ্যে প্রধানরূপে শয়তানকে গণ্য করিতেন। তৎপরে শয়তান পরমেশ্বরের সহিত শত্রুতা জন্য স্বর্গচ্যুত হওয়াতে, পরমেশ্বরের এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি হিংসা করণে প্রবৃত্ত হইল, পশ্চাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যের অপেক্ষা উত্তম সৃষ্ট বস্তু না পাইয়া পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে নির্ম্মিত যে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধসত্ত্ব মনুষ্য, তাহাকে ধ্বংসনে লক্ষ্য করিল। কিন্তু বিধাতা সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মনুষ্যকে অধিক প্রীতি করণহেতু সদা তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তাহাতে নরকাধিরাজ বিবেচনা করিল, যে মনুষ্যসদৃশ পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র কেহই নাই, তবে আইস, আমরা ইহাকে অধীন করি; এই পরামর্শ করিয়া নরের নিকট গমন না করিয়া নারীকে প্রবঞ্চনা করিতে স্থির করিল, কেননা নারী নরহইতে জাতা এই জন্যে নর অপেক্ষা তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বুদ্ধি হইবে, এই বিতর্ক করত সর্পবেশে আমাদের আদিমাতার চতুষ্পার্শ্বে ও ইতস্তত ভ্রমণ করত, হঠাৎ যে বৃক্ষের ফল পরমেশ্বর কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল, তন্মূলে উপস্থিত হইয়া প্রবঞ্চক নারীকে কহিল, হায়, কি মনোহর ও সুদৃশ্য ও সুপক্ক ফল দেখিতেছি, আহা, ইহা ভোজন না করিয়া কেমন করিয়া স্থির রও? লও, ইহা ভোজন কর। নারী ইহা শুনিয়া ঈষৎ ভয়যুক্ত হওত কহিলেন, যে না, সর্ব্বাধিপতি নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন, যে তোমরা ঐ সদসদ্ বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, যদি ভোজন কর, তবে নিতান্ত মরিবা, অতএব আমি ভোজন করিতে পারিব না। শয়তান্ তাহার এই বাক্য শুনিয়া মনে২ কহিল, কি জানি মনোগত বিষয় নিষ্ফল হয়। অনন্তর সে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বিবিধ প্রকার প্রবঞ্চনার কথা তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করাইতে লাগিল, তাহাতে বুদ্ধিহীনা অবলা নারী প্রবঞ্চিতা হওত বাহ্য সৌন্দর্য্যে লোভাক্রান্তা হইয়া বিষরূপ ফল আপনি ভক্ষণ করত স্বপতির হস্তেও দিলেন, পশ্চাৎ তিনিও সুদৃশ্য ও সুমিষ্ট বোধে গ্রাস করিলেন। এইরূপে শয়তানদ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া উভয়ে মৃত্যুর পাত্র হইলেন, কেবল তাহা নয়, বরং পরমেশ্বর অভিশাপ দিয়া কহিলেন, তোমরা বংশপরম্পরায় মৃত্যুর বশতাপন্ন হইবা; তথাপি আমি তোমাদের নিস্তারজন্য এক ত্রাণকর্ত্তা প্রেরণ করিব, তিনি এক নারীর উদরে জন্মিবেন, পশ্চাৎ জগতের পাপ ধ্বংস করিয়া শয়তানের মস্তক চূর্ণ করত জীবন সঞ্চয় করিবেন, এই অঙ্গীকার পতিত নরের প্রতি করিলেন।

তদনন্তর মনুষ্যের পতনাবধি এই কাল পর্য্যন্ত ঐ নরকাধিরাজ পরমেশ্বরের সেবকগণকে নষ্ট করিবার জন্যে নানা প্রকার সৈন্যের সহিত অর্থাৎ অতিকাম, অতিক্রোধ, অতিলোভ, অতিমোহ, অতিমদ, ও অতিমাৎসর্য্য ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া বিবিধ প্রকারে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া আসিতেছে, তাহাতে কতক মনুষ্যগণ কখন২ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে, কখন২ বা অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নানা জীব ও নির্জীব অর্থাৎ মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উরোঙ্গম ভুজঙ্গম ও বৃক্ষ শাখা পল্লবাদি নশ্বর বস্তুকে অনশ্বর পরমেশ্বরের সহিত এক জ্ঞান করিতেছে; কেহ২ বা কামের শর শরাসনে যোজনা করাতে পতঙ্গ যাদৃশ দেদীপ্যমান দীপের রূপদর্শনে আহ্লাদিত হইয়া ঝঙ্কার করত বিনাশ পায়, তদ্রূপ মনুষ্যগণ অতিকামে কামাতুর হইয়া পরস্ত্রীর রূপলাবণ্য, ও ঈষৎ কটাক্ষ, ও ঈষদ্ধাস্য বদনে লোলুপ হইয়া গো যাদৃশ স্বীয় হননস্থানে গমন করে এবং শীঘ্র প্রাণ হারায়, সেই মত অমৃতাচ্ছাদিত বিষকলসবৎ নারীর সুমিষ্ট কথনে মোহিত হইয়া কত শত২ প্রাণী প্রাণ নষ্ট করিতেছে।

কেহ২ বা লোভাক্রান্ত হইয়া নরবধ ও পরদ্রব্য হরণ ও পরসুখে অসুখ ও পরশ্রীতে কাতর হওত ভ্রমর যাদৃশ লোভান্ধ হওত কণ্টকযুক্ত পুষ্পমধুপানে রত হইয়া ছিন্নপক্ষ হইয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ কত শত২ মনুষ্য লোভাসক্ত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। কেহ২ বা ক্রোধের দাস হইয়া পিতামাতাকে ও বয়সের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে বিবিধ লাঞ্ছনার কথা ও অপ্রিয় কথা কহিতেছে ও কুৎসা অথবা নিন্দা ও জনগণ হনন করিতেছে।

কেহ২ বা অলীক সুখে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মদিরা ও গাঞ্জা ও চরশ ও সিদ্ধি ও আফিম, ও ছর্রাদি মাদক দ্রব্যে মত্ত হইয়া দরিদ্রতাকে পাইতেছে। কেহ২ বা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আত্মধনে ও আত্মমানে ও আত্মজ্ঞানে ও আত্মগৌরবে ও আত্মসম্ভ্রমে আত্মম্ভরি হইয়া জগৎকে তৃণবৎ দেখিতেছে।

এই সকল প্রবৃত্তিদায়ক সর্ব্বনাশক প্রবঞ্চক পরপীড়ক মনুষ্যগণকে স্বীয় দাস বরং ক্রীত দাসের তুল্য করিয়া এককালীন নরকপাত্র করণকালে পরমেশ্বর আপনার অঙ্গীকারানুসারে বাক্যরূপী অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, কেননা ঐ বাক্য জগৎ সৃষ্ট হওনের পূর্ব্বে ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং যাহা ঐ বাক্যদ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের মধ্যে এমন কিছু নাই। এই জন্যে জগতের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু এই সসাগর ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হওয়াতে নরকপতি দেখিল, যে সৃষ্টিকর্ত্তা আপন অধিকারে আইলেন, তবে জগৎবাসি লোক অবশ্য উহাঁর কথা গ্রাহ্য করিবে, সুতরাং আমার রাজত্ব লোপ হইবে, প্রবঞ্চক এই বিতর্ক করিয়া খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করণার্থ প্রান্তরে লইল, এবং নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, যে জগদধিকারী জগতে আসাতে আমার ক্ষমতা আর রহিল না। তদন্তে খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে যিহূদী লোকদের মনে অনেক প্রকার সন্দেহ উদ্ভব করাইতে লাগিল। তাহাতে খ্রীষ্ট যীশু তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের চক্ষুগোচরে নানাপ্রকার

অদ্ভুত কর্ম্ম করিলেও, প্রবঞ্চক কর্তৃক অন্তঃকরণ অতি কঠিন হওয়াতে অনেক লোক খ্রীষ্টের কথাতে বিশ্বাস না করিয়া তাড়না করত পশ্চাৎ তাঁহাকে বধও করিল; তদনন্তর খ্রীষ্টের শিষ্যবর্গকেও নানা সময়ে হত করিয়াছে, এই বিষয় যৎকিঞ্চিৎ সপ্তসংখ্যক উপদেশকে প্রকাশিত হইয়াছে। এইমত শয়তান খ্রীষ্টকে ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে নষ্ট ও প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু খ্রীষ্টের মরণে মন্দ না হইয়া বরং জগতের ত্রাণোপায় হইল, কেননা মৃত্যুপ্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপের ধ্বংস নাই, জগতের পাপমোচনার্থ বলিদেয় ঈশ্বরের মেষশাবকের রক্তদ্বারা সমস্ত পাপ ধৌত হইয়াছে, তবে যে কোন ব্যক্তি ঐ রক্তে বিশ্বাস করিবে, তাহার নিকট শয়তান গমন করিতে ভয় পাইবে, কেননা যীশু আপন রক্তের দ্বারা ক্রীত লোকদিগের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছেন, সুতরাং আর ভয় নাই। অতএব আইস আমরা ধর্ম্মপুস্তক-রূপ ফলক অর্থাৎ ঢাল হস্তে লই, ও ধর্ম্মরূপ কঞ্চুক অর্থাৎ সাঁজোয়া বক্ষে বন্ধন করি, ও বিশ্বাসরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া আমাদের মহাশত্রু যে শয়তান, তাহার প্রবৃত্তিজনক বাক্য নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই; আর সে আ-মাদের পশ্চাতে সিংহের ন্যায় বরং যুবা পশুপতির ন্যায় ভ্রমণ করিলেও আমরা ভয় করিব না, কেননা আমরা উচ্চ দুর্গস্বরূপ সে বিশ্বাস তাহার মধ্যে বাস করিতেছি, এবং পরে আমরা মৃত্যুঞ্জয় হইব, এবং মৃত্যুকে কহিব, রে মৃত্যু, তোর হুল কোথা? রে পরলোক, তোর জয় কোথা? রে ভূতনাথ, তোর ক্ষমতা ও পরাক্রম কোথায়? কেননা আমাদের ত্রাতা ও বন্ধু যে ক্রুশে হত খ্রীষ্ট যীশু, তিনি দশ সহস্র সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন, তিনি ভূমণ্ডলকে ধর্ম্মেতে ও লোক-দিগকে ন্যায়েতে বিচার করিবেন, এবং বিশ্বাসকারি ব্যক্তিগণকে স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে ও শয়তানের অনুচরগণকে বাম পার্শ্বে স্থান দিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বস্থ লোকদিগকে কহিবেন, যে হে আমার পিতার প্রিয়পাত্রেরা, তোমাদের নিমিত্তে প্রস্তুত অনন্তকালস্থায়ি স্বর্গধামে অনন্তসুখে অনন্ত কাল বাস কর, তোমাদের আর রোদন করিতে হইবে না; সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর অশ্রু মোচন করিবেন। আর তিনি বামপার্শ্বস্থ লোকদিগকে কহিবেন, রে সর্পের বংশেরা, তোমরা ঐ কোপগৃহে অর্থাৎ যে স্থানে কীট মরে না ও অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না ও মৃত্যু ইচ্ছা করিলে মরণ হয় না, সেই অনন্ত কূপে তোমাদের রাজার সহিত অনন্তকাল দগ্ধ হওত বাস কর। ইতি।

হে উপদেশক সম্পাদক মহাশয়, আপনি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করত সংস্কারাদি হিন্দু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শব্দ সকল ত্যাগ করিয়াছেন, তজ্জন্য দুঃ-খিত না হইয়া পরমাহ্লাদিত হওত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। এইক্ষণে মহাশয়ের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মৎকর্তৃক পুনঃ প্রেরিত কএক পংক্তি আপনার উজ্জ্বল প্রভাকরসদৃশ উপদেশকে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন। ইতি।

[কস্যচিৎ অকিঞ্চন এবং পরদুঃখে দুঃখিতজনস্য।

অনুগ্রহের কথা।

অনুগ্রহ, এই শব্দ অপরাধি ব্যক্তিদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহারা পুলকিত হয়েন। খ্রীষ্টেতে আশ্রিত সমস্ত প্রাণিগণ অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, কারণ তপস্যা ও নিয়মিত ব্রতাদির দ্বারা, অথবা সহস্র মেষ ও দশ সহস্র তৈলের নদী, কিম্বা বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি দান করিলে ও দিবা রাত্রি নেত্রজল নিক্ষেপ করিলে, কিম্বা নিজ পুত্র সন্তানকে বলিদান দিলে এবং স্বশরীরে বিবিধ প্রকার কষ্ট সহ্য করিলেও, অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন মতে পাপের মার্জ্জনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই; তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া দীপ্তির কারণ চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিলেন, এবং বন্য পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূমিস্থ উরোগামি জন্তু ইত্যাদি সকল আহারার্থে দিলেন; ইহাতে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল। কিন্তু নরগণ হৃষ্টমনে তাঁহার ধন্যবাদ পূর্ব্বক বাস না করিয়া এবং সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের সন্তোষ না জন্মাইয়া তাঁহার প্রতিকূলে ব্যবহার করত অপরাধী হইলেন, তথাচ জগদীশ্বর তাহাদিগকে একেবারে নিপাত করিলেন না, বরঞ্চ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এমত অঙ্গীকার করিলেন, যে নিজ পুত্র প্রভু যীশুকে জগতে পাঠাইবেন। তাঁহার এই অনুগ্রহের গভীরতা ও প্রশস্ততা কে বুঝিতে পারে? সকলাপেক্ষা ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ অতি মহান ও উৎকৃষ্ট; তজ্জন্য তাঁহার আগমনাবধি যে সকল অনুগ্রহের কার্য্য সাধন হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিব।

এই মহানুগ্রাহক পুরুষ প্রভু যীশু, অবনীমণ্ডলে নরাকার ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হওনানন্তর দেশ প্রদেশে পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান লোকদিগের বাটীতে ও রাজপথে ও মন্দিরের মধ্যে ও অপর ২ স্থানে শিক্ষা দিলেন। তিনি স্থানবিশেষ কিম্বা সময়বিশেষ, কিছুমাত্র প্রভেদ না করিয়া যখন যে রূপ সুযোগ পাইতেন তৎকালে সেই রূপে ঈশ্বরের অভিপ্রায় মনুষ্যগণকে জানাইতেন, অর্থাৎ কখন সমুদ্রতীরে, কখন শৈলোপরি, কখন পদব্রজে, কখন নৌকাযোগে, কখন বা গর্দ্দভারোহণে গমন করিতেন, যাহাতে

মনুষ্যদের হিত হয়, তাহা সর্ব্বদা করিতে যত্নশীল ছিলেন। তিনি কথাদ্বারা প্রচণ্ড ভূতগণকে ছাড়াইতেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহে অসংখ্য রোগগ্রস্ত লোক সুস্থ হইল, তাঁহার অনুগ্রহে সহস্র২ বোবা ও খঞ্জ ও অন্ধ ও কুষ্ঠী ও বিবিধ প্রকার পীড়িত লোক সুস্থ হইল। তাঁহার অনুগ্রহে মগ্‌দলীনী মরিয়ম যে বেশ্যা ছিল সে পর্য্যন্ত রক্ষা পাইল। করসঞ্চয়কারী মথী, ও তাড়নাকারী পৌল, ও অস্বীকারী মিথ্যাশপথকারী পিতর, এবং দস্যু প্রভৃতি সহস্র২ লোক তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ইব্রাহীমের ও ইসহাকের ও যাকূবের ক্রোড়ে স্থান পাইয়া যাহা আমাদের চক্ষু দেখে নাই ও কর্ণ শুনে নাই ও যাহা মনেতেও প্রবিষ্ট হয় নাই, সেই অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছেন।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে আমরা জানিব যে প্রভু যীশু অনুগ্রহদ্বারা বিনামূল্যে লোকদিগের বচনাতীত মঙ্গল করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুষ্যদের কারণ ত্রাণের উপায় স্থির করিয়াছেন, সুতরাং আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত সকলি তাঁহার অনুগ্রহের কার্য্য, ইহা নিশ্চয় জানা যাইতেছে। খ্রীষ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক জগতে আসিয়া মনুষ্যের বেশ ধারণ করিলেন, ও মনুষ্যের উদ্ধারের কারণ মহাকষ্ট ভোগ করিলেন। তাঁহার ক্লেশভোগ হওয়াতে ঈশ্বরের বিচার সিদ্ধ হইল, এবং যে প্রায়শ্চিত্ত স্বর্গীয় দূতগণদ্বারা নিষ্পন্ন হওনের সম্ভাবনা ছিল না, সেই ত্রাণের বিধি প্রভু খ্রীষ্ট আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থির করিলেন। মনুষ্যের পাপের বোঝা সেই প্রভু নিজ স্কন্ধোপরি লইয়া বহু যন্ত্রণাভোগ ও অত্যন্ত অপমানগ্রস্ত হইয়া ঈশ্বরের ক্রোধ নিবারণের জন্যে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। হায়২ ইহার সদৃশ অনুগ্রহ আর কুত্রাপি দর্শন করি নাই ও শ্রুত হই নাই, ইহাই বাস্তবিক অনুগ্রহ বটে; ইহার অধিক অনুগ্রহ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। খ্রীষ্ট আমাদের কারণ মরিলেন, ইহাই মঙ্গলসমাচারের সার উপদেশ এবং অনুগ্রহের বিধি। অতএব হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগণ, আইস, আমরা সকলে অনুগ্রহরূপ সিংহাসনের নিকটে ধাবমান হই, এবং যাহাতে অন্তঃকরণের কঠিনতা দূর হয়, এমত ভিক্ষা যাচ্ঞা করি। তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে

এখনও সমর্থ আছেন, তিনি পূর্ব্বকালে যে প্রকার অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এখনও তদ্রূপ আছেন, তবে বিলম্ব করণের আর প্রয়োজন নাই, অনুগ্রহ পাইবার শুভ সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে; খ্রীষ্টরূপ ভানু জগতে উদয় পাইয়াছে, চল বন্ধুগণ, অবহেলা না করিয়া তাঁহার দীপ্তি গ্রহণ করি।

[শ্রী সূর্য্যমোহন দে।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

লূক ১২; ৩২। "হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, তোমাদিগকে রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার অভিমত আছে।"

প্রথম ভাগ। যীশুর শিষ্যদের বর্ণনা।

১। তাহারা মেষস্বরূপ, অর্থাৎ অহিংসুক, ও মৃদুশীল, ও পরের লাভজনক (কিম্বা উপকারী।)

২। তাহারা পালস্বরূপ হইয়া একত্র থাকে ও পরস্পর প্রেম করে।

৩। তাহারা আপন পালককে চিনে, তাঁহার রব শুনে, তাঁহার পশ্চাদ্গমন করে, তাঁহাকে বিশ্বাস করে ও প্রেম করে, তাঁহার আশ্রয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ভাগ। যীশুর শিষ্যদের ভীত হওনের কথা।
মেষগণ যেমন স্বয়ং ভীরু আছে, তদ্রূপ যীশুর শিষ্যেরাও ভীত আছে, তাহার কারণ।

১। তাহাদের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা।

২। পালের ক্ষুদ্রতা।

৩। তাহাদের শত্রুগণ, অর্থাৎ (১) নিন্দক ও তাড়নাকারি লোক, (২) ভ্রামক লোক সকল, (৩) শয়তান।

তৃতীয় ভাগ। তাহাদের সান্ত্বনা।

১। তাহারা যে ঈশ্বরের পালস্বরূপ আছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান।

২। তাহাদের পালক তাহাদিগকে প্রেম করেন।

৩। ইহকালে কিঞ্চিৎ ভয় ও ক্লেশ পাইলে পরে তাহারা স্বর্গে সুখস্থান পাইবে, ঈশ্বর ইহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এবং তিনি বিশ্বস্ত, আপনার কথা অবশ্য সফল করিবেন।

ইতিহাস।

উত্তর আমেরিকা দেশে ইউরপীয় লোকদের আগমনের পূর্ব্বে যে নানাজাতীয় অসভ্য লোক বাস করিত, তাহারা তৎকালাবধি ইণ্ডিয়ন এই নামে বিখ্যাত আছে, এবং যদ্যপি কালক্রমে যুদ্ধ ও উপদ্রবাদিদ্বারা তাহাদের অতিশয় হ্রাস হইয়াছে, তথাপি তাহাদের কোন ২ জাতি এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যে কএক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ অদ্যাপি ঘোর অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে মগ্ন আছে। তাহাদের শরীর স্বাভাবিক তাম্রবর্ণ, কিন্তু তাহারা তাহাতে নানা প্রকার রঙ্গ লেপন করিয়া থাকে। তাহাদের বৃত্তি মৃগয়া ও যুদ্ধ, তাহারা চাস কর্ম্মাদি করিতে ভাল বাসে না। তাহারা এক স্থানে অল্প কালমাত্র থাকিয়া তৃণনির্ম্মিত কুটীরে বাস করে, পরে স্থানান্তরে গমন করিয়া তথায় আরবার সেই প্রকার কুটীর নির্ম্মাণ করে। তাহাদের স্বভাব অতি ক্রূর, তাহারা কাহাতে বিশ্বাস করে না, এবং কাহারও বিশ্বাসভূমি হয় না। বিশেষতঃ হিংসিত হইলে প্রতিহিংসা করা তাহাদের চেষ্টা, দোষ ক্ষমা করা তাহাদের প্রায় অসাধ্য। তাহারা প্রতিমার পূজা করে না, কিন্তু পরমাত্মা নামে আপনাদের কল্পিত কোন দেবের সেবা করে।

১৭৪২ শালে সিন্সন্দর্ফ নামক অতি মান্য ও ধনবান এক সাহেব ঐ লালবর্ণ ইণ্ডিয়ন জাতীয়দিগের নিকটে সুসমাচার প্রচার করণার্থে আপন জন্মভূমি যে জর্ম্মানি দেশ, তাহা ত্যাগ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সস্কিহান্না নামক নদীর তীরে আপন তাম্বু স্থাপন করিয়া তথাকার ইণ্ডিয়ন জাতীয়দের প্রধান লোকদের সভা করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, এবং আপন আগমনের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন গোরা লোক সেই স্থানের ইণ্ডিয়ন লোকদের নিকটে কখনো যান নাই, অতএব ইনি যে আমাদিগকে মৃত্যুর পরে সুখপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞাপনার্থে আসিয়াছেন, ইহা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ঐ অসভ্য লোকেরা পররাত্রিতে তাঁহাকে বধ করিতে স্থির করিল। কিন্তু ঈশ্বর আপন দাসের রক্ষার্থে তাঁহার প্রতি মনোযোগ করিলেন। কএক জন ইণ্ডিয়ন

লোক যখন তাঁহার যথার্থে উপস্থিত হইল, তখন একেবারে তাঁহার তাম্বুতে প্রবেশ না করিয়া এক ছিদ্রদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঐ সাহেব ভিতরে হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক ঝঞ্ঝুনীসর্প অর্থাৎ তদ্দেশের বিষাক্ত এক সর্প নিকটবর্ত্তি অগ্নির তাপে সতেজ হইয়া ঐ বৃদ্ধ সাহেবের পদের উপর দিয়া গমন করে, কিন্তু তাঁহার হিংসা করে না। সেই সর্প এই দেশীয় কৃষ্ণসর্পহইতে অধিক ভয়ানক, ইহা জানিয়া ঐ লোকেরা সাহেবের রক্ষাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপন স্বজাতীয়দের নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমরা ঐ সাহেবের হিংসা করিব না, যেহেতুক তিনি পরমাত্মার প্রিয় পাত্র।

উত্তর আমেরিকা দেশের পশ্চিম ও উত্তরাংশ প্রথমে ফরাসিস লোকদের, এবং পূর্ব্বাংশ প্রথমে ইংরাজ লোকদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ ও ফরাসিস্ লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হইলে ইণ্ডিয়ন জাতীয়দের একাংশ ইংরাজদের পক্ষীয়, অন্যাংশ ফরাসিস লোকদের পক্ষীয় হইত।

এইরূপে ১৭৫৪ শালে ভয়ানক যুদ্ধের আরম্ভ হইলে প্রায় সকল ইণ্ডিয়ন লোক ফরাসিস লোকদের পক্ষীয় হইয়া ইংরাজদের অনেক অপকার করিতে লাগিল, বিশেষতঃ যে ২ কুটীতে ইংরাজ লোক থাকে, সেই ২ কুটী রাত্রিযোগে আক্রমণ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া বালকদিগকে ধরিয়া বান্ধিত, এবং তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি অন্য সকল লোককে নির্দ্দয়রূপে বধ করিত।

তৎকালে ইংরাজদের অধীন প্রদেশের কোন স্থানে জর্ম্মানিদেশহইতে আগত এক জন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিল। সেই ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ধার্ম্মিক লোক ছিল, কিন্তু তৎকালে ঐ দেশে অল্প লোকের বাসহেতুক গিরিজা ও পাঠশালা ছিল না, তাহাতে ঐ ব্যক্তি প্রভুর দিনে চাসাদি কোন কর্ম্ম না করিয়া আপন পরিবারের সহিত নিজ ঘরে ঈশ্বরের আরাধনা করিত, এবং আপন চারি সন্তানকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। সে ধনি লোক ছিল এমন নহে, কিন্তু ধার্ম্মিক হওয়াতে আমার সন্তানগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আমার উচিত, ইহা বুঝিল।

এক দিন ঐ ইণ্ডিয়ন লোকেরা হঠাৎ তাহার ঘর আক্রমণার্থে

আইল। তৎকালে পিতার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দুই কন্যা ঘরে ছিল, কিন্তু মাতা ও দ্বিতীয় পুত্র কোন কার্য্যক্রমে স্থানান্তরে গিয়াছিল। ঘরে আসিবার সময়ে তাহারা দেখিল ঘর দগ্ধ ও দ্রব্য সকল লুটিত, এবং পিতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্দ্দয়রূপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া হত হইয়াছে, এবং দুই কন্যা স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকিবে, এমন বোধ হইল।

ঐ দুই কন্যাদের মধ্যে বার্ব্বারা নাম্নী জ্যেষ্ঠার প্রতি কি ঘটিল, তাহা কখনো জানা যায় নাই, কিন্তু রেগীনা নামে যে কনিষ্ঠা সে অন্য লোকদের দুই বৎসর বয়স্কা কোন কন্যার সহিত ইণ্ডিয়ন লোকদের দেশে নীত হইয়া তথাকার কোন রাগিণী নির্দ্দয়া বৃদ্ধা স্ত্রীর হস্তে সমর্পিত হইল। সেই স্ত্রীর পুত্র যখন ঘরে থাকিত, তখন সে মৃগয়াদ্বারা আপন মাতার প্রতিপালন করিত, কিন্তু যখন ঘরে না থাকিত, তখন সেই বৃদ্ধা ঐ দুই বালিকাকে মূলাদি সংগ্রহ করিতে বনে পাঠাইত, এবং উপযুক্ত পরিমাণ না আনিলে তাহাদিগকে নিষ্ঠুররূপে মারিত। ঐ ছোট বালিকা রেগীনাকে অতিশয় প্রেম করিত, এবং সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিত, তাহাতে রেগীনা আপন পিতা মাতার নিকটে যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তদনুসারে সেই ছোট বালিকাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা জানাইত, এবং যে সকল ধর্ম্মগীত ও ধর্ম্মপুস্তকের বচন কণ্ঠস্থ করিয়াছিল, তাহাও বনে বেড়াইবার সময়ে তাহাকে শিখাইত, এবং মধ্যে২ তাহারা দুই জনে কোন নির্জ্জন স্থানে পিতা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত।

এই রূপে নয় বৎসর গত হইলে কর্ণল বুকেট নামে ইংরাজদের সেনাপতি ঐ প্রদেশের ইণ্ডিয়ন লোকদিগকে পরাস্ত করিলে তাহারা সন্ধি প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাহারা যদি গৌরবর্ণ সকল বন্দি লোককে মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করে তবে তিনি সন্ধিতে সম্মত হইবেন, ইহা স্বীকার করিলে চারি শতের অধিক গৌরবর্ণ বন্দি লোক তাঁহার নিকটে আনীত হইল। তাহাদের মধ্যে ঐ দুই বালিকা এবং অন্যান্য বালক বালিকা ছিল। পরে তিনি সমাচারপত্রদ্বারা সকল লোককে এই সংবাদ জানাইলেন, যাহার যে সন্তান ইণ্ডিয়ন লোকদের

দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, সে আমার নিকটে আসিয়া আপনার সেই সন্তানের অনুসন্ধান করুক, পাইলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে যাইতে পারিবে। এই সংবাদ পাইয়া অনেক ২ লোক ব্যাকুলচিত্তে আপন২ হারাণ সন্তানদের অনুসন্ধান করিতে তাঁহার নিকটে আইলে রেগীনার অনাথা মাতাও উপস্থিত হইয়া জলপূর্ণ চক্ষুতে উদ্বিগ্ন মনে ঐ চারি শত বন্দি জনের সম্মুখে গমনাগমন করিল, কিন্তু তাহারা অসভ্যাকার ও দীর্ঘকেশ ও উলঙ্গপ্রায় হওয়াতে কোন মতে আপন কন্যার পরিচয় পাইতে পারিল না, যেহেতুক ঐ নয় বৎসরের মধ্যে রেগীনা দীর্ঘকায়া এবং বিকৃতা হইয়াছিল। রেগীনাও আপন বৃদ্ধা মাতাকে আর চিনিতে পারিল না। তাহাতে দুঃখিতা মাতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে ঐ কর্ণল সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, যাহাতে তোমার দুই কন্যাকে চিনিতে পার, এমত একটি লক্ষণও কি মনে পড়ে না? ঐ স্ত্রী উত্তর করিল, না মহাশয়, একটিও নাই। পরে সাহেব আর বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাহা তাহাদিগকে শিখাইয়াছিলা, এমত কোন কথা কি মনে পড়ে না? হয় তো তাহা শুনিলে তোমার কন্যারা তোমাকে চিনিবে। মাতা উত্তর করিল, তাহাদের পিতা জীবৎ থাকিলে আমরা তাহাদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন যে ধর্ম্মগীত গান করিতাম, তাহা মনে পড়ে। কর্ণল সাহেব কহিলেন, ভাল, তবে সেই গীত গান কর।

পরে সেই স্ত্রী আপনার জর্ম্মাণ ভাষাতে সেই গীত গান করিতে লাগিল, তাহার ভাবার্থ এই।

একাকী হইয়াও আমি নহিতো একাকী।
যদ্যপি নির্জন ঘোর কাননেতে থাকি॥
তথাপি আমার কাছে সদা প্রভু রহেন্।
অনাথ হইলেও মোরে সান্ত্বনা করয়েন্॥
তিনি যদি মোর কাছে আমি তাঁর কাছে।
কোথাও একাকী নহি কোথা ভয় আছে॥

মাতা এই গানের আরম্ভ করিবামাত্র রেগীনা তাহার নিকটে দৌড়িয়া তাহার সহিত গান করিল, এবং গান সাঙ্গ হইলে

আপন মাতাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে ও তাহার সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিল, পরে ঐ কর্ণল সাহেব তাহাকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

যে ছোট বালিকা নয় বৎসর পর্য্যন্ত রেগীনার সঙ্গিনী হইয়াছিল, তাহার পিতা মাতা বোধ হয় হত হইয়াছিল এই জন্যে কেহ তাহার পরিচয় পাইল না। তাহাতে সেই বালিকা রেগীনার গাত্র ধরিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িতে অসম্মতা হইলে রেগীনার মাতা তাহাকেও ঘরে লইয়া গেল। ঘরে উপস্থিত হইবামাত্র রেগীনা ঈশ্বরীয় পুস্তক অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক দেখিতে প্রার্থনা করিল, এবং তাহার মাতা তাহা দিলে রেগীনা তখনও পাঠ করিতে জানে, ইহা দেখা গেল। যখন ইণ্ডিয়ন লোক তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার কেবল দশ বৎসর বয়স ছিল, এবং সেই বয়সে এমন উত্তমরূপে পাঠ করিতে শিখিয়াছিল, যে নয় বৎসর পর্য্যন্ত অসভ্য লোকদের মধ্যে বাস করিয়া কোন পুস্তক না দেখিলেও পাঠ করিতে বিস্মৃত হইল না।

উপরিলিখিত ইতিহাস সত্য, এবং তাহাহইতে খ্রীষ্টীয়ান পিতামাতার কি ২ কর্ত্তব্য তাহা অনায়াসে বুঝা যায়, এই কারণ তাহাদেরই হিতার্থে এই উপাখ্যান বঙ্গভাষাতে লেখা গেল।

যিরূশালম নগরের বিবরণ।

পরে আমরা সিয়োন্ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গীহোন নামক উপত্যকাতে নামিলাম। নগরের পশ্চিমদিগে স্থিত সেই উপত্যকাতে নীচস্থ ও উপরিস্থ সরোবর নামে দুই জলাশয় ছিল, তাহার মধ্যে নীচস্থ সরোবর এখন শুষ্ক আছে। আমরা প্রথমে সেই নীচস্থ সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম তাহা ক্রমবেশ চারিশত হস্ত দীর্ঘ, এবং উত্তরধারে প্রায় ১৬৪ হস্ত, ও দক্ষিণধারে ১৭৬ হস্ত প্রস্থ, এবং পঁচিশ হস্ত গভীর। তাহার দক্ষিণধারে উত্তমরূপে নির্ম্মিত প্রস্তরময় প্রাচীর আছে, সেই প্রাচীর জাঙ্গালস্বরূপ হওয়াতে লোকেরা তাহার

উপরে গমনাগমন করে, যেহেতুক বৈৎলেহম গ্রামে যাইবার সেই পথ আছে। উত্তরদিগেও এক প্রাচীর ছিল, এবং দুই পার্শ্বে দুই শৈল স্বয়ং দৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ হইলেও পূর্ব্বে সেই স্থানেও প্রাচীর ছিল, এমন প্রমাণ আছে। সরোবরের তল উপত্যকার পাষাণময় ভূমিমাত্র।

নীচস্থ সরোবরহইতে আমরা উত্তরপশ্চিম দিগে উপত্যকা দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়া এক প্রণালীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। সেই প্রণালী দিয়া উপরিস্থ সরোবরের জল অদ্যাপি নগরে গমন করিয়া হিস্কিয় রাজার পুষ্করিণী নামে যে সরোবর এখনও নগরের মধ্যে আছে, তাহা জলপূর্ণ করে। আমরা যে সময়ে সেই প্রণালীর নিকটে ছিলাম, তৎকালে এক পাল মেষ তাহার জল পানদ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিল। আরও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে গমন করিলে পরে আমরা উপরিস্থ সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাহার উত্তরধার ২১২ হস্ত, ও দক্ষিণধার ২১০ হস্ত, ও পশ্চিমধার ১০০ হস্ত, ও পূর্ব্বধার ১৪৬ হস্ত পরিমিত আছে, তাহার গভীরতা ১৩ হস্ত, কিন্তু আমরা যখন সেই স্থানে ছিলাম, তখন কেবল ছয় হস্ত পরিমিত জল ছিল, সেই জল অতি নির্ম্মল। এই স্থানে সুলেমান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে "সুলেমান রাজা চিরজীবী হউন," এই হর্ষনাদে সেই উপত্যকা পরিপূর্ণ ছিল (১ রাজ ১; ৩৮, ৩৯।) এবং এই স্থানের উদ্দেশে ঈশ্বর যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি ও তোমার পুত্র যার্-যিশূব্ উভয়ে উপরিস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে রজকদের ক্ষেত্রের পথে আহস্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন কর।" এবং এই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই যিশয়িয় কহিয়াছিলেন, "দেখ, কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানূয়েল্ (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।" (যিশ ৭; ৩, ১৪।) আর যে সময়ে অশূরীয় রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ রব্শাকি যিরূশালম নগর অবরোধ করিতে আইল, তৎকালে সেও উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীতে রজকের ভূমিতে যাওন পথে অবস্থিতি করিল, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের প্রাচীরে উপবিষ্ট সকল লোকের কর্ণগোচরে অমর ঈশ্বরের নিন্দা করিল।

(যিশ ৩৬; ২, ১৩।) এই বর্ত্তমান কালে নগরের প্রাচীর সেই স্থানের পূর্ব্বদক্ষিণে দূরে আছে, তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে নগর আরও বিস্তীর্ণ হওয়াতে তাহার প্রাচীর আরও উত্তরদিগে ছিল, নতুবা প্রাচীরে উপবিষ্ট লোকেরা ঐ রবশাকির রব শুনিতে ও তাহার কথা বুঝিতে পারিত না।

যিহূদীয়দের পারম্পর্য্য উপাখ্যান।

পুত্তলিকার বিষয়।

যিহূদীয়েরা বলিয়া থাকে যে ইব্রাহীমের পিতা তেরহ কেবল দেবপূজক নহেন, কিন্তু প্রতিমাগঠক ও বিক্রেতাও ছিলেন। ইহাতে তেরহের এক দিন কোন বিশেষ কর্ম্মে বাহিরে যাইবার আবশ্যক হইলে তিনি ইব্রাহীমকে আপন দোকানের ভার দিয়া গেলেন। ইব্রাহীম অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিল। ইতোমধ্যে এক জন বৃদ্ধ মানুষ সেই দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া একটি পুত্তলিকা দেখাইয়া দিয়া ইব্রাহীমকে জিজ্ঞাসা করিল, এই প্রতিমার মূল্য কি? ইব্রাহীম তাহাকে কহিল, তোমার বয়স কত? বৃদ্ধ দেবপূজক উত্তর করিল, আমার বয়স তিন কুড়ি বৎসর। তাহাতে ইব্রাহীম কহিল, তুমি কি তিন কুড়ি বৎসর বয়স্ক হইয়া আমার পিতার দাসদিগের দ্বারা কল্যকার নির্ম্মিত বস্তুকে পূজা করিবা? কি আশ্চর্য্য? মানুষ ষাইট বৎসর বয়স্ক হইয়া এক দিনের গড়া প্রতিমার নিকটে পক্ককেশ বিশিষ্ট মস্তক নোয়াইয়া প্রণাম করে। তাহাতে সেই বৃদ্ধ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর এক জন বিশিষ্ট স্ত্রীলোক এক থাল ময়দা হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া কহিল, আমি দেবতাদিগের নিমিত্তে নৈবেদ্য আনিয়াছি; আপনি উৎসর্গ করিয়া দিউন, তবে তাঁহারা আমার মঙ্গল করিবেন। ইব্রাহীম কহিল, তুমি আপনি দেবতাদিগের সম্মুখে নৈবেদ্য রাখ। তাহাতে ঐ স্ত্রী নৈবেদ্য রাখিয়া চলিয়া গেল। পরে ইব্রাহীম একটা মুগ্দর লইয়া সকল ক্ষুদ্র২ প্রতিমা ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিল, শেষে সেই মুগ্দর এক বৃহৎ দেবপ্রতিমার হস্তে দিল। যখন তাহার পিতা ফিরিয়া দোকানে আইল, তখন তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কে করিয়াছে? ইব্রাহীম বলিল, আমি তাহা গোপন করিব কেন? এক জন স্ত্রীলোক একখান নৈবেদ্য আনিয়া আমাকে উৎসর্গ করিতে কহিল, আমি সেই রূপ করিলে ক্ষুদ্র প্রতিমাগণ প্রথমতই খাইয়া ফেলিল, তাহাতে এই বৃহৎ দেবতা রাগান্বিত হইয়া মুগ্দর দিয়া নির্লজ্জ ক্ষুদ্র দেবতাদিগকে ভাঙ্গিল। তেরহ বলিল, তুমি কি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ? তাহারা কি খাইতে

পারে? তাহারা কি হাঁটিতে পারে? ইব্রাহীম বলিল, যদি তাহারা খাইতে ও হাঁটিতে না পারে, তবে কেন তুমি তাহাদিগের পূজা করিয়া থাক? কিন্তু ইব্রাহীমের দেবপূজক পিতা তাহা শুনিল না। যেহেতুক অমূলক ধর্ম্মাবলম্বী লোক বধির ও অন্ধস্বরূপ।

দীনহীনকে তুচ্ছ করা ক্ষুদ্র দোষ নয়।

যে জন দীনহীকে পরিহাস করে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করে। হিত ১৭; ৫।

ইলিয়াসর নামক যিহূদীয়দের এক জন শিক্ষক যে সময়ে বিদ্যালয়হইতে অনেক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আপন জন্মস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তৎকালে পথমধ্যে এক জন বিকলাঙ্গ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে বিকলাঙ্গ পথিক তাহাকে গুরু সম্বোধন করিয়া সেলাম করিলে যুবা শিক্ষক জ্ঞানেতে অভিমানী হইয়া পুনঃ সেলাম করিবার পরিবর্ত্তে অঙ্গবৈকল্য প্রযুক্ত পথিককে পরিহাস করিয়া জিসাজ্ঞা করিল, এই নগরের সকল লোক কি তোমার ন্যায় কদাকার? পথিক তাহার কথাতে বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, তাহা আমি জানি না, তুমি বরং আমার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে এই বিষয়ের অনুসন্ধান কর। তখন ইলিয়াসর আপন ভ্রম জ্ঞাত হইয়া অশ্বহইতে নামিয়া পথিকের চরণে পড়িয়া বিনতি পূর্ব্বক আপন দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহাতে পথিক বলিল, না, তুমি অগ্রে আমার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে যাইয়া বল, ওহে মহাসৃষ্টিকর্ত্তা, আপনি কি বা কদাকার পাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তাহাতে ইলিয়াসর বারম্বার পথিকের নিকটে বিনতি করিল, তথাপি পথিক তাহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকার করিল না। এইরূপ কথোপকথন করিতে ২ তাহারা উভয়েই ইলিয়াসরের জন্মস্থানে উপস্থিত হইলে সেখানকার অনেক লোক তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া গুরু সম্বোধন পূর্ব্বক সেলাম করিল। তাহাতে পথিক কহিল, তোমরা কাহাকে গুরু বলিতেছ? লোকেরা ইলিয়াসরকে দেখাইয়া দিলে পথিক আরও কহিল, আহা, এমন লোককে গুরু বলিয়া সম্মান করিয়া থাক? বুঝি ইস্রায়েল বংশের মধ্যে ইহার তুল্য কেহই জন্মে নাই। তখন যে দোষ প্রযুক্ত পথিক এমত কথা কহিল, আপনার সেই দোষ ইলিয়াসর স্বীকার করিলে লোকেরা বিনয়পূর্ব্বক পথিককে বলিল, ইহাঁকে ক্ষমা কর, কেননা ইনি বড় বিজ্ঞ ও প্রধান লোক। তখন পথিক তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিল, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে ক্ষমা করিতাম, কিন্তু তোমার মন্দ স্বভাব পরিশোধনার্থে বিলম্ব করিয়া এই সকল কথা কহিলাম। তাহাতে ইলিয়াসর নম্রতাপূর্ব্বক লোকদিগকে বলিল, আমার কুস্বভাব বিষয়ে চেতনা পাইলাম, অতএব বলি এই ব্যক্তি আমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক। দেখ সকল ব্যক্তিরই বেতের ন্যায় নমনশীল হওয়া উচিত, মহাবৃক্ষের

ন্যায় উচ্চমস্তক হওয়া অনুচিত; কেননা দরিদ্র ও কুৎসিতদিগের অপমান করা ক্ষুদ্র দোষ নহে, এবং তাহাতে অনায়াসে ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না।

দরিদ্রদিগকে তুচ্ছ করিও না, কেননা তুমি জান না অতি শীঘ্র তাহা তোমার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে।

বিকলাঙ্গদিগকে তুচ্ছ করিও না, কেননা তাহাদের এ অসম্পূর্ণতা আপনাদের চেষ্টায় হয় নাই, তবে কেন তাহাদের দুর্ভাগ্য বাড়াইয়া অপমান কর?

কোন প্রাণিকেই তুচ্ছ করিও না, কেননা সকল প্রাণীই পরমেশ্বরের সৃষ্ট।

সমাচার।

এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে লণ্ডন নগরে বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটির বার্ষিক সভা হইল। তাহাতে জানা গেল যে গত বৎসরে ১২০৭ লোক ঐ সোসাইটির স্থাপিত মণ্ডলীগণে গ্রাহ্য হইল, সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে ছত্রিশ সহস্র লোক মণ্ডলীভুক্ত আছে।

যামেকা দেশের মণ্ডলীগণ কএক বৎসরাবধি স্বাধীন আছে, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে নানা প্রকার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এই কারণ সোসাইটির দুই জন প্রতিনিধি মণ্ডলী সকলের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে ঐ উপদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; সেই দুই সাহেব তথায় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার সার সভার নিকটে জানাইলেন। ঐ মণ্ডলীগণের অংশী পূর্ব্বে ক্রীত দাস ছিল; এখন তাহারা আর ক্রীত দাস নহে, তাহাতে আর ভয়ানকরূপে উপক্রান্ত না হওয়াতে ঈশ্বরের নিকটে সান্ত্বনা পাওনের ও প্রার্থনা করণের চেষ্টা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে; এবং মণ্ডলীজন্য সকল ব্যয়ের ভার তাহাদের উপরে থাকাতে অধ্যক্ষগণের প্রতিপালন ও গিরিজা সকলের রক্ষা করণাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা কখনো২ কিছু কঠিন ও দুঃসাধ্য বোধ হয়। তথাপি যে দুই জন প্রতিনিধি তাহাদের নিকটে গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাদের বর্ত্তমানকালীয় অবস্থাতেও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

মে মাসের ৫ তারিখে বৃটিষ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকসমাজের বার্ষিক সভা হইয়াছিল। গত বৎসরে চৌদ্দলক্ষ খান ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় ও বিতরণ করা গেল, তাহার মধ্যে দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র খান ফ্রান্স দেশে। সোসাইটির জমা গত বৎসরে সাড়ে এগারো লক্ষের অধিক টাকা ছিল।

ট্রেক্ট সোসাইটির বার্ষিক সভা মে মাসের ৭ তারিখে হইয়াছিল। গত বৎসর ১৮২ লক্ষখান ক্ষুদ্র পুস্তক বিতরণ করা গেল, তদ্ভিন্ন অনেক২ বড় পুস্তক বিক্রীত হইল। গত বৎসরের জমা প্রায় ছয় লক্ষ টাকা।

চর্চ মিশনরি সোসাইটির সভা মে মাসের ৬ তারিখে হইয়াছিল। গত বৎসরে তাহার জমা সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা।

উএস্লিয়ন মিশনরি সোসাইটির সভা মে মাসের ৩ তারিখে হইয়াছিল। গত বৎসরের জমা সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির সভা মে মাসের ১৩ তারিখে হইয়াছিল। গত বৎসরের জমা সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা।

এই কএকটি সভাতে ৩০০০ লোক একত্র হইয়াছিল। যে সকল কথার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা জানাইবার জন্যে সম্পাদকের অবকাশ নাই।

বচনমালা।

শস্যের বাহুল্য আছে, কিন্তু ছেদকেরা অল্প, অতএব শস্যক্ষেত্রে আরও ছেদকদিগকে পাঠাইয়া দিতে ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর। মথি ৯; ৩৭, ৩৮।

দৃষ্টান্ত।—দিন সংক্ষেপ, কর্ম্ম অধিক, কর্ম্মকারিগণ অল্প, বেতন অনেক, গৃহাধ্যক্ষ দানশীল।

তাৎপর্য্য।

দিন, অর্থাৎ	আয়ু।
কর্ম্ম, ...	ঈশ্বরের আজ্ঞাপিত কর্ম্ম।
কর্ম্মকারী, ...	ঈশ্বরের সেবক।
বেতন,..	অনন্তপরমায়ু।
গৃহাধ্যক্ষ, ...	ঈশ্বর।

জ্ঞানের তুল্য কোন ধন নাই।

যদ্যপিস্যাৎ তুমি একটি সোণার মোহর ভাঙ্গাও, তবে তাহার পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা পাইতে পার বটে, ফলতঃ সোণার মোহর একেবারেই যায়। কিন্তু যদি এক প্রকার জ্ঞান পাইবার নিমিত্তে অপর জ্ঞান ব্যয় কর, তবে সে জ্ঞানের কিছু হানি না হইয়া বরং পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া আরো উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত হয়।

বকডু লোকদের প্রতি দৃষ্টান্তকথা।

বাক্য দুগ্ধস্বরূপ, যেমন গাভীহইতে একবার দুগ্ধ নিঃসৃত হইলে তাহা পুনরায় সেই গাভীতে প্রবেশ করাইতে পারা যায় না, সেইরূপ মনুষ্যের মুখহইতে একবার বাক্য নির্গত হইলে পুনর্ব্বার তাহা সেই মুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

উপদেশক।

সেপ্টম্বর ১৮৪৭ (৯) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৬। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ঈশ্বরদত্ত ইহার প্রমাণ।

এই পর্য্যন্ত আমরা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের বিষয়ে এক কথাও কহি নাই, তাহার কারণ এই, একেবারে সংক্ষেপে যেন তাহার কথা কহিতে পারি, এই অভিপ্রায়ে প্রথমে যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ দিতে বিহিত বুঝিলাম।

ধর্ম্মপুস্তকের যে আদিভাগ আমাদের বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত আছে, তাহাকে যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত পুস্তক করিয়া বলিয়াছেন, অতএব তাহা ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত বটে, ইহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এই কথার অর্থ কি, তাহা পরে নিশ্চয় করিব, সম্প্রতি যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগকে ঈশ্বরদত্ত করিয়া বলিয়াছেন, কেবল ইহার প্রমাণ দিতেছি।

১। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে যে২ লোক ও ঘটনা ও ধর্ম্মরীতি ও ঈশ্বরীয় আজ্ঞা ও উপদেশাদির কথা বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, এমন অনেক লোক ও ঘটনা ও ধর্ম্মরীতি প্রভৃতির সংক্ষেপ কথা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে, বিশেষতঃ যীশুর ও প্রেরিতদের উপদেশ ও পত্র সকলেতে লিখিত আছে। ইহার উদাহরণ দেখাইবার প্রায় কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ দর্শন করিবামাত্র তাহা প্রকাশ পায়, এবং তাহার প্রত্যেক পাঠক আপনি তাহা জানে। তাহাতে আমাদের হস্তে ধর্ম্মপুস্তকের যে আদিভাগ আছে, তাহাই যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

২। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ নামে যে ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের হস্তে আছে, তাহারই প্রায় দেড় শত বচন যীশুর ও প্রেরিতদের উপদেশে ও প্রেরিতদের লিখিত পত্রসমূহেতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কএকটি উদাহরণ দিতেছি।

আদিপুস্তক ২; ২৪।	মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে।	মথি ১৯; ৫।
যাত্রাপুস্তক ৩; ৬।	আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর।	মথি ২২; ৩২।
লেবীয়পুস্তক ১৯; ২।	তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমি, আমিই পবিত্র।	১ পিতর ১; ১৬।
গণনাপুস্তক ১২; ৭।	সে আমার সকল পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসপাত্র।	ইব্রী ৩; ২।
দ্বিতীয়বিবরণ ৮; ৩।	মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু পরমেশ্বরের মুখহইতে নির্গত যে২ বাক্য, তাহাদ্বারাই বাঁচে।	মথি ৪; ৪।
যিহোশূয় ১; ৫।	আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না।	ইব্রী ১৩; ৫।
১ শিমুয়েল ১৩; ১৪।	পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে এক জনকে মনোনীত করিয়া (আপন লোকদের উপরে রাজা করিবেন।)	প্রের ১৩; ২২।
২ শিমুয়েল ৭; ১৪।	আমি তাহার পিতৃস্বরূপ হইব ও সে আমার পুত্রস্বরূপ হইবে।	ইব্রী ১; ৫।
১ রাজাবলি ১৯; ১৩।	ইস্রায়েল বংশ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল ও তোমার যজ্ঞবেদী সকল ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল ইত্যাদি।	রোম ১১; ৩।
২ বংশাবলি ১৫; ২।	তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে থাকিলে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী থাকিবেন।	যাক ৪; ৮।
নিহিমিয় ৯; ১৫।	তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে স্বর্গহইতে তাহাদিগকে খাদ্য দিলা।	যোহন ৬; ৩১।
আয়ূব ৫; ১৩।	তিনি জ্ঞানি লোকদিগকে তাহাদের কৌশলরূপ জালে বদ্ধ করেন।	১ কর ৩; ১৯।
গীত ২; ৭।	তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে উত্থাপিত করিলাম।	প্রের ১৩; ৩২।
হিতোপদেশ ৩; ১১।	হে আমার পুত্র, পরমেশ্বরের কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না, ও তাঁহাহইতে অনুযোগ পাইয়া ক্লান্ত হইও না।	ইব্রী ১২; ৫।
যিশয়িয় ১; ৯।	সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যদি অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিতেন, তবে আমরা সিদোম নগরের ন্যায় হইতাম, ও অমোরা নগরের তুল্য হইতাম।	রো ৯; ২৯।

যিরিমিয় ৩১; ১৫।	রামৎপুরের ক্রন্দন ও শোক ও তিক্ত বিলাপের শব্দ শুনা যায়, ও রাহেল স্ত্রী আপন বালকদের নিমিত্তে রোদন করিতে২ তাহাদের বিষয়ে প্রবোধকথা মানে না, কেননা তাহারা নাই।	মথি ২: ১৭,১৮।
যিহিষ্কেল ৯; ৬।	আমার এই পবিত্র স্থানাবধি আরম্ভ কর।	১ পি ৪; ১৭।
দানিয়েল ৯; ২৭।	যে সৰ্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত আছে।	মথি ২৪; ১৫।
হোশেয় ১; ১০।	তোমরা আমার লোক নহ, এইকথা যে স্থানে তাহাদিগকে কহা গিয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা অমর ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে।	রো ৯; ২৬।
যোয়েল ২; ২৮।	তাহার পরে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব ইত্যাদি।	প্রের ২; ১৭।
আমোস ৫; ২৫।	হে ইস্রায়েল বংশ,তোমরা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রান্তরে থাকিয়া যে সকল বলিদান ও নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিলা, তাহা কি কেবল আমার উদ্দেশে করিলা।	প্রের ৭;.৪২।
মীখ ৫; ২।	হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহূদা দেশের রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি আমার ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিবেন, এমত মন্ত্রিরূপিতরাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন।	মথি ২; ৪-৬।
হবক্কূক ২; ৪।	পুণ্যবান ব্যক্তি আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে।	রো ১; ১৭।
হগয় ২; ৬।	আমি অল্প ক্ষণের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমি আর এক বার কম্পান্বিত করিব।	ইব্রু ১২; ২৬।
সিখরিয় ৯; ৯।	হে সিয়োনের কন্যে, অতিশয় আনন্দ কর, দেখ, তোমার রাজা ধৰ্ম্মস্বরূপ ও পরিত্রাণকৰ্ত্তা ও নম্রশীল ও গৰ্দ্দভারূঢ় বরং গৰ্দ্দভীর শাবকারূঢ় হইয়া তোমার নিকটে আসিবেন।	মথি ২১; ৪,৫।
মলাখি ১; ২,৩।	আমি যাকুবকে প্রিয় পাত্র জ্ঞান করিলাম, কিন্তু এষৌকে অপ্রিয় পাত্র জ্ঞান করিলাম।	রোম ৯; ১৩।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে যে উনচল্লিশ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে চব্বিশ গ্রন্থের কোন২ বচন ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, ইহা এখন প্রকাশ পাইল। কোন২ গ্রন্থের কোন এক বচন তাহা নয়, অনেক বচন সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড় শত বচন লিখিত আছে, কিন্তু সংক্ষেপে প্রমাণ দিবার জন্যে আমরা এক২ গ্রন্থের এক২ বচনমাত্র প্রকাশ করিয়াছি। যাহা হউক, ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ নামে যে গ্রন্থ আমাদের হস্তে আছে, তাহাই যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের হস্তে ছিল ইহা সপ্রমাণ হইল।

৩। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ইব্রী ভাষাতে লিখিত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই ভাষাতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, আর ইব্রী ভাষাতে ছাপান হইলে তাহার গ্রন্থ সকল যিহূদীয়দের পরম্পরাগত মতানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম ব্যবস্থা, দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থসমূহ, ও তৃতীয় অন্য২ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ। এই তিন ভাগের মধ্যে ব্যবস্থা নামক যে প্রথম ভাগ তাহাতে মুসালিখিত পাঁচ পুস্তক আছে। দ্বিতীয় ভাগ দানিয়েল ও বিলাপ ছাড়া ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বলিত পুস্তক সকল বুঝায়, এবং তদ্ভিন্ন যিহোশূয় ও বিচারকর্ত্তৃবিবরণ ও শিমুয়েলের দুই পুস্তক ও রাজাবলি নামে দুই পুস্তক, এই সকল পুস্তকও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, এ কারণ এই সকল পুস্তকও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থসমূহের মধ্যে গণিত হইল। তৃতীয় ভাগের মধ্যে দায়ূদের গীতসমূহ প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ হওয়াতে, সেই তৃতীয় ভাগের কখনো২ গীতপুস্তক এই নাম দেওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে গীতপুস্তক ব্যতিরেকে এই২ গ্রন্থও আছে, হিতোপদেশ, আয়ূব, পরমগীত, রুৎ, বিলাপ, উপদেশক, ইষ্টের, দানিয়েল, ইষ্রা, নিহিমিয় ও বংশাবলি নামে দুই পুস্তক। উক্ত তৃতীয় ভাগে গণিত পুস্তক সকল যে কারণে অন্য সকল গ্রন্থহইতে পৃথক করা গিয়াছিল, তাহার মীমাংসা করণে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থ ও গীতপুস্তক, এই তিন ভাগে বিভক্ত ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের হস্তে ছিল, ইহার প্রমাণ এই, যে তাঁহারা বার২ ঐ তিনের মধ্যে এককি দুই কি তিন ভাগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ এই২।

"মুসার ব্যবস্থাতে ও ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে এবং গীতপুস্তকে আমার বিষয়ে যে সকল বচন লিখিত আছে।" লূক ২৪; ৪৪।

"এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও সমস্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের ভার আছে।" মথি ২২; ৪০।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা অনেক বার একমাত্র ধর্ম্মপুস্তকের ন্যায় সমস্ত আদিভাগের কথা কহেন।

কোন২ স্থানে ব্যবস্থা এই প্রথম ভাগের নামদ্বারা সমস্ত আদিভাগকে বুঝান, তাহার উদাহরণ। "ব্যবস্থাতে যাহা২ লেখে, তাহা ব্যবস্থার অধীন

লোকদের উদ্দেশে লেখে।" রোম ৩; ১৯। এবং অন্য কোন২ স্থানে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, এই দ্বিতীয় ভাগের নামদ্বারা সমস্ত আদিভাগকে বুঝান, যথা, "হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আপনি কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত বাক্যে প্রত্যয় "করেন?" প্রের ২৬; ২৭। এবং শাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি ধর্ম্মগুন্থ কি ধর্ম্মপুস্তক তৃতীয় ভাগের এই ২ নামদ্বারা তাঁহারা আদিভাগের কেবল তৃতীয় ভাগকে বুঝান, এমন নহে, বরং প্রায় সর্ব্বদা সমস্ত আদিভাগকে বুঝাইয়া থাকেন, ইহার অনেক২ প্রমাণ আছে। এই সকলের নির্যাস কি? না এই, ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগুন্থ ও গীতপুস্তকাদি অবশিষ্ট ধর্ম্মগুন্থ সকলের সংগ্রহ একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক গণনীয় হইয়া উঠে। যেমন অনেক অঙ্গুরীয়ের সংযোগদ্বারা এক শৃঙ্খল হইয়া উঠে, তদ্রূপ আদিপুস্তকাদি সকল গুন্থের শ্রেণীদ্বারা একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক হয়।

৫। সেই ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, ইহা যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন, যথা, "ধর্ম্মগুন্থের অন্যথা হইতে পারে না।" যোহন ১০; ৩৫। আরও যথা, "যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর ধ্বংস না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুর লোপ হইবে না।" মথি ৫; ১৮।

আরও যথা "ঐ সকল শাস্ত্র (কিম্বা ঐ শাস্ত্রের প্রত্যেক গুন্থ) ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত।" ২ তীম ৩; ১৬।

আর যীশু ও প্রেরিতেরা ঐ শাস্ত্রের যে কোন বচন উত্থাপন করেন, তাহাই ঈশ্বরের জ্ঞাপিত বচন করিয়া উত্থাপন করেন, তাহার অনেক২ প্রমাণের মধ্যে কেবল একটি উদাহরণ লিখিতেছি; তাহা এই, "প্রতিজ্ঞার "ফল যেন যীশু খ্রীষ্টে প্রত্যয়দ্বারা তাবৎ বিশ্বাসকারির প্রতি বর্ত্তে, এই "জন্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সকলকে পাপাধীন গণনা করে।" গলাতীয় ৩; ২২। এই পদে মুলভাষাতে লিখিত আছে, "ধর্ম্মশাস্ত্র" সকলকে পাপাধীন গণনা করে, আর ধর্ম্মশাস্ত্র এই স্থানে ঈশ্বরকে বুঝায়, যেহেতুক ধর্ম্মশাস্ত্রের লিপি ঈশ্বরের জ্ঞাপিত কথা আছে।

অতএব ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ সমস্ত ঈশ্বরদত্ত, ইহা যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের ঈশ্বরীয় উপদেশদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

যদ্যপি আমরা প্রভু যীশুর ও প্রেরিতদের সাক্ষ্যদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের প্রমাণ দিয়াছি, তথাপি তাহার অন্য প্রমাণ দিতে পারা যায় না, এমন নহে। তাহা এই২ কথা বিবেচনা করিলে প্রকাশ পাইবে।

১। যীশুর মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে সেই আদিভাগ সুরিয়াক ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইল, এবং প্রেরিতদের বর্ত্তমান সময়ে ফীলো ও যোষীফস নামক দুই জ্ঞানি যিহূদি লোক তাহার বিষয়ে অনেক লিখিল; এবং সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ, অর্থাৎ মুসালিখিত পাঁচ পুস্তক ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রচিত গুন্থ সকল যিহূদীয় পণ্ডিত লোকদ্বারা খাল্‌দী (বা কসদী) ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইল, এবং যীশুর আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে সিরাখ নামক কোন যিহূদি লোকের

পৌত্র আদিভাগের সকল গ্রন্থ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিল; এবং তাহার পূর্ব্বেই সমস্ত আদিভাগ মিসর দেশনিবাসি যিহূদি লোকদ্বারা গ্রীক ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইয়াছিল। সেই যে তর্জ্জমা এখনও আছে, তাহা যে সময়ে করা গেল, সেই সময়ের কেবল একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নিহিমিয়ের ও ইস্রার মৃত্যু হইযাছিল। আর ঐ দুই জনের লিখিত দুই পুস্তক অবধি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত মূসার পুস্তক পর্য্যন্ত আদিভাগের গ্রন্থশ্রেণীর এক২ গ্রন্থ অন্য২ গ্রন্থের বিশ্বসনীয়তা, স্থির করে, অর্থাৎ পূর্ব্বলিখিত প্রত্যেক গ্রন্থ পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

২। খ্রীষ্টীয়ান যে আমরা, আমরা যেমন ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের সকল গ্রন্থ গ্রাহ্য করি, তদ্রূপ আমাদের শত্রু যিহূদীয় লোকেরাও তাহা গ্রাহ্য করে। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের অন্যথা করিলে যিহূদি লোকেরা তাহাদের দোষ প্রকাশ করিত, এবং যিহূদি-লোক অন্যথা করিলে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা তাহাদের দোষ প্রকাশ করিত। এই রূপে উভয় মতাবলম্বিদের পরস্পর যে অনৈক্য, তদ্দ্বারাতেই ধর্ম্ম-পুস্তকের আদিভাগের ঐক্য ও বিশ্বসনীয়তা সম্যকরূপে সপ্রমাণ হয়।

৩। মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের উপদেশ ও গ্রন্থ যে ঈশ্বরীয়, ইহার বিশেষ২ প্রমাণ তাঁহাদের হস্তকৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং তাঁহাদের প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাক্য, এবং তাঁহাদের উপদেশের ও আচরণের উত্তমতা।

এই তিন কথার বিশেষ মীমাংসা করিলে যেমন অন্তভাগের বিষয়ে অনেক২ কথা লিখিয়াছিলাম, তদ্রূপ আদিভাগের বিষয়েও অধিক লিখিতে পারি, কিন্তু যাঁহাদের উপদেশ ঈশ্বরীয় এমত যীশু ও প্রেরিতদের যে সাক্ষ্য প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহার পরে অন্য প্রমাণ আবশ্যক নহে। যে কেহ ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ঈশ্বরদত্ত পুস্তকরূপে গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হয়, সে যীশুকে ও প্রেরিতদিগকে মিথ্যাবাদী কিম্বা মূর্খ কহিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করে।

ধৰ্ম্মোপদেশ।

যিরূশালম নগরের ভবিষ্যৎ দুঃখের বিষয়ে খ্রীষ্টের বিলাপ।

"খ্রীষ্ট নগরের সন্নিকটে আসিয়া তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হায়২ তুমি যদি অগ্রে জানিতা অর্থাৎ তোমার দিন থাকিতে যদি নিজ মঙ্গলের উপলব্ধি পাইতা, তবে উত্তম হইত; কিন্তু এইক্ষণে তাহা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়।" লূক ১৯; ৪১, ৪২।

আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু সর্ব্বদাই পদব্রজে গমন করিতেন, কিন্তু আপন যন্ত্রণা ভোগ করণার্থে গর্দ্দভারোহণে যিরূশালমে গিয়াছিলেন, ফলতঃ তিনি কেবল ক্রুশীয় যন্ত্রণা ভোগার্থে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক গেলেন এমত নহে,

বরং নিম্নের লিখিত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্যও যেন পূর্ণ হয় এরূপ অভিপ্রায়ও ছিল। যথা, "হে সিয়োনের কন্যে, অতিশয় আনন্দ কর, ও হে যিরূশালমের কন্যে, উচ্চৈঃস্বর কর। দেখ তোমার রাজা ধর্ম্মস্বরূপ ও পরিত্রাণকর্ত্তা ও নম্রশীল ও গর্দ্দভারূঢ় বরং গর্দ্দভীর শাবকারূঢ় হইয়া তোমার নিকট আসিবেন।" তিনি নগরে আসিয়া অমান্যকারি ও কৃতঘ্ন প্রজাদিগের সহিত পূর্ব্বরীত্যনুসারে সাক্ষাতাদি করিয়া সে স্থানে নানা অদ্ভুত ক্রিয়াদি করত সুসমাচার প্রচার করিলেন। এবং প্রমাণও দিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নিকট আসিয়াছে ইহা তোমরা নিশ্চয় জান। আরো লিখিত আছে, খ্রীষ্ট জৈতুন পর্ব্বতহইতে নামনকালীন যিরূশালমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, কেননা ঐ পর্ব্বতহইতে উক্ত নগর স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। ফলতঃ পরমেশ্বর ইব্রাহীমের প্রতি যেমন কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিম্বা আমাদের প্রভু সক্কেয় ও পিতরের প্রতি যেরূপ দৃষ্টিপাত করিলেন তদ্রূপ নয়, কিন্তু করুণা ও অনুকম্পান্বিতান্তঃকরণে ঐ নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন বটে। এই স্থলে 'দৃষ্টিপাত' এই শব্দের অর্থ কেবল দর্শন করিলেন তাহা নয়; কিন্তু ঔৎসুক্য ও গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া নিজচিত্তে তদ্বিষয়ক গাঢ় অনুশোচনাও করিলেন। আহা তন্নগর নিবাসি লোকেরা যদি খ্রীষ্টের দৃষ্টির পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিত এবং তাঁহার অভিনিবেশের ন্যায় অভিনিবেশ করিত, তবে তাহা কি পর্য্যন্ত আহ্লাদজনক না হইত। বোধ হয় এমনও হইতে পারে যে তন্নগরনিবাসিদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপ্রদানের পরিবর্ত্তে নগরের ও মন্দিরের উচ্চতা ও প্রস্তরে খোদিত নানা আশ্চর্য্য গাঁথনি ও কর্ম্মাদি নিরীক্ষণ করত এই ঐশ্বর্য্যশালি নগরকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করিত। যাহা হউক, খ্রীষ্টের চিন্তা তদ্বিপরীত, কেননা তিনি তথাকার ভবিষ্যৎ দুঃখ হেতুক দুঃখিত হইয়া অপরিমিতরূপে শোকাবিষ্ট হইলেন। অতএব খ্রীষ্ট তদ্বিষয়ে যাহা করিলেন, অথবা কহিলেন, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করণার্থে কিঞ্চিৎ লিখি।

প্রথমতঃ। খ্রীষ্টের নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক বিলাপ করিবার মর্ম্ম এই; অনাজ্ঞাবহ সন্তানের নিমিত্তে যেমন স্নেহবান্ পিতার অশ্রুপাত হয়, কিম্বা দোষি ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পরম দয়ালু বিচারাধ্যক্ষের মনঃ যে রূপ হয়, তদ্রূপ বা ততোধিক খ্রীষ্টের অশ্রুপাত হইয়াছিল। আর লোকসমূহ অগ্র পশ্চাৎ হইয়া "হে দায়ূদের সন্তান, হোসানা (জয়ঃ) যিনি ঈশ্বরের নামে আইলেন তিনি ধন্য," এতদ্রূপ স্তব করিল, কিন্তু তিনি তাহাতে পুলকিতান্তঃকরণ হইলেন না, কেননা মনুষ্যেতে যাহা ছিল তাহা তিনি জানিলেন। অধিকন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ প্রযুক্ত বিলক্ষণ মতে জ্ঞাত হইলেন, যাহারা অদ্য তাঁহার প্রশংসা করিতেছে তাহারাই কল্য বিপরীতে উঠিয়া তাঁহাকেই দোষী করিবে ও দণ্ড ভোগ করাইতে চেষ্টা করিবে। তিনি দুঃখিত ও শোকপরিচিত ছিলেন। এবং এখনও আমরা তাঁহার অশ্রু ও বিপর্য্যয় দুঃখও দেখিতেছি। একবার

তিনি অন্তঃকরণে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে। কিন্তু এখন তিনি অতিশয় ক্রন্দন করেন, যিরূশালমকে আনন্দ করণের আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন তৎপরিবর্ত্তে শোক করণের কারণ দৃষ্ট হইতেছে. ও তাহার উল্লাস ও জয়ধ্বনি আপন অশ্রুর সহিত মিশাইলেন, এবং বিনাকারণে তদ্রূপ অশ্রু তাঁহার চক্ষুহইতে নির্গত হওয়া অসম্ভব। যিনি উপযুক্ত কারণ বিনা একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলেন না, তিনি যে বিনাকারণে রোদন করিবেন ইহাও সম্ভব হয় না। তিনি আত্যন্তিক দুঃখ হেতুক ক্রন্দন করিলেন। আর যিনি তাহাদিগের পাপ হেতুক দুঃখিত হইয়া আপন চক্ষুঃহইতে অশ্রু নির্গত করাইলেন, তিনিই সেই পাপ মোচনার্থে নিজ রুধির বহাইলেন। যাহা আমাদিগের কর্ণকুহরে কখন প্রবিষ্ট হয় নাই, এমন বাক্যদ্বারা যাকুবের ন্যায় অশ্রুপাতে পরমেশ্বরের নিকটে কামনা প্রকাশ করিলেন, এবং অনাজ্ঞাবহ লোকসমূহের নিমিত্তে দায়ূদের ন্যায় নদীস্বরূপ অশ্রু বহাইলেন, এবং "তাঁহার আকৃতি মনুষ্যসন্তানদের আকৃতি অপেক্ষা বিষণ্ণ হইল।"

তিনি লাজারের কবর সমীপে ক্রন্দন করিলেন। মর্থা ও মরিয়মের দুঃখ দেখিয়া শোকান্বিত হইলেন। তিনি মণ্ডলীর মস্তক প্রযুক্ত সকলের দুঃখে ও ক্লেশে আপনিও দুঃখিত হয়েন। সুতরাং আমাদের দুঃখের নিমিত্তে অকথনীয় ক্লেশ ভোগ করিলেন। এমতে তিনি যিরূশালম নগরের নিমিত্তে বিলাপ করিলেন, কেননা তন্নিমিত্তে তাঁহার অতিশয় দুঃখ হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু লাজার ইহলোকের সমস্ত দুঃখ এড়াইয়া পরলোকে গমন করিলেও তিনি ক্রন্দন করিলেন, যেহেতুক তিনি তাহাকে প্রেম করিতেন। ফলতঃ এই স্থলে দৃষ্ট হয় যে পরলোকে যন্ত্রণাভোগী ও পাপে মৃত পাপিষ্ঠগণের নিমিত্ত রোদন করিলেন। দেখ, আপনাদিগের দক্ষিণ ও বাম হস্তের প্রভেদ করণাক্ষম নিনিবী নগরস্থ এক লক্ষ বিংশতি সহস্রাধিক লোকের নিমিত্তে যূনস ক্রন্দন করিল না কিন্তু তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের কোপ না আসিবাতে অসন্তুষ্ট ও বিমর্ষ হইল। আর দাসহইতে প্রভুর স্বভাবের প্রভেদও দেখ, যূনস ভবিষ্যদ্বক্তা উক্ত নগরের ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিবার অপেক্ষাতে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তচ্ছায়াতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিল; যখন প্রভু যিরূশালমের নিকটে আইলেন, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্রই অশ্রুপূর্ণ হইয়া কত শত বিলাপ করিলেন। যাহারা আপনাদের জন্যে ক্রন্দন করিল না তিনি তাহাদের নিমিত্তে ক্রন্দন করিলেন।

তিনি তাহাদিগের আগামি অবস্থা জানিয়া ও তাহাদের একগুঁয়ামি প্রযুক্ত সর্ব্বনাশ সন্নিকট দেখিয়া রোদন করিলেন।

অধিকন্তু তিনি তাহাদিগের কৃত পাপ ও আপনার প্রতি তাহাদের দ্বারা অন্যায়াচরণ ঘটিবে, ইহা জানিয়া বিলাপ করত অশ্রুপাত করিলেন, ফলতঃ তাঁহার বিলাপ কিম্বা মৃত্যুভোগ করিবার নিমিত্তে নিজের কোন দোষই ছিল না। কেননা তিনি কখন কোন পাপ করেন নাই ও তাঁহার

ওষ্ঠাধরহইতে কোন প্রবঞ্চনা নির্গত হয় নাই। কেবল পরোপকারার্থে যেমন স্বরুধির দান করিলেন, তদ্রূপ পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেন। সে ক্রন্দন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহের প্রমাণ ও অতুল্য কৃপার চিহ্ন মাত্র। যিহূদীয়গণ তাঁহার নিজ লোক হইয়াও ধর্ম্মজ্ঞানহত হইয়া আপনাদিগের পরম্পরাগত ব্যবহৃত ধারাদি পালনাভিপ্রায়ে সমস্ত আবশ্যক বিষয়ই হেয়জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিল। তৎপ্রযুক্ত তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ ও সুসমাচার অবহেলা করিয়া অগ্রাহ্য করিল। শেষে জীবনের রাজাকেও হনন করিল। তিনি তাহাদের কঠিনান্তঃকরণ ও রাশীকৃত পাপ প্রযুক্ত ক্রন্দন করিলেন।

তিনি তাহাদিগের আগামি যন্ত্রণা দেখিয়া সন্তাপজনক শেষ দিন তাহাদের নিমিত্তে না আইসে, এমত বাসনাও করিলেন। আর তাহাদিগের নগর ও মন্দির নষ্ট হইবে ও তাহারা সমুদয় পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে, ইহাও তিনি জানিলেন। তাহারা আপনাদিগের মঙ্গল হেয়জ্ঞান করিল, অতএব পুনরায় তাহা পাইতে পারিল না। তাহারা লজ্জিত না হইয়া আত্মপ্রশংসা করিল, অতএব তাহারা মিথ্যা গৌরবের পরিবর্ত্তে অপমানিত হয়। তাহারা নিজ২ মনোভিলাষ পূরণার্থে তাহার দাসস্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহারা আপনাদের শত্রুগণের দাস হইল। যখন যিরিমিয় তাহাদিগকে বিপথগমনহইতে পরাবৃত্ত করিতে ও ভয়ানক দাসত্বহইতে পরাঙ্মুখ করণার্থে কোন উপায় দেখিলেন না, তখন মহাত্রাসজনক বিচারদ্বারা তাহারা উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা দেখিয়া স্বজাতীয় লোকদের নিমিত্তে দিবারাত্রি ক্রন্দন করণাভিপ্রায়ে এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন যেন আপন মস্তক জলস্বরূপ ও চক্ষুর্দ্বয় নিরন্তর জলবাহি উনুইস্বরূপ হয়। তিনি বহুতর ক্রন্দন করিলেন বটে, তথাপি আরও ক্রন্দন করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তদ্রূপ যিরূশালম্ প্রভুর দৃষ্টিগোচর হইলে তিনিও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কহিলেন। "হে যিরূশালম ২।"

তাহাদের পারমার্থিক বিচারহীন হওন হেতুক প্রভু তাহাদিগের নিমিত্তে বিলাপ করিলেন। তিনি যখন তাহাদিগকে চেতনার্থে আঘাত করিলেন, তখন তাহারা যদি তাঁহার প্রতি ফিরিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিত, তবু তাহাদিগের স্বভাবের উপশম হইতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া শাস্তিপাত্রবৎ মুগ্ধ হইয়া কাল যাপন করিল, এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদিগকে নিজ২ মনের ভ্রান্তিতে ও অন্তঃকণের কঠিনতাতে মগ্ন হইতে দিলেন, তাহারা আপনাদের একগুঁয়ামি স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা সুসমাচার ঘৃণা করিত এবং আপনাদের সংহার না হওন পর্য্যন্ত অদম্য কোপেতে প্রচারকগণকে নিগ্রহ করিত, সুতরাং অবশেষে উপায়বিহীন হইল।

এই সকল কর্ম্মের শেষ প্রতিফল অর্থাৎ আগামি জগতে তাহাদের অনন্ত কালীন যন্ত্রণাভোগ প্রভুর বোধগম্য হওয়াতে তিনি বিলাপ করিলেন। পৌল তাহাদের ভবিষ্যদ্ যন্ত্রণা দেখিয়া বিনা রোদনে তাহাদিগকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না, এবং তাহাই ত্রাণকর্ত্তার

ক্রন্দনের কারণ ছিল। আমাদিগের প্রভু যখন নিজে দুঃখ ভোগ করিলেন, তখন তিনি আপনার নিমিত্তে ক্রন্দন করিতে যিরূশালমের কন্যাগণকে নিষেধ করিয়া বরং তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের নিমিত্তে ক্রন্দন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাদের ও তাহাদের নগরের অরায় আগামি সর্ব্বনাশ এবং অসংখ্যক অমর আত্মার পরলোকে অনন্ত যন্ত্রণাবিষয়ক চিন্তাতে তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হওয়াতে তাঁহার চক্ষুঃহইতে অশ্রু নির্গত হইল। তাঁহার আর্দ্রচিত্ত হওন কালীন তাঁহার বদন যদ্রূপ বাৎসল্যপূর্ণ ও প্রেমজনক দৃষ্ট হইল, তদ্রূপ পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নাই। পারসীয় দেশের জের্কসিশ রাজার বিষয়ে এই রূপ কথিত ছিল যে তিনি আপন অসংখ্য সৈন্যের প্রতি অবলোকন করিয়া ক্রন্দন করত কহিলেন, যে একশত বৎসরের পরে ইহাদের এক প্রাণিমাত্রও জীবৎ থাকিবে না। অতএব দেখ, শরীরের মৃত্যুহেতুক রাজা ক্রন্দন করিলেন, কিন্তু পাপেতে আত্মার সর্ব্বনাশ প্রযুক্ত প্রভু ক্রন্দন করিলেন। তথাচ এমত সময় আসিতেছে যে তিনি যাহাদিগের নিমিত্তে ক্রন্দন করিলেন, তাহাদিগকে নির্দয় ও কঠিন হইয়া কহিবেন, হে কুকর্ম্মকারিগণ, তোমরা দূর হও, হে শাপগ্রস্তেরা, তোমরা শয়তান ও তাহার দূতদের নিমত্তে যে নিত্য প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে যাও।

দ্বিতীয় বিষয়। আমাদের প্রভু যিরূশালম নগরে আগমন করিয়া যাহা২ করিলেন অথবা কহিলেন, তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। "হায়২ যদি তুমি পূর্ব্বে বা তোমার এই দিনেতে নিজ মঙ্গলের উপলব্ধি পাইতা, তবে উত্তম হইত; কিন্তু এইক্ষণে তাহা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়!" যদিও তুমি বহুকালাবধি স্থাপিত ও বহুপ্রজ্ঞ ও দায়ূদের নগর ও মন্দিরের ও ঈশ্বরসেবার স্থান, তথাপি হে যিরূশালম, তুমি যদি তোমার বর্ত্তমান ও আগামি কালের চিরস্থায়ি সুখের বিষয় জানিতা কিম্বা বিবেচনা করিতা, তবে আমার নিমিত্তেও ক্রন্দন করত অনুতাপ করিতা, ও আমার অশ্রুপতনহইতে রক্ষা পাইতা; কিন্তু এখন তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এবং তোমার মঙ্গল তোমার চক্ষুর অগোচর হইয়াছে।

১। অপর "যদি তুমি পূর্ব্বে জানিতা" ইহা পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয়ে উক্ত আছে। যে জ্ঞানদ্বারা সাধারণ বিষয়াদি বিবেচনা করা যায় তাহা নয়, কিন্তু সদাচরণের বৃদ্ধিকারী অথচ উপরহইতে আগত পবিত্র যে জ্ঞান অন্তঃকরণ পবিত্র করত সামান্য আচারাদির পরিবর্ত্তন করে, তাহাই সত্যধর্ম্মের মূলসূত্র। এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে, আমিই যে ঈশ্বর তাহা জানিবার নিমিত্তে আমি এক অন্তঃকরণ তাহাদিগকে দিব। যে পরমেশ্বর অন্ধকারহইতে আলোক প্রকাশিত হইতে আজ্ঞা করিয়া দীপ্তি করিলেন, তিনিই নিজ মহিমা খ্রীষ্টের দ্বারা প্রকাশিত করণার্থে জ্ঞানরূপ আলোকদ্বারা আমাদিগের অন্তঃকরণ আলোবিশিষ্ট করিলেন। এবং যে স্থলে সত্য ধর্ম্মের প্রাবল্যের বিষয় কথিত হইয়াছে, সে স্থলে উপরোক্ত জ্ঞানের সাধারণ ব্যাপকতার বিষয় প্রকাশিত আছে। অতি মহৎ অবধি অতি ক্ষুদ্র

পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে জানিবে। সমুদ্র যেমন জলেতে পরিপূর্ণ তদ্রূপ পৃথিবী পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে। যিশ ১১; ৯। ইব্রি ১০; যির ২৪ ৭।

২। আমাদের মঙ্গলের ও শান্তির নিমিত্তে যাহা২ আবশ্যক তাহা আমাদের বিবেচনা করিয়া জ্ঞাত হওয়া উচিত। এই পাপময় জগতে কেবল সুসমাচারই শান্তি প্রকাশ করে এবং তজ্জাত জ্ঞানদ্বারাই পরমেশ্বরের সহিত আমাদিগের মিলন হয়। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তই তাহার ভিত্তিমূলস্বরূপ, ও তাঁহাতে প্রত্যয় করিলে অন্তঃকরণে শান্তি জন্মে। আমাদের শান্তি এই যে আমরা প্রত্যয়েতে পুণ্যবানরূপে গণিত হইয়া খ্রীষ্টের দ্বারা সংরক্ষিত হই। যদ্রূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করা অসাধ্য তদ্রূপ ধর্ম্ম ব্যতিরেকে শান্তি পাওয়া অসাধ্য জানিবা। পবিত্রতা ও শান্তি অবিযোজ্য। যদিস্যাৎ দুষ্ট লোকেরা কখন২ দুঃখানুভব করে না, তথাচ তাহাদের মনের প্রকৃত শান্তি ও সুখ হয় না। পরমেশ্বর কহেন, দুষ্ট লোকদের কোন শান্তি নাই। তাহারা অন্যান্য বিষয়ে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও বিচক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের সুখ বা শান্তির নিমিত্তে যাহা২ প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই অপরিচিত। এবং তাহারা আপনাদের চক্ষুর্গোচরে আত্মশ্লাঘা করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অন্তরে অতি ঘৃণার্হ পাপও পাওয়া যায়।

৩। এই জ্ঞান পাইবার সময় অতি অল্প আছে, তাহা এই স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে। "তোমার এই দিনে," ইহা তাহার অনিশ্চিততা ও কালের অল্পতা দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে। "এক দিন" ইহাতে রাত্রি অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যে নিকটবর্ত্তি, সুতরাং কার্য্য করণের সময় যে অতি অল্প, তাহা জানা যায়। যিহূদীয়গণ আমাদের প্রভুর সময়ে যে উপদেশাদি শ্রবণরূপ আলোক দর্শন করিত, কিম্বা বর্ত্তমানে আমরা যে সুসমাচারের আলোকেতে আনন্দপূর্ব্বক কাল যাপন করিতেছি, তাহা সেই দিনস্বরূপ। অতএব আমরা যদি তাহা হেয়জ্ঞান বা অবহেলা করিয়া সেই দিনকে গত হইতে দেই, তবে পরমেশ্বর আমাদিগকেও তদ্রূপ বিনানুতাপে কালের শেষ করিয়া দিবেন, এবং পবিত্র আত্মা আমাদিগের নিমিত্তে আকুঞ্চন করিতে, ও খ্রীষ্ট চিত্তদ্বারে আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইবেন, এবং এই ভয়ানক আজ্ঞা প্রকাশিত হইবে, "যে জন অধার্ম্মিক সে জন অধার্ম্মিক হইয়া থাকুক, যে জন সমল সে জন সমল হইয়া থাকুক।" প্রকাশিত ২২; ১১।

৪। এই সময় গত হইলে আমরা চিরকালের নিমিত্তে নৈরাশ হইব। এই ক্ষণে তোমার মঙ্গলের উপলব্ধি যদি তোমার চক্ষুর অগোচর হয়, তবে তোমার শ্রুতিগোচরে প্রচারিত সমস্ত বাক্য বিফল হয়, তাহা আর তোমার লাভজনক কিম্বা ত্রাণজনক নহে, এই আজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাহা নিতান্ত বিফল হইবে। যে আলো তুমি হেয়জ্ঞান পূর্ব্বক তুচ্ছ করিতেছ, তাহা তোমাহইতে নীত হইবে, তাহাতে ঘোর অন্ধকার-

রূপ রজনী তোমাকে আবরণ করিবে। তুমি পরমেশ্বরের পরামর্শ গ্রহণ করিলা না, অতএব তিনিও তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না। তোমার জ্ঞান পাইবার সময় গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এই সমস্ত নিতান্ত ভয়জনক বটে, তাহা মৃত্যুকালীন ঘটিবে, কিম্বা হইতে পারে মৃত্যুর পূর্ব্বেও ঘটিবে। " তোমার অপবিত্রতা থাকাতে দোষ আছে, আমি তোমাকে পরিষ্কৃত করিতে চাহিলেও তুমি পরিষ্কৃত হইলা না; এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত আমি তোমার প্রতি আপন প্রচণ্ড ক্রোধ সফল না করি, তাবৎ তুমি আপন মলহইতে পরিষ্কৃত হইবা না। আমি পরমেশ্বর এই কথা কহিতেছি, ইহা অবশ্য হইবে, আমি তাহা করিব, কখনও পরাবৃত্ত হইব না, এবং চক্ষুর্লজ্জা করিব না, ও কিছু দয়া করিব না। প্রভু পরমেশ্বর কহেন, তুমি আপন আচার ও ক্রিয়ানুসারে বিচারিত হইবা।" যিহি ২৪; ১৩, ১৪।

এইক্ষণে আমরা বিবেচনা করি যে এই সমস্তহইতে কি২ শিক্ষা পাওয়া যায়?

১। খ্রীষ্ট যদি পাপি লোকদের জন্যে বিলাপ করত অশ্রুপাত করিলেন, তবে তাহারা আপনাদের নিমিত্তে কি আপনারা বিলাপ করিবে না? স্বয়ং পরমেশ্বর রোদন করণার্থে আমাদের নিকটে আইলেন, তবে আমাদের অবস্থা কি বিলাপযোগ্য নহে? যাঁহার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিলাম ও যাঁহাকে শোকরূপ সাগরে নিক্ষেপ করাইলাম, আইস আমরা তাঁহার প্রতি অবলোকন করি। আর যদবধি আমাদের পাপরূপ বন্ধন ছিন্ন না হয়, সেই পর্য্যন্ত আইস আমরা অতিশয় শোকাবস্থায় থাকি। আহা! জগদীশ্বর যেন আমাদিগের প্রস্তরময় অন্তঃকরণ দূর করিয়া মাংসময় অন্তঃকরণ প্রদান করেন।

২। আমরা যেন শেষে অগ্রাহ্য না হই, এতদর্থে সুসমাচার অবজ্ঞা করিতে ও আমাদের বিশেষ লাভের বিষয় তাচ্ছল্য করিতে যেন সাবধান হই। অচৈতন্য ও অজ্ঞানতা সর্ব্বনাশের অগ্রসূচক লক্ষণ। " তোমাদের সঙ্গে আর অল্প দিন জ্যোতিঃ আছে। যেন অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছন্ন না করে, এই জন্যে যাবৎ তোমাদের সঙ্গে জ্যোতিঃ থাকে তাবৎ জ্যোতিতে গমন কর; যে জন অন্ধকারে গমন করে সে কোথায় যায় তাহা জানে না। অতএব যে পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটে জ্যোতিঃ আছে তাবৎ কাল জ্যোতির সন্তান হইবার নিমিত্তে জ্যোতিতে বিশ্বাস কর।" যোহন ১২; ৩৫, ৩৬।

৩। যাহারা আপনাদের মঙ্গলের উপলব্ধি বিষয় সত্যরূপে অবগত হইয়াছে, তাহারা নম্রভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত যে আত্মার দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহার ধন্যবাদ ও আরাধনা করুক। তোমরা পূর্ব্বে অন্ধকারে ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুতে আলোস্বরূপ হইয়াছ। " প্রভু পরমেশ্বর হন; তিনি আমাদিগকে দীপ্তি দেন, তোমরা বেদির শৃঙ্গে রজ্জুদ্বারা বলিকে বন্ধন কর।" গীত ১১৮; ২৭।

১ পাপির তরেতে প্রভু করিলেন ক্রন্দন।
আমাদের চক্ষু তবে শুষ্ক কি কারণ॥

২ দৃঢ় অনুতাপে খেদে বন্যাবারির ন্যায়।
সবার নয়নহইতে যেন নির্গত হয়॥

৩ সর্ব্বেশ্বর নন্দনের হয় অশ্রুপাত।
দেখি দিব্য দূতগণ হয় চমৎকৃত॥

৪ অন্তরস্থ আত্মা তুমি হও হে বিস্ময়।
সব অশ্রুপাত তাঁর তব জন্যে হয়॥

৫ তাঁহার রোদন মোদের রোদনের কারণ।
প্রত্যেক পাপের দাওয়া অশ্রুর পতন॥

৬ কেবল স্বর্গেতে নাই পাপনামের লেশ।
রোদন বিলাপ নাই সুখের নাই শেষ॥

লেখালেখি।

নম্রতার কথা।

অত্যন্ত বীর্য্যবান, ও অত্যন্ত ক্ষমতাবান, ও অত্যন্ত ধনবান, ও অত্যন্ত রূপবান, ও অত্যন্ত বিদ্যাবান কোন মনুষ্য যদি ধর্ম্মজ্ঞানান্বেষণ না করে, তবে সেই মনুষ্য আহার ও নিদ্রা ও ভয় ও স্পর্শনবিশিষ্ট পশ্বাদির মধ্যে গণ্য হয়, কেননা অজর ও অমর ও অক্ষয় অথবা বিবেকযুক্ত আত্মার কর্ম্মসাধনে বিরত হওত, কেবল সূর্য্যের উদয়াচলাবধি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হওন পর্য্যন্ত উদর সেবনার্থে ইতস্তত ভ্রমণ করে যে বিবেকশূন্য পশ্বাদি, তাহাদের ন্যায় কাল যাপন করত আত্মাভিমানে ধর্ম্মসঞ্চয় না করিয়া কেবল ধনের নিমিত্তে উদ্বিগ্ন হওনহেতু বিশ্বাসযোগ্য হন না। তবে এই স্থানে আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,যে এতাদৃশ সংসারবিষয়ে মহান ব্যক্তি যে অবিশ্বাস্য ইহার কারণ কি? তাহাতে আমি নিবেদন করি এই যে পরমেশ্বরবর্জ্জিত লোকের বীরত্বাদি যে সকল গুণ আছে, তাহা অনর্থের কারণ হইয়া কেবল দোষই প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং অবিশ্বাস্য; যেমন সিংহসমীপে পতিত ব্যক্তি যদি শস্ত্রপাণি স্বমহাশত্রুকে দেখে, তবে সে তাহাকে স্বপ্রাণরক্ষকরূপে বিশ্বাস না করিয়া বরং তাহাকেও কেশরির সদৃশ প্রাণনাশক বোধ করে। আর উজ্জ্বল মণিবিশিষ্ট বিষধর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সমীপে উপস্থিত হইলে, কোন্ ব্যক্তি অবিশ্বাস প্রযুক্ত পথান্তরে প্রস্থান না করে? অবশ্য সকলেই করে। তবে হে প্রিয়বর্গ, এই ক্ষণে বিবেচনা কর, সাংসারিক যে সুখ সে সুখ নয়, কিন্তু পারমার্থিকসুখই সুখ, তবে যদি পরমেশ্বরসুখাকাঙ্ক্ষী হও, তবে অহঙ্কারকে মনে স্থান না দিয়া কেবল নম্র হও, কেননা জগদীশ-

রারাধনার এই এক মহদুপায়, ইহা পরমেশ্বর স্বয়ং কহিয়াছেন, যে নম্রশীল লোকেরা ধন্য, যেহেতু তাহারা পৃথিবীতে অধিকার পাইবে; তাহাদের মৃদু স্বভাব প্রযুক্ত অহঙ্কারিগণের দর্প চূর্ণ করত জনগণমধ্যে শোভাবিশিষ্ট হইবে। যেমন একশত আনক অর্থাৎ ঢক্কার শব্দমধ্যে যদি অতি সূক্ষ্ম বেনুর রব হয়, তবে উগ্রস্বভাবযুক্ত যে ঢাকের শব্দ তাহাকে বেনু অতিক্রম করত স্বীয় রব নরকুলের শ্রবণে সর্ব্বত্রে প্রবেশ করাইয়া আপনি শোভা পায়; কিন্তু যদি বংশীতে নম্র স্বর না থাকিত, তবে কখন শোভা পাইত না। যেমন সুচারু কমলরহিত বারি শোভা পায় না, ও ষটপদবর্জ্জিত পদ্ম যেমন শোভা পায় না, ও গুণ২রবহীন ভৃঙ্গ যাদৃশ শোভা পায় না, তদ্রূপ নম্রশীল না হইলে মনুষ্য কখন মনুষ্যগণের মধ্যে শোভা পায় না, আর পরমেশ্বরের সমীপে অত্যন্ত ঘৃণার্হ হইয়া কালযাপন করে। তবে এই স্থানে বক্তব্য এই যে হে প্রিয়োত্তম ভ্রাতৃগণ, আমরা সংসারস্থ অত্যল্প সুখদায়ি বস্তু সকল পরিত্যাগ করিব বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত ফল ফলান কি আমাদের উচিত হয় না? হাঁ অবশ্য হয়। তবে দেখ যে পর্য্যন্ত পরম পিতার সেবারূপ ফলে ফলযুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রেই অহঙ্কার করে। যাদৃশ কদলীপুষ্পকোষ যদবধি ফলযুক্ত না হয়, তদবধি ঊর্দ্ধগামী হওত অত্যন্ত তেজ দর্শন করায়, কিন্তু ফলযুক্ত হইবামাত্রেই স্বতেজোবর্জ্জিত হইয়া নত হয়, ইহা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? অর্থাৎ সকলেই স্বীকার করিবেন; তদ্রূপ মনুষ্যেরাও জানিবেন। তবে আইস আমরা খ্রীষ্টের পদচিহ্নানুসারে গমন করি। দেখ তিনি স্বর্গীয় বৈভব সকল পরিত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতে বাস করণ সময়ে আমাদের উপকারজন্য নানা হিতজনক বাক্য শিক্ষা দিয়াছিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের দক্ষিণ কপোলে চপেটাঘাত করে, তবে তাহার প্রতি বাম কপোলও পরিবর্ত্তন কর; আর যদি কেহ তোমাদের পরিধেয় লইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে তোমাদের উত্তরীয়ও দেও। আর কেহ যদি বিবাদ করত তোমাকে এক ক্রোশ লইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার সহিত ক্রোশদ্বয় পর্য্যন্ত যাও, ইত্যাদি তিনি লোকদিগকে কেবল শিক্ষা দিতেন, তাহা নয়, বরং তিনি আপনিও পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারে রত হওত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন, এবং আমাদের জন্যে কত বার কত প্রকার লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত ও তাড়িত হওত নম্র স্বভাবে ক্রোধ না করিয়া হননকারিগণ ও তাড়নাকারিগণকে নষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সর্ব্বপিতা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, যে হে পিতঃ, উহাদের পাপানুসারে দণ্ড দিও না, কেননা উহারা কি করিতেছে তাহা উহারা জ্ঞাত নহে, অর্থাৎ কাহার প্রতিকুলাচরণ করিতেছে তাহা জানে না।, এবং খ্রীষ্টের শিষ্যবর্গও নানা সময়ে তাড়িত ও ব্যথিত ও প্রহারিত ও নষ্ট হওনকালে খ্রীষ্টের ন্যায় প্রার্থনা করিতেন। যে খ্রীষ্ট সর্ব্বাধিপতি হইয়াও নগণ্য মনুষ্যগণের পাদ

ধৌত করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় নম্র হইতে আমরা কি শিক্ষা করিব না? হাঁ অবশ্য করিব, কেননা পরমেশ্বর নম্র লোকদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন; অহঙ্কারী ফিরুশী সাহঙ্কার বাক্যে প্রার্থনা করাতে অগ্রাহ্য হইল, কিন্তু নম্র স্বরে নম্র হইয়া চণ্ডাল স্ববক্ষে করাঘাত করণানন্তর প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইল। তবে হে প্রিয়োত্তম বন্ধুগণ, আইস আমরা ত্রাণরূপ জীবন প্রাপ্তির নিমিত্তে সর্ব্বব্যাপি ও দয়ার্ণব সমীপে চূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত খ্রীষ্টের নাম করণ পূর্ব্বক যাচনীয় যাচ্ঞা করি, যেন তিনি আমাদের মনোমধ্যে সত্যময় আত্মাকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনারূপ নৈবেদ্য গ্রাহ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহের লেশাভাব।

আর দেখ, যাঁহার নিকট স্বর্গীয় দূতগণ বরং প্রধান দূতসমূহ তেজঃপুঞ্জ হইলেও স্বীয় ২ হস্তদ্বয় একত্রীভূত করত নিরন্তর প্রার্থনা করত কহিয়া থাকেন, যে শুদ্ধ, শুদ্ধ, শুদ্ধ, পরম প্রভো সর্ব্ববলেশ্বর, স্বর্গে মহিমা ও পৃথিবীতে শান্তি হউক ইত্যাদি, তিনি যে কেবল সেই দূতগণের প্রার্থনা শ্রবণ করেন তাহা নয়, বরং তিনি নরকুলের প্রতি এতাদৃশ স্নেহ করেন যে তিনি আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার পুত্রের নাম করত যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা তিনি পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আর তাঁহার নিকট গমন করিতে হইলে কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন করে না, কেবল মন দিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি গ্রাহ্য করিবেন। তাহাতে যদি কোন বালক তাঁহার রাজসিংহাসন সমীপে নত হওত, হে পিতঃ, ইত্যাকারে আহ্বান করে, তাহাতেও তিনি বিরক্ত না হইয়া সেই বালকের প্রার্থনা সফল করেন। আর দেখ, খ্রীষ্ট বালকগণকে এতাদৃশ প্রেম করেন তাহা প্রকাশ করিতে আমি নিতান্ত অযোগ্য, তিনি বালককে ক্রোড়ে করিয়া লোকগণকে শিক্ষা দিলেন, যথা, যদি তোমরা বালকের মত না হও, তবে তোমরা কখন স্বর্গাধিকারী হইবা না, ইত্যাদি নানা প্রকার আমাদের হিতজনক বাক্য ধর্ম্মগ্রন্থে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাতেও যদি আমরা নম্র না হইয়া অহঙ্কার করি, তবে আমরা কেমন করিয়া সর্ব্বসুখময় স্থানাকাঙ্ক্ষী হইতে পারি? অতএব এইক্ষণে আইস আমরা অহঙ্কার ও অহঙ্কারজনক দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর প্রার্থনাতে অনুরক্ত হই।

[কস্যচিৎ অকিঞ্চন এবং পরদুঃখে দুঃখিতজনস্য।

[মনুষ্য যেরূপ পুষ্প ভোজন না করিয়া বরং অন্ন ভোজনদ্বারা শরীরকে রক্ষা করে, তদ্রূপ রূপক কথাদ্বারা এবং সংস্কৃত কাব্যোদ্ধৃত শ্লোকের অংশদ্বারা পারমার্থিক জীবনের ও শক্তির রক্ষা ও বৃদ্ধি হয় না, কেবল ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশিত সত্য কথাদ্বারা হইতে পারে। এই কারণ "কস্যচিৎ অকিঞ্চনস্যেবং পরদুঃখেন দুঃখিতজনস্য" নিকটে সম্পাদকের এই নিবেদন, যেন তিনি ইহার পরে সকলের বোধগম্য সুস্পষ্ট পত্র লেখেন, তাহাতে সম্পাদককে চিরবাধিত করিবেন।]

পরমেশ্বরের সংকীর্ত্তনার্থে গীত।

১ কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অনাদি অনন্ত রে।
সৃজিলেন তেঁহ সবে পৃথিবী উপরে রে॥

২ ভ্রান্ত হয়ে মানবেতে না সেবিয়া তাঁরে রে।
কল্পনা করিয়া নানা দেবাদি সেবে রে॥

৩ পশুপক্ষি আদি বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া রে।
সৃষ্টিকর্ত্তার আদরেতে সম্ভাষণ করয়ে রে॥

৪ তণ্ডুলাদি ফল ফুল সংগ্রহ করিয়া রে।
অবোধ পুতুলে কহে ভক্ষণ করহ রে॥

৫ কিবাশ্চর্য্য তিমিরেতে মানব পড়েছে রে।
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্ট বস্তু বিভিন্ন না করে রে॥

৬ এই মত অজ্ঞানতায় আমরা ছিলাম রে।
ধন্য২ সর্ব্বেশ্বর দয়া যে তোমার রে॥

৭ কৃপা করে নিজ সুতে প্রেরণ করিয়া রে।
নিজজ্ঞান প্রকাশিলে জীবের নিকটে রে॥

৮ আত্মারূপী সর্ব্বব্যাপী সকলের পালক রে।
সত্য মতে আত্মাদিয়া তাঁহারে সেবিবে রে॥

৯ জ্ঞানসূর্য্যোদয় যদি ভুবনে হইয়াছে রে।
তবে কেন এখন জীব অন্ধকারে ভ্রমিবে রে॥

১০ আইস সবে সেবি এবে আপন ঈশ্বরে রে।
স্বদোষ স্বীকার করি পিতার নিকটে রে॥

১১ স্বীকার করিয়াছেন তেঁহ তোমাকে লইতে রে।
তবে কেন অকারণে নরকে যাইবে রে॥

গুরুরত্ন কেমন ধন, বুঝে দেখ দেখিরে ক্ষপা মন।
গুরু২ বলে সবে, কেবল যে ধনের লোভে।
এই যে সত্যগুরু নহে তারা দিতে তোমায় পরিত্রাণ॥

নিজে অন্ধ হইয়া তারা, করিতেছে জীবে সারা।
কেমনেতে তরিবে তারা না পাইয়া সন্ধান॥

উভয়েতে পড়িবে খাদে, নিবেদি মনের খেদে।
যীশু গুরু বিনা কেবা তোমায় পারে দিতে ত্রাণ॥

পাতকি তারিতে তিনি, যীশু কেবল গুণমণি।
প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ হইয়াছিলেন বলিদান॥

দয়াময় যীশু গুরো, ডাকিতেছেন বারম্বার।
বিনাব্যয়ে বিনামূল্যে অমৃত জল কর পান॥

পূর্ব্বপ্রকাশিত পত্রবিষয়ক সন্দেহ।

(দূরহইতে ডাকদ্বারা আনীত পত্র)

মহাশয়ের আগষ্ট মাসের পত্রিকাতে শয়তানের চাতুরীর বিষয়ে "কস্য-চিৎ অকিঞ্চন এবং পরদুঃখেন দুঃখিতজনস্য" ইতি নামাঙ্কিত এক পত্র পাঠ করিলাম। পরন্তু সেই পত্রে লিখিত কোন২ কথাতে আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, অতএব সেই সকল সন্দেহজনক কথা আপনকাকে জানাই-তেছি। উক্ত পত্রলেখক মহাশয় কিম্বা আপনকার পত্রপাঠক কোন মহা-শয় সেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিলে পরমানন্দিত হই।

মহাশয় গো, ধর্ম্মবিষয়ে কিম্বা পরলোকবিষয়ে কিম্বা ঈশ্বর অথবা শয়তানের বিষয়ে আমাদের যে সকল জ্ঞান তাহা ধর্ম্মপুস্তকমূলক। ঐ পুস্তকে উক্ত বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা স্থির, তদ্ভিন্ন মনুষ্যের কল্পিত বাক্য অস্থির ও অবিশ্বাস্য।

১। পত্রলেখক মহাশয় কহিয়াছেন যে পরমেশ্বর স্বীয় দূতগণের মধ্যে প্রধানরূপে শয়তানকে গণ্য করিতেন। এই কথা যদি ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত বাক্য হয় তবে সত্য, পরন্তু বোধ হয় তাহা কল্পনামাত্র। যদি ধর্ম্মপুস্তকেরই বটে, তবে মহাশয় যে পর্ব্বের যে পদে তাহা পাঠ করেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহাতে পাঠকগণের সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

২। মহাশয় আরো লিখিয়াছেন যে তৎপরে শয়তান পরমেশ্বরের সহিত শত্রুতাজন্য স্বর্গচ্যুত হইল। এই কথা অনেক বার শ্রুত হইলাম; আর এই কথা শুনিয়া দেবপূজক ও আমাদের ধর্ম্মনিগ্রহকারি অনেক লোক কহিয়া থাকে, যে স্বর্গ এমন পবিত্র স্থান তাহাতে পাপ কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল? এই কথা কহিতেও পারে বটে। পরন্তু শয়তান যে স্বর্গ-চ্যুত হইল এই বিষয় পত্রলেখক কি প্রকারে অবগত হইলেন? শয়তান স্বর্গেতে কখন ছিল কি না, তাহার বা কি প্রমাণ আছে? ধর্ম্মপস্তকে বুঝি এমন কোন প্রমাণ নাই। প্রেরিত পিতর লিখিয়াছেন যথা, ২ পিতর ২।৪। "ঈশ্বর পাপি দূতবর্গকে ক্ষমা না করিয়া নরকে নিক্ষেপ করিলেন।" পরন্তু এই স্থলে তাহাদের স্বর্গচ্যুত হওন বিষয়ে এক কথাও নাই। যিহূদার পত্রের ৬ পদে লিখিত আছে যথা, "যে ২ দিব্য দূত আপন ২ পদে না থাকিয়া বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল।" এই কথাতেও তাহারা যে স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়াছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই, কেননা যে বাসস্থান উক্ত পদে লিখিত আছে তাহা স্বর্গই বটে কি না, ইহার কি প্রমাণ? কেহ২ কহে যে লূক ১০। ১৮ পদে উক্ত কথার প্রমাণ হয়, যথা, স্বর্গহইতে বি-দ্যুতের ন্যায় শয়তানকে অধঃপতিত হইতে দেখিলাম। কিন্তু এই পদের এই অর্থ বোধ হয় যে বিদ্যুৎ যেমন স্বর্গ অর্থাৎ মেঘহইতে অতি বেগে পড়ে, সেই প্রকারে শয়তানের রাজ্য ও পরাক্রম অতি শীঘ্র বিনষ্ট হইবেক। যদি বল যে নরকে নিক্ষিপ্ত হওনের পূর্ব্বে শয়তানের ও তাহার

সজি দূতগণের বাসস্থান কোথায় ছিল? আমার উত্তর এই যে জানি না। ধর্ম্মপুস্তকে যাহা প্রকাশ হয় নাই, তাহা আমি সহসা বলিতে পারি না; কেবল এই জানি যে স্বর্গেতে তাহাদের বাসস্থান, এই কথা অতি অসম্ভব, যেহেতুক স্বর্গেতে পাপ প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কেননা যেমন আদমের পাপহেতুক আমাদের পৃথিবী শাপগ্রস্তা হইল, তেমন যদি স্বর্গেতে শয়তান পাপ করিত, তবে স্বর্গ কখন পবিত্র স্থানরূপে শাস্ত্রে প্রকাশিত হইতে পারিত না, অবশ্য তাহা অপবিত্র হইয়া শাপগ্রস্ত হইত; অতএব স্বর্গে শয়তানের পাপ প্রযুক্ত লেখকের বোধে কি ঈশ্বরের সিংহাসনস্থান অপবিত্র বোধ হয় না? না, যথা যিশ ৫৭। ১৫ পদ, "মহান উর্দ্ধস্থ অনন্ত কালনিবাসী ধর্ম্মস্বরূপ যিহুহ এই কথা কহেন, আমি উচ্চ ও পবিত্র স্থানে বাস করি।" অতএব শয়তান কখন স্বর্গে পাপ করে নাই।

৩। মহাশয় আরো কহেন যে বুদ্ধিহীনা অবলা স্ত্রী প্রবঞ্চিতা হইলেন। মহাশয় আমাদের আদিমাতাকে বুদ্ধিহীনা কি প্রকারে জানিলেন? পরমেশ্বর নর নারীকে শুদ্ধরূপে সৃষ্টি করিলেন, অতএব মহাশয় তাহাদের এক জনকে কেন বুদ্ধিহীনা বলেন? অনেকে স্ত্রীলোকদিগকে স্বভাবত বুদ্ধিহীনা কহে বটে, বাস্তব তাহা মিথ্যা, যেহেতুক উপদেশ বিনা যেমন পুরুষ বুদ্ধিহীন তেমন স্ত্রীজাতিও। অতএব যদি মনুষ্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে জ্ঞানবান ও জ্ঞানবতী হয়, তবে স্বয়ং ঈশ্বরের হস্তে সৃষ্ট ও উপদিষ্ট হইলে কি স্ত্রী বুদ্ধিহীনা হইতে পারে? দেখুন রুৎ ও শুনম্মিয়া ও প্রিস্কিল্লা ও ফৈবী প্রভৃতি স্ত্রীগণ স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনা নহে। তবে কি হবা স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনা ছিল? পরমেশ্বর কি তদ্রূপেই তাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন? তাহা না হউক। ইহা প্রকাশ করণেতে ঈশ্বরের অপ্রশংসা করি, কেননা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে তাহা উত্তম। এই নিমিত্তে তাহাদের উভয়কেই পৃথিবী শাসন করণের ভার দিলেন; অতএব যাহারা পৃথিবী শাসন করিল, তাহাদের এক জন কি বুদ্ধিহীনা হইতে পারে?

৪। মহাশয় আরো লিখিয়াছেন যে যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টের রক্তে বিশ্বাস করিবে, তাহার নিকট শয়তান গমন করিতে ভয় পাইবে। ইহাতে বুঝি মহাশয় অল্পকালীন খ্রীষ্টীয়ান আছেন। যদি শয়তান এমন ভয় পায়, তবে খ্রীষ্টের দাসদের নিত্য চৌকি দেওয়া আবশ্যক কি? মহাশয়ের জানিতে হয় যে তাহাদেরই নাশের জন্যে শয়তান নিত্য ২ উদ্যোগ করিতেছে। তাহাদিগকেই প্রবঞ্চনা করা তাহার নিত্য চেষ্টা। যথা, ফিল ২। ১২। ১ পিত। ৪। ১৮। ঐ ৫৮। "ভয় ও কম্পন পূর্ব্বক তোমরা আপনাদের ত্রাণ নিষ্পন্ন কর। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দুঃখভোগ করে, তাহারা তাঁহাকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞান করিয়া সুক্রিয়া করণেতে আপনাদের আত্মাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করুক। তোমরা সজ্ঞান হও ও চৌকি দেওনশীল হও, কেননা কাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারিবে, এই অন্বেষণ করত তোমাদের শত্রু শয়তান গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইতেছে।"

মহাশয় আমার এই কএক কথাতে ক্রুদ্ধ হইবেন না, বরং এই সকল

বিষয় বিবেচনা করুন। যদি আমার কথাতে ক্রোধ জন্মিয়াছে, তবে আমাকে ক্ষমা করুন; যেহেতুক আমার লিখিবার অভিপ্রায় এই যে মহাশয়েরা ধর্মপুস্তকের অতিরিক্ত কথা না লেখেন, আর যাহা লেখেন তাহা পাঠক মহাশয়দের উপকারার্থে ও জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে লেখেন ইতি।

[কস্যচিৎ পাঠকস্য।

[এই পত্রেতে সম্পাদকের ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং "কশ্চিৎ পাঠকঃ" মনোযোগ পূর্ব্বক উপদেশককে পাঠ করেন এবং যে কথা ধর্ম্ম-পুস্তকের বিপরীত বোধ হয়, তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ইহা আনন্দের বিষয়। "শয়তানের চাতুরীর" বর্ণনা সম্পাদকের রচিত নহে, তাহা কোন মান্য পত্রলেখকের রচিত। এবং সেই পত্রলেখক আপনার কথার উত্তর দেওনে আপনি সমর্থ আছেন ইহার সন্দেহ নাই, তথাপি সম্পাদকও একেবারে কোন ২ কথা লিখিতেছেন।

১। শয়তান অবশ্য ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট হওয়াতে সে সুতরাং প্রথমে পবিত্র ছিল। যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট না হইত, তবে তাহাকে দণ্ড দিতে ঈশ্বরের অধিকার হইত না।

২। শয়তান মনুষ্যহইতে প্রধান, যেহেতুক মনুষ্য অপেক্ষা তাহার অধিক বুদ্ধি ও পরাক্রম আছে, এই জন্যে সে প্রথমে দিব্য দূতগণের মধ্যে গণনীয় ছিল বটে।

৩। শয়তান ভিন্ন অন্যান্য অনেক দিব্য দূত পাপ করাতে পতিত হইয়াছে। আর শয়তান সেই সকল পতিত দূতগণের রাজা, এই জন্যে বোধ হয়, পতনের পূর্ব্বেও সেই সকলের মধ্যে তাহার অধিক প্রাধান্য ছিল।

৪। দূতগণের মধ্যে শয়তান অতি উচ্চপদান্বিত ছিল, তাহার প্রমাণ এই, যে মীখায়েল নামক প্রধান দিব্য দূত শয়তানের পূর্ব্বকালীয় উচ্চপদ প্রযুক্ত তাহার পতনের পরেও তাহার নিন্দা করিতে সাহস করিলেন না, যেমন লিখিত আছে, যথা, "এই কালের অধার্ম্মিকেরা রাজশাসন-পদকে অবজ্ঞা করিয়া উচ্চপদস্থ সকলের নিন্দা করে। মীখায়েল নামক প্রধান দিব্য দূত যে সময়ে মূসার শরীরের বিষয়ে শয়তানের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিল, তৎকালে সে তাহার বিরুদ্ধে নিন্দাযুক্ত অপবাদ না করিয়া কেবল এই কথা কহিল, 'পরমেশ্বর তোমাকে অনুযোগ করুন।' কিন্তু এই লোকেরা যাহার তত্ত্ব জানে না, তাহার নিন্দা করে।" যিহূদার পত্র ৮, ৯ পদ। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ঐ মীখায়েল সর্ব্বপ্রধান আছেন, এমন বোধ হয়, যেহেতুক তিনিই প্রধান দিব্য দূত, এবং তাঁহা বিনা ধর্ম্মপুস্তকে অন্য কোন দূতকে প্রধান দিব্য দূত বলে না। সেই মীখায়েল শয়তানের নিন্দা করিতে সাহস করিলেন না, ইহাতে বোধ হয় সৃষ্ট হওন সময়ে শয়তান মীখায়েলের ন্যায় উচ্চপদান্বিত হইল।

৫। দিব্য দূতগণের বাসস্থান স্বর্গই; কিন্তু তাঁহারা যে সর্ব্বদা স্বর্গে থাকেন, এমন নহে। এই দেশীয় যে ব্যক্তির বাটী কৃষ্ণনগরে কিম্বা বর্দ্ধমানে

আছে, সে যেমন কোন কার্য্যক্রমে কলিকাতায় কিম্বা অন্য কোন স্থানে যাইয়া কিছু কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করে, কিম্বা অনেক ইংরাজ লোক যেমন আপন জন্মভূমি ইংলণ্ড দেশ ত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মাদি করণার্থে কএক বৎসর পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে, তদ্রূপ যে দিব্য দূতগণের বাটী স্বর্গেতে, তাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কখন২ অন্যত্র বাস করিতে পারেন।

৬। বোধ হয় ঈশ্বর শয়তানকে ও অন্য২ পতিত দূতগণকে পতনের পূর্ব্বে আপন সৃষ্ট জগতের কোন২ বিশেষ স্থানে পাঠাইয়া সেই২ স্থানে ঈশ্বরীয় কর্ম্ম চালাওনের ভার দিয়াছিলেন। তাহাতে প্রথমে শয়তান অহঙ্কার প্রযুক্ত (১ তীম ৩; ৬।) সেই কর্ম্মাধ্যক্ষপদে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য২ দূতকেও তদ্রূপ অসন্তুষ্ট করিল, পরে তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপন২ বাসস্থান পরিত্যাগ করিল, এই রূপে ঈশ্বরের অনাজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার দণ্ডের পাত্র হইল। অতএব যদ্যপি স্বর্গ তাহাদের বাসস্থান ছিল, তথাপি পাপ করণ সময়ে তাহারা অন্য কোন স্থানে প্রবাসী ছিল, এমন বোধ হয়। ইহার অতিরিক্ত কথা লিখিতে সম্পাদকের অভিপ্রায় নহে।]

ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা।

এই সংসারস্থ তাবদীয় মনুষ্যগণের ধার্ম্মিক হওয়া উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই, কারণ ধর্ম্মেতে প্রবৃত্ত না থাকিলে ও পবিত্রতাহীন হইলে পরমেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হওয়া এবং মরণান্তে তাঁহার নিকটে বাস করা দুঃসাধ্য হইবে, কারণ পরমেশ্বর পবিত্র, কিন্তু মনুষ্যমাত্রই স্বভাবত অধার্ম্মিক, যেমন লিখিত আছে, সৎকর্ম্ম কেহ করে না, এক ব্যক্তিও না। এই পাপস্বভাব ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে ও সেই পথে চলিতে বিঘ্নকারী যে শয়তান ও জগৎ ও ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের বিষয়ে লিখিতে যত্ন করিব।

প্রথম বিঘ্নকারী শয়তান; তাহার চেষ্টা এই যেন কোন মতে মনুষ্যবর্গ ধার্ম্মিক না হয়। এই জন্যে সে বিস্তর পরিশ্রম করিতেছে, ও নানা প্রকার কুহক স্থাপন করিয়াছে, ও বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া সে আপনি তর্জ্জন গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, কোন মতে কাহাকে গ্রাস করিবে, এই তাহার নিত্য কর্ম্ম হইয়াছে। তাহার শক্তি সামান্য নহে, তাহার সৈন্যও অধিক, তাহার রাজ্যের পথ প্রশস্ত, তাহার অনুচরেরা বলবান, কারণ এই পৃথিবীতে যখন পাপ ছিল না ও পাপকর্ম্ম হইত না, তৎকালে

এই ব্যক্তি বহু কৌশল ও মন্ত্রণা করিয়া, যাহাতে পৃথিবী তাহার অধিকারের মধ্যে আইসে, এমত উদ্যোগ পাইতে লাগিল, এবং যে প্রকারে মনুষ্যগণ তাহার কর্ত্তৃত্বের অধীন হইবে, তাহার উপায় চেষ্টা করিল। তাহার চাতুরী বিবিধ প্রকার। সেই শয়তান প্রবঞ্চনাদ্বারা সর্পবেশ ধারণ করিয়া কুতর্কদ্বারা আমাদের আদিমাতাপিতাকে ভুলাইল, পরে ক্রমে২ বহুসংখ্যক লোকদিগকে নিজরাজ্যভুক্ত করিল; যথা ইব্রাহীমের কালে সিদোমাদি নগরে দশ জন ধার্ম্মিক মনুষ্য পাওয়া গেল না। শয়তান এই বর্ত্তমান সংসারের অধিপতি হইয়া শাসন করিতেছে, এবং মনুষ্যদের অন্তঃকরণে রাজ্য ভোগ করিতেছে; সুতরাং মনুষ্যবর্গ স্বভাবত তাহার বশতাপন্ন হইয়া তাহার সন্তোষজনক কর্ম্ম করিতেছে, তাহাতে ধর্ম্মকর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব শয়তান ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিঘ্নকারী ও প্রতিবন্ধক বটে।

দ্বিতীয় বাধাকারী জগৎ, অর্থাৎ সাংসারিক লোকসমূহ। ইহস্থিত মনুষ্যগণ এই জগতকে অত্যন্ত সমাদর করেন, ইহার বশীভূত হইয়া আপনাদের পরম লাভের প্রতি একবার চিন্তা করেন না, কেবল এই জগৎস্থ বস্তুর লোভের ও লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, কি প্রকারে এই জগতে সম্ভ্রান্ত হইবেন ও কি রূপে আপন২ অধিকার বৃদ্ধি করিবেন, এই চেষ্টাতে প্রায় সর্ব্বদা মগ্ন আছেন। জগতে সুখী হইবেন, এই আশয়ে কত শত কষ্ট সহ্য করিতেছেন; ধর্ম্মের নিমিত্তে তত কষ্ট সহ্য করা দূরে থাকুক, অতি সামান্য ক্লেশ সহ্য করিতে সম্মত নহেন; বিবিধ প্রকার পরিশ্রমদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিলেও মনে শান্তি থাকে না, বরঞ্চ ঐশ্বর্য্য যত বৃদ্ধি হইতে থাকে আশাও তত বৃদ্ধি হইতে থাকে, জগতীয় মনুষ্যের ধনতৃষ্ণা কদাচ নিবৃত্ত হয় না। সাংসারিক যশের নিমিত্তে মনুষ্যগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা যশ লাভ না করিয়া অসৎকর্ম্মদ্বারা যশ প্রাপণের বাসনা করেন। এ সংসার যে অনিত্য এবং সংসারস্থ দ্রব্যাদি যে অনিত্য, ইহা জানিয়া এ মনুষ্যগণ নিত্য সুখকে পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য সুখের নিমিত্তে শরীর ও মনকে নিযুক্ত করেন। এ সংসারে যাহারা উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন, তাহারা আপন২ পদের

গৌরব করেন, কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ পদহইতে অবসর পাইয়া লোকান্তরে গমন করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না, এবং ভ্রান্তিবশত মুক্তিপদের প্রতি মতি রাখেন না। তাহারা সাংসারিক ঐশ্বর্য্যেতে গৃহাদি পূর্ণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান বিবেচনা করেন, এবং ঐ ঐশ্বর্য্যসমূহদ্বারা ভাবি বিপদহইতে রক্ষা পাইবার আশাতে নিশ্চিন্ত থাকেন। সাংসারিক মনুষ্যগণ ধনবান ও নৃপতি ও উচ্চপদান্বিত ব্যক্তিদের সহিত সংসর্গ করিতে এবং তাহাদের অনুগ্রহ পাইতে প্রয়াস করেন, এবং সদা সর্ব্বদা জগতের অনিত্য সুখসম্ভোগে মুগ্ধ হইয়া স্মরণ করেন না, যে বহু যত্ন করিলেও চিরজীবী হইয়া ঐ সকল বিষয় ভোগ করিতে পারিবেন না। কোন ২ লোক সাংসারিক বিদ্যাতে ও জ্ঞানেতে নিপুণ হইয়া অন্য লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, ও আপনি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হয়েন; কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যদ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি না রাখিয়া অহঙ্কারপ্রযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় অস্বীকার করেন। হায়২ এবম্ভূত পাণ্ডিত্য থাকনের লাভ কি? সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে অমান্য করেন, ও তাঁহার বিধি ব্যবস্থা সকল তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করেন। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক ভয় যে জ্ঞানের আরম্ভক, তাহা সেই লোকেরা বুঝিতে না পারিবাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

তৃতীয় বাধাকারী ইন্দ্রিয়গণ, কারণ মনুষ্য পাপিত্বদশাতে পতনাবধি সৎচিন্তা করেন না, সুপথে মতি দেন না, ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল যাহাতে পরকালে মন্দ হইবে, তাহা করিতে মন দৌড়ে। তাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখিতেছি, যথা ইন্দ্রিয়াদির বশতাপন্ন হইয়া সহস্র২ লোক মিথ্যাকথা বেশ্যাগমন নরহত্যা লোভ পরদ্রব্যহরণ ইত্যাদি নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতেছেন, তাহারা ইহকালে ও পরকালে আপন২ দুষ্টতাজন্য শাস্তি পাইতেছেন ও পাইবেন। হায়২ পরদ্রব্য হরণ করিতে ও প্রতিবাসির অনিষ্ট করিতে বাসনা করেন বটে, কিন্তু আপনাদের খোদিত খাতে আপনারাই পতিত হইবেন। মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়াদির বশতাপন্ন হইয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতেছেন, যদ্দ্বারা অসংখ্য লোকের হানি

হইতেছে। জগদীশ্বর ইন্দ্রিয়াদিগণকে অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে না দিয়া সৎকর্ম্ম করণার্থে দিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যগণ আত্মঅভিমতানুসারে ইন্দ্রিয়াদিকে কুকর্ম্মে ও কুচিন্তায় নিযুক্ত করিয়া নিরর্থক কাল যাপন করিতেছে। তাহাতে পারমার্থিক চিন্তা হওয়া দুঃসাধ্য; প্রতিদিবস প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত কেবল আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে আসক্তমনা হইয়া থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি নিত্য প্রবৃত্তি জন্মে না, অতএব শয়তান ও জগৎ ও ইন্দ্রিয়গণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

তবে বন্ধুগণ, আইস আমরা ইহাদিগের অত্যাচার দেখিয়া ও শুনিয়া সতর্ক হই, এবং শয়তান ও জগৎ ও ইন্দ্রিয়াদির বশতাপন্ন না হইয়া সভয়ে পরমেশ্বরের সেবা করি, এবং সময় থাকিতেং পরিত্রাণের কার্য্য সাধন করি, এবং যিনি নরলোকের উদ্ধারজন্য নরবপু ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইলেন না, সেই শুদ্ধ মনুষ্য ও ঈশ্বর খ্রীষ্টের অনুগামী হইতে যত্নশীল হই।

[শ্রী সূর্য্যমোহন দে।

সমাচার।

১। স্কটলণ্ড দেশে শ্রীযুক্ত ডাক্তর চাল্‌মর্স সাহেব মরিয়াছেন; আমাদের এই বর্ত্তমান কালে তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও সুবক্তা ও বিদ্যাবান্ সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোক আছে। যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহার পূর্ব্বদিনে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুস্থ ছিলেন, সকলের এমন বোধ ছিল। এবং তিনি মরিয়াছেন, ইহা প্রাতঃকালে প্রথমে কেহ জানিতে পারিলেন না, পরে বেলা হইলেও তিনি বেড়ান না, ইহাতে সন্দেহ জন্মিলে কোন কেহ তাঁহার শয়নাগারে গিয়া দেখিল তিনি শয্যাতে বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার গাত্র শক্ত ও শীতল হওয়াতে তিনি মরিয়াছেন, ইহা সপ্রমাণ হইল।

তাহার তিন মাস পূর্ব্বে সুইৎসর্লণ্ড দেশে রোষা নামক অতি ধার্ম্মিক এক ধর্ম্মোপদেশকের মৃত্যু সেই প্রকারে হইয়াছিল। তিনি বৈকালে উপদেশ করিবেন, এমত বোধ করিয়া তাঁহার মণ্ডলীর লোক নিয়মিতরূপে একত্র হইয়া তাঁহার আগমনের অপেক্ষাতে ছিল; পরে অনেক বিলম্ব হওয়াতে এক জন তাঁহার কুঠরীতে গিয়া দেখিল, তিনি বিশ্রামার্থে শয্যাতে পড়িয়া সকলের অজ্ঞাতসারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন উইনে নামক ঐ সুইৎসর্লণ্ড দেশীয় অন্য এক অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশকও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

২। "হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক বিচার," এই নামে অতি উত্তম পুস্তক ইং-রাজি ভাষাহইতে ভাষান্তরীকৃত হইয়া শ্রীরামপুরে ছাপান হইয়াছে; তাহা পাঠ করিলে এ দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক সকলের বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ হইবে। তাহার মুল্য অতি অল্প।

বচনমালা।

যাহারা বড় জাহাজে উঠিয়া লবণসমুদ্রে যাত্রা করে, তাহাদিগের মিষ্ট জল সঙ্গে লওয়া অতি আবশ্যক, কারণ সমুদ্রের জল লবণাক্ত হওয়াতে তাহাদ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। এই জন্যে প্রত্যেক জাহাজে মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ কাষ্ঠময় পাত্র কিম্বা লৌহময় জলাশয় থাকে, তাহাতে যদি নাবিকেরা গন্তব্য স্থানে শীঘ্র পঁহুছে, তবে তাহাদের তৃষ্ণাতে ক্লেশ হয় না; কিন্তু যদি অধিক বিলম্ব হয়, তবে জল ফুরিয়া যাইবে এমন ভয় জন্মে। সেই ভয়ে জাহাজস্থ লোকদের মধ্যে জল পরিমাণদ্বারা বিভক্ত হয়। যে জল আছে, তাহা বাড়িবে না, ইহা সকলে জানে; আর প্রতিদিন সেই জলের ব্যয় হইতেছে; সকল ব্যয় হইলে আমরা নিরুপায় হইয়া মরিব, ইহা বলিয়া তাহারা জলের অপব্যয় কোন মতে করে না। ভাল, এই সংসাররূপ সমুদ্রে দেহরূপ নৌকারূঢ় হইয়া যাত্রা করিতেছি যে আমরা, আমরা প্রতিদিন আপন২ আয়ুরূপ জলের কিছু২ ব্যয় করিতেছি। যদি আমরা তাহার অপব্যয় করি, তবে সকলই ফুরাইলে শেষে আমাদের উপায় কি হইবে? অবশ্য নিরুপায় হইয়া নরকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অসীম ক্লেশ পাইব।

এক লতা কোন তালবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহার মস্তক পর্য্যন্ত উঠিল; পরে তালবৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল, ওগো, তোমার কত বয়স? সে উত্তর করিল, আমার এক শত বৎসর বয়স হইতে পারে। লতা বলিল, বাপরে, এত বৎসরের মধ্যেও তুমি বড় হইতে পার নাই? দেখ, তোমার বয়সের যত বৎসর, আমার বয়সের তত দিন না হইলেও তোমার যে উচ্চতা, তাহা আমিও পাইয়াছি। তালবৃক্ষ কহিল, তাহা আমি জানি; আমার বাল্যকালাবধি প্রতি বৎসর তোমার তুল্য আত্মাভিমানী কোন২ লতা আমা দিয়া উঠে; তাহাদের ন্যায় তুমিও ম্লান হইবা।

আপন বালকের পরিত্রাণের চেষ্টা করা যদি মাতার উচিত না হয়, তবে কাহার উচিত হইতে পারে? অন্য সকলে নির্দ্দয় হউক, তথাপি আমি আপন বালকের প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথ দেখাইব।

পরের অপরাধ ক্ষমা করা কি প্রকার? এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে কোন অন্ধ বালক উত্তর করিল, তাহা পদতলে দলিত পুষ্পের সুগন্ধস্বরূপ

উপদেশক।

আক্‌টোবর ১৮৪৭ (১০) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৭। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ ঈশ্বরদত্ত ইহার প্রমাণ।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যেমন ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্তভাগও ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইল, ইহার প্রমাণ এই২।

১। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে প্রকাশিত ঈশ্বরের স্থাপিত যে পুরাতন নিয়ম তদপেক্ষা নূতন নিয়ম শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক ঐ পুরাতন নিয়ম অল্প-কালস্থায়ী, নূতন নিয়ম অনন্তকালস্থায়ী। পুরাতন নিয়মদ্বারা মনুষ্যের পাপস্বভাব ও দণ্ডনীয়তা প্রকাশ পায়, নূতন নিয়ম পরিত্রাণ ও স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায় যোগাইয়া দেয়। পুরাতন নিয়ম কেবল যিহূদি জাতির জন্যে স্থাপিত হইয়াছিল, নূতন নিয়ম তাবৎ মনুষ্যজাতির জন্যে স্থাপিত হইল। ঐ পুরাতন নিয়মসম্বলিত ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইল, তবে নূতন নিয়মসম্বলিত ধর্ম্মপুস্তক কি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইবে না? "দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করণ সেবার যে তেজঃ, তদপেক্ষা পুণ্য "প্রকাশ করণ সেবার তেজঃ কি গুরুতর হইবে না? যাহার লোপ হইবে, "তাহা যদি তেজোময় হইল, তবে যাহা চিরস্থায়ী, তাহা অবশ্য ততো-"ধিক তেজোময় হইবে।" ২ কর ৩; ৯, ১১।

২। যীশুর প্রেরিতেরা বাক্যের দ্বারা যে সকল উপদেশ দিতেন তাহা ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া গেল; তবে পত্র কি গ্রন্থলেখন-দ্বারা তাঁহারা যে২ উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ কি ঈশ্ব-রীয় হইবে না? জিহ্বাগ্রস্থিত যে কথা কেবল এক কালের শ্রোতাদের কর্ণগোচরে কহা গেল, এবং যে কথা লিখিত হওয়াতে তাবৎ কালের পাঠকদিগকে জ্ঞাপিত হইয়াছে, প্রেরিতদের এই দুই প্রকার কথার মধ্যে কোন কথা শ্রেষ্ঠ? অবশ্য ইহাদের একাপেক্ষা যদি অন্য কথা শ্রেষ্ঠ "হয়, তবে জিহ্বাগ্রে স্থিত কথাপেক্ষা লিখিত কথা শ্রেষ্ঠ হয়। "অন্ধকা-"রের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ পাইতে আজ্ঞা দিলেন যে ঈশ্বর, তিনি যীশু "খ্রীষ্টের মুখে প্রকাশিত যে ঈশ্বরের মহিমাযুক্ত জ্ঞানরূপ তেজ, তাহা "দেখাইবার জন্যে আমাদের মনের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন।" ২ কর ৪; ৬। পৌলের এই কথা কি কেবল উপদেশেতে ফলিল? কিম্বা পত্রাদিতে লিখিত প্রসঙ্গেতেও ফলিল?

আরও পিতরের এই বচন অতি মনোযোগের যোগ্য, যথা, "তোমরা "যদ্যপি এই সকল কথা জ্ঞাত হইয়া আপনাদের নিকটে বিদ্যমান সত্য "ধর্ম্মে সুস্থির আছ, তথাচ তোমাদিগকে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করাইতে "আমি আলস্য করিব না। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে যেরূপ "জ্ঞাত করিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র আমাকে এই শরীররূপ তাম্বু ত্যাগ "করিতে হইবে, ইহা জানিয়া যদবধি এই তাম্বুতে থাকি, তাবৎ তোমাদি- "গকে স্মরণ করাইয়া প্রবৃত্তি দিতে আমি বিহিত বুঝিতেছি; আর আ- "মার পরলোকপ্রাপ্তির পরেও ইহা যেন সর্ব্বদা তোমাদের স্মরণে থাকে, "এমন উপায় করিতে যত্ন করিতেছি।" ২ পিতর ১; ১২-১৫। আরও যথা, "হে প্রিয়বর্গ, তোমরা যেন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্য, "ও ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রেরিত যে আমরা, আমাদের আজ্ঞা স্মরণ কর, এই "জন্যে আমি পত্রদ্বয়দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া তোমাদের সরল মনকে "প্রবৃত্তি দিতে তোমাদের প্রতি এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলাম।" ২পি ৩;১,২।

৩। ঈশ্বর যদি প্রেরিতদের পত্রাদি গ্রন্থদ্বারা নূতন নিয়ম বিষয়ক সপ্রমাণ জ্ঞান না যোগাইয়া কেবল তাঁহাদের প্রমুখাৎ সেই জ্ঞান যোগাই- তেন, তবে প্রেরিতদের সময়ে বর্ত্তমান লোক ব্যতিরেকে অন্য কোন২ লোক পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান পাইতে পারিত না, যেহেতুক পুরুষপরম্প- রাগত মুখের বাক্য সপ্রমাণ জ্ঞানের উপায় নহে, ইহা সকলে জানে; কেবল লিখিত কথাই পুরুষপরম্পরার নিকটে থাকিলে সপ্রমাণ জ্ঞানেরই উপ- যুক্ত উপায় হয়। অতএব যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের উপদেশাদি ধর্ম্মকথা সকল যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে লিখিত হয় নাই, তবে সর্ব্বকালীয় ও সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে ঐ ধর্ম্মকথাদ্বারা পরিত্রাণের পথ দেখাইতে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা নিষ্ফল হইল।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে যে সকল গ্রন্থ ও পত্র আছে, তাহার মধ্যে মার্ক ও লূকরচিত তিন পুস্তক ব্যতিরেকে অন্য সকল গ্রন্থ ও পত্র যীশুর প্রেরিতদের দ্বারা রচিত হওয়াতে ঐ তিন পুস্তক বিনা অন্য কোন গ্রন্থ বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে না। এবং উক্ত মার্কের ও লূকের তিন গ্রন্থও যে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, ইহার প্রমাণ এই। লূক যখন সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়া লেখেন, তখন পৌলের সঙ্গী ছিলেন; তাহাতে তিনি পৌলের অনুমতিদ্বারা তাহা লিখিয়া দিলেন, এবং পৌল তাহা দেখিয়া সপ্রমাণরূপে স্বীকার করিলেন, এমন সাক্ষ্যও প্রথমা- বধি দত্ত হইয়া আসিতেছে। আর মার্ক আপন সুসমাচার পিতরের আদেশানুসারে লিখিলেন, এমত সাক্ষ্যও আছে। আর ঐ তিন পুস্তক লিখিত হওনের পরে যোহন অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিলেন, তা- হাতে ঐ তিন পুস্তক যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত না হইত, তবে যোহন অবশ্য তাহা প্রকাশ করিতেন, এবং প্রকাশ করিলে তাঁহার শিষ্য যে পলুকার্প ও সেই পলুকার্পের শিষ্য যে ইরীনায়, ইহারা এবং তৎকা- লের অন্য সকল খ্রীষ্টীয়ান লোক ঐ তিন পুস্তক কখনো ঈশ্বরের আ-

বির্ভাবে দত্ত পুস্তকের ন্যায় গ্রাহ্য করিতেন না। ইহার প্রমাণ এই যে তাহারা অন্য২ অনেক পুস্তক অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৫। প্রেরিতদের পত্রাদি গ্রন্থসংগ্রহ যে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তকের এক অংশ ইহার প্রমাণ পিতর দিয়াছেন, যথা, "আমাদের প্রিয় ভ্রাতা যে পৌল, "সেও আপনার প্রতি ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানানুসারে তোমাদের প্রতি এমত লিখি- "য়াছে। এবং এই প্রকার কথা তাহার সকল পত্রেতেও কহে; তাহাতে "অনেক কথা দুর্গম্য হওয়াতে, যাহারা অশিক্ষিত ও চঞ্চল, তাহারা আ- "পনাদের বিনাশার্থে অন্য২ শাস্ত্রীয় বচনের ন্যায় তাহারও অর্থান্তর "করে।" ২ পিতর ৩; ১৫, ১৬।

অতএব পৌল ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আদি ও অন্ত দুই ভাগশুদ্ধ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের পক্ষে সত্য হয়, যথা, "ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এবং ঈশ্বরের সেবক যাহাতে "সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এমন উপদেশে ও "অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।"

৮। সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত ইহার নানাবিধ প্রমাণ।

ইহার পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, ইহার অন্য২ প্রমাণও আছে, তাহার কিঞ্চিৎ২ লেখা যাইতেছে।

১। নানা রাজ্যের নানা লোক ও স্থান ও রাজ্যনীতি বিষয়ে যে সকল ইতিহাস ও কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার মধ্যে একটি কথা যে ভ্রান্তির কথা, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মপুস্তকে অনেক দেশীয় অনেক লোকের ও স্থানের কথা আছে অর্থাৎ কিনান্ ও মিসর ও আরব ও সুরিয়া ও মিসপতামিয়া ও বাবিল ও পারস ও ক্ষুদ্র আশিয়া ও গ্রীস ও ইতালি ইত্যাদি নানা দেশের নানা লোকের ও স্থানের কথা আছে, কেবল এক সময়ের কথা তাহা নহে, চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে নানা সময়ের কথা আছে। ঐ সকল দেশের পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতি এখনও দেখিলে ধর্ম্মপুস্তকের বিশ্বসনীয়তা প্রকাশ পায়; এবং কোন২ নগর এখনও আছে, অন্য২ নগর উচ্ছিন্ন হইলেও তাহার গাঁথনির ভিত্তিমূলাদি কাঁৎড়া এখনও দৃশ্য হয়। আর ঐ সকল দেশাদির বিষয়ে যে বিশ্বসনীয় ইতিহাস দেবপূজক গ্রন্থরচকেরা লিখিয়াছে, তাহা এখনও উপস্থিত আছে। ধর্ম্মপুস্তক যদি কেবল মনুষ্যের জ্ঞানানুসারে লিখিত হইত, তবে ঐ সকল দেশাদির বৃত্তান্তে নানা ভূল আছে, ইহার প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যাইত, কারণ মনুষ্যদের মধ্যে যাহারা পুরাবৃত্ত লিখিয়াছে, তাহারা অতি মনোযোগী হইলেও নানা ভূলের কথা লিখিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের কথার মধ্যে একটি ভূল আছে, এমত প্রমাণ অদ্য পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অনেক কথার বিষয়ে অনেক লোক নানা সন্দেহ করিয়াছে, কিন্তু দেশভ্রমণ ও পুরাবৃত্ত অধ্যয়-

নাদি উপায়দ্বারা জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য তত বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ও মহান উভয় প্রকার অসংখ্য ২ কথা যিনি সত্যরূপে লিখিয়া দিয়াছেন, তিনি মনুষ্য নহেন, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা সপ্রমাণ। উক্ত কথার কোন ২ উদাহরণ।

অতি পূর্ব্বসময়ে মনুষ্যেরা বাবিল নগরেতে অত্যন্ত উচ্চ এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়া প্রস্তরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ও চূণের পরিবর্ত্তে শিলাজতু অর্থাৎ মেট্‌্যাটেল ব্যবহার করিয়াছিল। সেই উচ্চগৃহ অনেক ২ বৎসরাবধি পতিত হইলেও তাহার পতিত খণ্ডরাশি এখনও পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া দৃশ্য হয়, এবং যাহাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এমত শিলাজতু ও ইষ্টক এখনও সেই খণ্ডরাশিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অতিশয় পুরাতন প্রযুক্ত তাহা রৌদ্রদ্বারা কিম্বা অগ্নিদ্বারা কাঁচের ন্যায় শক্ত হইয়াছে।

যাজকদের ভূমি ব্যতিরেকে মিসরদেশের অন্য সকল ভূমি রাজার হওয়াতে যাজক বিনা অন্য সকল প্রজা রাজাকে কররূপে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের পঞ্চমাংশ দিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বকালীয় ইতিহাসলেখকেরা কহিয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ কেবল মুসা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ যূষফের পরামর্শানুসারে তৎকালীয় রাজা এই নিয়ম করিয়া আপন প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে শস্যাদি খাদ্যদ্রব্য দিয়াছিল, ইহা মুসা কহিয়াছেন।

সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামের সময়ে শীশক নামে মিস্রীয় রাজা যিরূশালম নগর আক্রমণ করিয়া যিহূদীয় লোকদিগকে পরাজয় করিয়াছিল, ইহা যেমন ধর্ম্মপুস্তক কহে, তদ্রূপ মিসরদেশে অতি পূর্ব্বসময়ে প্রস্তরে লিখিত ছবিও প্রকাশ করে। সেই ছবি অল্প বৎসর হইল ভূমি খননদ্বারা প্রথম বার পাওয়া গেল, এবং তাহার নীচে অন্য ২ শব্দের মধ্যে শীশক ও যিহূদী এই দুই নাম লিখিত আছে।

এই ২ প্রকার অসংখ্য প্রমাণদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সকল ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র কথাও যে সত্য ইহা প্রকাশ পায়। এবং এক কথাও সত্য নহে, এমত প্রমাণ দিতে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ পারক হয় নাই।

২। পদার্থ বিষয়ক যে ২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার মধ্যেও একটি কথা যে মিথ্যা এমন প্রমাণ কেহ দিতে পারে না। ইহার দুই এক উদাহরণ লিখি।

পূর্ব্বকালীয় সকল পণ্ডিত লোকেরা তারাগণের বিষয়ে ইহা বোধ করিয়াছিল, যে তারা গণনা করিতে অতি কঠিন নহে, যেহেতুক তাহাদের সংখ্যা কেবল ৫০০০। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তারাগণকে গণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য; এবং সম্প্রতি জ্যোতির্ব্বেত্তা সকলও দূরবীণাদি যন্ত্রদ্বারা এমত প্রমাণ পাইয়া ইহা স্বীকার করিতেছে।

যিহোশূয়ের সময়ে যখন সূর্য্যের গতি কিছু কাল পর্য্যন্ত ব্যাঘাত পাইল, তখন সূর্য্যের সহিত চন্দ্রও স্থির হইয়া রহিল, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়ের দিবসিক গতির এক কারণ

অর্থাৎ পৃথিবীর দিবসিক গতি; অতএব সূর্য্য যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তবে সেই সময়ে চন্দ্র দৃশ্য হইলে সুতরাং তাহাও দাঁড়াইয়া থাকিবে।

৩। ধর্ম্মপুস্তকের রচনাকর্ত্তা সকল যে সরলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন মনুষ্যেতে সম্ভবে না, তাহা কেবল ঈশ্বরীয় আদেশের ফল হইতে পারে।

যাঁহাদের দ্বারা ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ইস্রায়েলীয় লোক ছিলেন, এবং তাঁহারা যদি ঈশ্বরের আদেশানুসারে না লিখিতেন, তবে আপন জাতির প্রশংসা অবশ্য করিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া, আমাদের জাতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র, ইহা জ্ঞাত হইয়াও আপন স্বজাতীয়দের অবাধ্যতা ও দুষ্টতা অতি সপষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিকন্তু নোহ, ইব্রাহীম্, ইস্‌হাক, যাকূব্, মূসা, হারোণ, দায়ূদ, সুলেমান্, হিষ্কিয়, যোশিয়, পিতর, যোহন প্রভৃতি যে২ সাধু লোকের প্রশংসা ধর্ম্মপুস্তকে করা যায়, তাঁহাদের পাপকর্ম্মও অতি সপষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, এবং সেই পাপকর্ম্মের যে দণ্ড তাঁহারা পাইলেন, তাহার বিবরণও লিখিত আছে। ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত না হইত, তবে তাঁহাদের সেই২ ঘৃণার্হ পাপের বৃত্তান্ত লিখিত হইত না, এবং সেই পাপ প্রযুক্ত তাঁহারা যে দণ্ডনীয় হইয়াছিলেন, ইহাও প্রকাশ করা যাইত না। আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ে যাহারা কোন২ ধার্ম্মিক লোকের চরিত্র লেখে, তাহারা তাহার দোষ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকে তদ্রূপ না করিয়া, অতি ধার্ম্মিক লোকও পাপী হওয়াতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারে না, ইহা সকলকে জানাইয়াছেন।

৪। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের আদেশে লিখিত হইয়াছে, ইহার আর এক প্রমাণ সেই ধর্ম্মপুস্তকের সকল ভাগের আশ্চর্য্য ঐক্য।

ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল যে এক ব্যক্তিদ্বারা, কিম্বা এক দেশে, কিম্বা এক সময়ে রচিত হইয়াছিল এমন নহে। মূসা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়াছিলেন, এবং যোহন প্রেরিত খ্রীষ্টের জন্মের এক শত বৎসর পরে মরিলেন, তাহাতে সেই দুই জনের মৃত্যুর মধ্যে পনেরো শত পঞ্চাশ বৎসর অন্তর ছিল। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের প্রথম পাঁচ গ্রন্থ মূসাদ্বারা লিখিত হয়, অন্য সকল গ্রন্থ তাহার মৃত্যুর পরে স্থান ও সময় ভেদে নানা লোকদ্বারা রচিত হয়। তদ্রূপ অন্তভাগের সকল গ্রন্থ স্থান ও সময়ভেদে নানা লোকদ্বারা লিখিত হয়, সকলের শেষে যোহন প্রেরিত তাহার কোন২ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থরচকদের মধ্যে কেহ আরব দেশে, কেহ বা বাবিল দেশে, কেহ বা ইস্রায়েল দেশে, কেহ বা ইতালি দেশে, কেহ বা অন্য স্থানে বাস করিতেছিলেন। কেহ রাজা ছিলেন, কেহ বা কারাবদ্ধ ছিলেন, কেহ পণ্ডিত কিম্বা যাজক ছিলেন, কেহ বা অজ্ঞান গোরক্ষক কিম্বা মৎস্যধারী

ছিলেন, কেহ রাজমন্ত্রী ছিলেন, কেহ বা সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু এমন স্থানভেদ ও সময়ভেদ ও অবস্থাভেদ হইলেও তাহাদের গ্রন্থ সকলের অতি আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। ঈশ্বরের স্বভাব ও ধর্ম্ম ও গুণ ও আজ্ঞা এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও স্বাভাবিক দুষ্টতা, এবং মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের কৃত উপায়, ইহা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাহাদের সম্যক ঐক্য আছে। তাহার কারণ কি? কারণ এই, সেই গ্রন্থরচকেরা আপন ২ জ্ঞানানুসারে না লিখিয়া এক ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৫। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত, ইহার অন্য প্রমাণ তম্মধ্যে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্য সকল।

কেবল সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভাবিঘটনা জানেন। এবং তিনি যদি কোন মনুষ্যকে ভাবিঘটনার জ্ঞান প্রদান করেন, তবে সেই মনুষ্যও তাহা জানিতে পারে, নতুবা তাহা মনুষ্যের জ্ঞানবহির্ভূত থাকে। কিন্তু কালক্রমে যাহা ২ ঘটিবে, এমন অনেক ঘটনার কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, আর সেই সকল ভাবিবাক্যের মধ্যে অনেক বাক্য ফলদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং হইতেছে, অবশিষ্ট সকল ইহার পরে সপ্রমাণ হইবে।

যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন, তাঁহারা এমত অনেক ২ ভবিষ্যদ্বাক্যের উদাহরণ আপনারা জ্ঞাত আছেন, এই জন্যে আমরা তাহার অনেক উদাহরণ প্রকাশ করিব না। ক্ষুদ্র ঘটনা বিনা যে সকল ভাবিঘটনার কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার মধ্যে এই ২ প্রকার ঘটনা প্রধান। ১, ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও স্বভাব ও কর্ম্ম ও দুঃখভোগ ও মৃত্যু ও উন্নতি ও মহিমা। ২, ইস্রায়েল লোকদের কিনান্ দেশের অধিকারপ্রাপ্তি ও তাহাদের অনাজ্ঞাবহ হওন ও পরদেশে ছিন্নভিন্ন হওন, ও শেষকালে পুনরায় অনুগৃহীত হওন। ৩, চারি প্রধান রাজ্যের উৎপত্তি। ৪, মিসর ও ইদোম ও বাবিল প্রভৃতি নানা দেশের ও স্থানের ভাবিদুঃখ ও সর্ব্বনাশ। ৫, ভাক্ত খ্রীষ্টের বর্ণনা। ৬, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি।

এই ছয় স্থলে এবং অন্য ২ নানা স্থলে যে ভাবিঘটনার কথা লিখিত আছে, তাহা এমন আশ্চর্য্য যে মনুষ্যেতে সম্ভবে না, ঈশ্বরের আদেশ বিনা ঐ সকল কথা জানাইতে কাহারো সাধ্য ছিল না। ঐ সকল কথা যে সত্য তাহা যিহূদী লোকদের ও বাবিল ও নিনিবী নগরের ও মিসর ও ইদোম ও কিনান্ দেশের ও রোমান কাথলিক মতাবলম্বিদের বর্ত্তমান কালীয় অবস্থা বিবেচনা করিলে এখনও প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

৭। মনুষ্যের যে বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে তাহাদ্বারাও ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

মনুষ্য যেমন আপন চক্ষু আপনি দেখিতে পারে না, কেবল কোন দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তদ্রূপ সে আপনাহইতে আপন মনকে জানিতে পারে না, কেবল ধর্ম্মপুস্তকরূপ দর্পণে তাহার গুপ্ত ভাবের বর্ণনা দেখিলে তাহা বুঝিতে পারে। যে মনুষ্য জ্ঞান-

শক্তিদ্বারা সর্ব্বপ্রাণি অপেক্ষা উত্তম হয়, সে পাপদ্বারা সর্ব্বপ্রাণি অপেক্ষা অধমও হয়, কিন্তু এক মনুষ্যেতে উত্তমতা ও অধমতা যে কারণ মিলে, সেই কারণ তাহার নিজ বোধের অগম্য হইলেও ধর্ম্মপুস্তকে নির্ণীত হইয়াছে। আর মনুষ্যমাত্র জন্মকালাবধি অপ্রতিকার্য্য পাপরোগে রোগগ্রস্ত আছে, ইহার অসংখ্য প্রমাণ থাকিলেও ধর্ম্মপুস্তক ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়-দ্বারা জানা যায় না, যেহেতুক সকলে অহংকারে মোহিত হইয়া আপন২ পাপকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া আপনাদিগকে গুণবান্ বোধ করে। আর প্রতিমাপূজাহইতে যে২ ঘৃণার্হ পাপ জন্মে, তাহার এমত স্পষ্ট বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে পাওয়া যায়, যে নানা সময়ে নানাদেশীয় দেব-পূজকেরা সেই বর্ণনা দেখিয়া বলিয়াছে, এই আধুনিক গ্রন্থ, ইহা আমাদেরই নিন্দা করণার্থে আমাদের এই দেশনিবাসি কোন লোককর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিবে, যেহেতুক আমাদের আচরণ আপনি না দেখিলে কোন মনুষ্য তাহার এমন প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারিত না। অতএব মনুষ্যের মনের যে গুপ্ত ভাব আপনি মনুষ্যের বোধগম্য হয় না, তাহা যে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুস্তক অন্তর্যামি ঈশ্বরের আদেশে লিখিত বলিতে হয়।

৮। ঈশ্বরের যে বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা তাঁহার যোগ্য হওয়াতে ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহার প্রমাণ দেয়।

নানা দেশীয় পণ্ডিতেরা নানা সময়ে ঈশ্বরের নানা বর্ণনা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক জনও তাঁহার যোগ্য বর্ণনা লিখেন নাই। তিনি যে পবিত্র আছেন,ইহা তাহারা প্রায় জ্ঞাত ছিলেন না। এবং তিনি যে সক-লের প্রতি মনোযোগ করিয়া ন্যায্যরূপে জগতের শাসন করেন, ইহাও তাঁহারা বুঝেন নাই। কেহ২ বলে ঈশ্বর নির্গুণ, কেহ বা বলে তিনি নিঃ-ষ্কর্ম্মে থাকেন, কেহ বা বলে তিনি ন্যায্যরূপে জগতের শাসন না করিয়া মনুষ্যদের অদৃষ্টানুসারে তাহাদের সুখ কি দুঃখ ঘটান। এবং তিনি ন্যায্য বিচারকর্ত্তা হইলে কেমন করিয়া পাপের মার্জ্জনা করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারক হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের যে বর্ণনা ধর্ম্ম-পুস্তকে লিখিত আছে তাহা তাঁহারই যোগ্য বটে, মনুষ্যের মন এমন সাক্ষ্য দিলে দিতে পারে; যেহেতুক সেই ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ও পাপের প্রতি ক্রোধ ও পাপি মনুষ্যের প্রতি দয়া, এই সকল প্রকাশ পায়, তাহাতে সূর্য্যকে দেখিবামাত্র যেমন তাহার তেজ বোধ-গম্য হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ঈশ্বরের বর্ণনা জ্ঞাত হইবামাত্র সেই বর্ণনার সত্যতা বোধগম্য হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয়মিশ্রিত ভক্তি ও ভরসাযুক্ত প্রেম জন্মে। এমন যদি হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের রচনাকর্ত্তৃগণ কেমন করিয়া ঈশ্বরের এমত বর্ণনা লিখিতে সমর্থ হইলেন? তাঁহারা অবশ্য ঈশ্বরের আদেশদ্বারা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৯। ধর্ম্মপুস্তকের অভিপ্রায় ঈশ্বরের যোগ্য, এই লক্ষণদ্বারাও তাহা যে ঈশ্বরদত্ত এমত বোধ হয়।

মনুষ্য যেন পবিত্র হইয়া ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, ইহার চেষ্টা করা ঈশ্বরের যোগ্য বটে। এবং ধর্ম্মপুস্তকেরও সেই অভিপ্রায়, ফলতঃ মনুষ্যমাত্র আপনাকে পাপী জানিয়া যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, এবং পাপ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইয়া ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়, এই ধর্ম্মপুস্তকের সার। সকল মনুষ্য যদি ধর্ম্মপুস্তকের কথা মানে, তবে সকলে নম্র হইয়া পাপহইতে ভীত হইবে, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে পরস্পরের সহিত ন্যায় ও প্রেমব্যবহার করিবে, এবং ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল পাইবে। অন্য কোন শাস্ত্রের কথা মানিলে সেই ফল সকলের হয় না।

১০। ধর্ম্মপুস্তক সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও জ্ঞানদায়ক, এই প্রমাণ দ্বারাও ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

অন্য যত শাস্ত্র আছে সেই সকল কেবল পণ্ডিতের বোধগম্য, সামান্য লোকদের বোধগম্য নহে, এবং সামান্য লোক সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করণের অনুমতিও পায় না। ঈশ্বরদত্ত যে ধর্ম্মপুস্তক তাহা পণ্ডিত লোকদের ব্যবহৃত শৃঙ্খলমতে লিখিত হয় নাই, এবং কেবল জ্ঞানি লোকদের মঙ্গলার্থেও লিখিত হয় নাই। বরং অজ্ঞান লোক ও বারো বৎসরের বালকেরাও তাহার সারকথা সহজে বুঝিতে পারে। আর তাহার মধ্যে ইতিহাস ও দৃষ্টান্তকথা ও পত্রমালা ও বচনমালা ও গীত প্রভৃতি নানা প্রকার রচনা আছে। তাহাতে সকল প্রকার পাঠকের মনোরঞ্জন হয়। ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা অতি সহজ হইলেও তাহার মধ্যে অনেক কঠিন কথাও আছে, তাহাতে যে পুস্তকের অর্থ অতি অজ্ঞান লোকেরও বুঝিতে সুগম, সেই পুস্তকের অর্থ অতি জ্ঞানবানেরও দুষ্প্রাপ্য হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহা অনেকবার মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি পুনঃ২ তাহা পাঠ করিলে পুনঃ২ নূতন বচনরত্ন প্রাপ্ত হইবে।

১০। ধর্ম্মপুস্তকের রচনাদ্বারা তাহা ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

এই বিষয়ে বিস্তর কথা কহা অনাবশ্যক। ধর্ম্মপুস্তকের সকল স্থানে সুবক্তৃতা প্রকাশ পায় তাহা আমরা বলি না। কিন্তু তাহার অনেক স্থানে অতি অল্প কথাদ্বারা নানা ঘটনাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা করা যায়, এবং অতি অল্প শব্দদ্বারা অতি গুরুতর নীতিবাক্য অনায়াসে সকলের বোধগম্য হয়। মনুষ্যজ্ঞানানুসারে রচিত কোন গ্রন্থই এমন বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয় নাই।

১১। ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে মনুষ্যবিশেষের যে বিশেষ ভাব, তাহাদ্বারাও তাহা ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

দুষ্ট লোক সকল ধর্ম্মপুস্তক ঘৃণা করে কিম্বা ভয় করে, ভাল মনুষ্য বিনা কেহ তাহা ভাল বাসে না, আর যে ভাল লোকেরা তাহা ভাল বাসে তাহারা তাহা অতি বহুমূল্য জ্ঞান করে। অন্য যত শাস্ত্র আছে সেই সকল শাস্ত্র মানিয়া বার২ মনোযোগ পূর্ব্বক যে পাঠ করা তাহা পাঠকের

সদাচরণের প্রমাণ হয় না, এবং পাঠ না করা কদাচরণের প্রমাণও হয় না। হিন্দুলোকদের মধ্যে যাহারা হিন্দু শাস্ত্র মানিয়া বার ২ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা ভাল ও দুষ্ট দুই প্রকার লোক হইতে পারে, এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কুরান পাঠ করিয়া থাকে তাহারাও ভাল ও মন্দ দুই প্রকার লোক হইতে পারে, কারণ ঐ সকল শাস্ত্র মানিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেও দুষ্ট লোকের মনেতে পাপহইতে ভয় জন্মে না। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপস্তক মানিয়া মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে পাপি লোকের মনেতে ভয় জন্মে, এই জন্যে খ্রীষ্টীয়ান নামধারী যত লোক পাপেতে রত আছে, তাহারা সকলে ধর্ম্মপুস্তক ভয় করিয়া কিম্বা ঘৃণা করিয়া পাঠ করিতে ভাল বাসে না। এবং খ্রীষ্টীয়ান নামধারি যত লোক ধর্ম্মপুস্তক মানিয়া দিনে ২ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদের আচরণও ভাল বুঝিবা।

১২। ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত নহে, ইহা অতি অসঙ্গত অনুমানের কথা।

ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরদত্ত না হয়, তবে নানাকালীয় ও নানাদেশীয় অতি সাধু ও অতি জ্ঞানবান লোকদের ভ্রান্তি হইয়াছে, ইহা বলিতে হয়। ভাল, যাঁহারা অতি সাধু হওয়াতে ধর্ম্মপস্তকের সত্যমিথ্যা জানিতে সরলরূপে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অতি জ্ঞানবান হওয়াতে তাহার সত্যমিথ্যা নিশ্চয় করণে সমর্থ ছিলেন, তাঁহাদের যদি এ বিষয়ে ভ্রান্তি হইয়াছে, তবে কোন্ বিষয়ে কাহার ভ্রান্তি না হইবে?

ধর্ম্মপুস্তকের রচনাকারি লোকদের মধ্যে যদ্যপি কেহ ২ জ্ঞানি লোক ছিলেন, তথাপি কেহ ২ অজ্ঞান ও ইতর লোকও ছিলেন, ইহা তাঁহাদেরই সাক্ষ্যদ্বারা সপ্রমাণ হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গোরক্ষক, কেহ বা মৎস্যধারী ছিলেন। ভাল, এমন লোকেরা কল্পিত পুস্তক লিখিলে তাঁহাদের সেই প্রবঞ্চনা কি জ্ঞানি লোকদের হইতে গুপ্ত থাকিতে পারিত? আর ঈশ্বরের আদেশ বিনা এমন আশ্চর্য্য পুস্তক লেখা কি তাঁহাদের সাধ্য ছিল?

ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরদত্ত নহে, তবে তন্মধ্যে লিখিত যে শত ২ ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে এবং অদ্যাপি সফল হইতেছে, সেই সকল ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে কি বলা যাইবে? প্রবঞ্চক মনুষ্যেরা ঐ সকল কথা কি দৈবাৎ লিখিয়াছে? কিম্বা কালবৃক্ষের শত ২ ঘটনারূপ ফল কি দৈবাৎ ঐ পূর্ব্বলিখিত বচনানুসারে ফলিয়াছে? কোন পাগল লোক যদি খেলা করিতে দৈবাৎ কোন অট্টালিকার নক্সা লিখে, তবে লক্ষ ২ ইষ্টক কি দৈবাৎ মৃত্তিকাহইতে উৎপন্ন হইয়া দৈবাৎ ঐ নক্সার মতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আপনারা অট্টালিকা হইয়া উঠে? ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?

ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা তাহার কথা শ্রবণ করিয়া অনেক পাপি লোক পাপত্যাগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, আর অনেক সাধু লোকের সদ্ভাব ও সদাচরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। এমন উত্তম ফল কি মন্দ বৃক্ষেতে ধরিতে পারে? তবে ধর্ম্মপস্তককে কি কল্পিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে?

ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত নহে, এমন প্রমাণ পাইতে কে বাঞ্ছা করে? না, পপেরত কোন২ লোক বিনা আর কেহ করে না। এবং ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত, ইহা কে অতি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে? না, অতিধার্ম্মিক লোক সকল এমন বিশ্বাস করে।

ধর্ম্মপুস্তক শত২ বৎসরাবধি নানা ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইয়া নানা কালের নানাদেশীয় সর্ব্বপ্রকার লোকের হস্তে থাকিয়া আসিতেছে। ভাল, এমন দীর্ঘকালের মধ্যে তাহা ঈশ্বরদত্ত নহে, এমত প্রমাণ হইলে অবশ্য প্রকাশ হইত; যেহেতুক অনেকে তাহাতে বিরক্ত হইয়া এমত প্রমাণ পাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পেচক ও চাম্‌চিকা সকলের শত্রুতাদ্বারা যেমন সূর্য্য অদ্যাপি নিস্তেজ হয় নাই, তদ্রূপ অজ্ঞান ও আত্মাভিমানি ও দুষ্ট শত্রুদের চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তকের অদ্যাপি কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং আকাশ ও পৃথিবীর ধ্বংস হইবে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপস্তকের লোপ কখনো হইবে না। নানা সময়ের নানাদেশীয় রাজারা অগ্নিদ্বারা তাহার সকল অনুলিপি নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনি আপনার দত্ত সেই শাস্ত্র অদ্য পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই করিবেন।

লেখালেখি।

দয়া।

দয়ালু লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।

যে ব্যক্তির মনোমধ্যে দয়ার সঞ্চার আছে, তিনি ইহসংসারে বহুলোকের প্রিয় হইয়া প্রাণান্তে পরমেশ্বরের নিকট পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েন, যেমন নিবিড় জলদ গগণমণ্ডলে উদয় হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বারি বরিষণ পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির মঙ্গল করে, দয়াবান্ মনুষ্যও তদ্রূপ স্বীয় ধনদ্বারা ও মনদ্বারা বহুজনের সেই রূপ উপকার করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিকে দুঃখ তরঙ্গে ভাসমান দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখিত হন্, এবং যে পর্য্যন্ত কোন উপায়দ্বারা তাহাকে সেই বিপদহইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তদবধি তিনিও তাহার ন্যায় দুঃখসলিলে ভাসিতে থাকেন;

এবং যদি স্বীয় শক্তিদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তবে তাহার হৃদয়ধামে এমত এক প্রকার আশ্চর্য্য আনন্দের উদয় হয়, যে নৃপতিরা বাহুবলে বহুরাজ্য অধিকার করিলেও সেই প্রকার আনন্দ ও প্রফুল্লতাকে প্রাপ্ত হয়েন না। দয়াবান মনুষ্য-মাত্রই জগতের প্রিয়পাত্র ও পরোপকারক, কিন্তু যে ব্যক্তির শরীরে দয়া নাই সে মনুষ্যই নহে, তাহার নয়ন নিকটে নির্ব্বিরোধি সরল লোকদের জীবন ধ্বংস হইলেও সে তাহাদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না, ও তাহাতে কিছুমাত্র স্নেহের চিহ্নও দেখা যায় না। তাহার ব্যবহার ও চরিত্র অতি ঘৃণার্হ হয়, শীলতা ও মমতা কাহাকে বলে সে তাহার কিছুই জানিতে পারে না, এবং পরহিংসা ও প্রতারণা প্রভৃতি প্রবল হইয়া মহাবল প্রকাশ করত করুণা ও প্রেমকে তাহার মনোমধ্যে স্থান দেয় না। সে ক্রমে২ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ও প্রতিদিন পাপকূপে মগ্ন হইতে থাকে, এবং সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে।

অতএব হে প্রিয় বন্ধুগণ, বিবেচনা করিয়া দেখ যে এই ব্যবস্থা কোন মনুষ্যের কিম্বা কোন দেবতার দত্ত নয়, কিন্তু স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতির অর্থাৎ সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বরের দত্ত; যেমন সার্ব্বভৌম মহারাজারা ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়া প্রথমে পত্রে লিখিয়া পশ্চাৎ প্রজাদিগের প্রতি সেই ব্যবস্থা নিরূপণ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর আপন প্রজাগণের প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে তোমরা দয়ালু হও; অতএব তৎধর্ম্মবিধি অত্যন্ত প্রবল ও অব্যর্থ, ফলতঃ ইহা পালন না করিলে কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরের অদণ্ডনীয় হইতে পারে? এবং ইহা লংঘন করিয়া যদি অনুতাপ না করে, তবে পরমেশ্বরের ক্রোধহইতে এড়াইতে কাহার সাধ্য আছে? অতএব হে প্রিয় মহাশয়েরা, তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার বিধি পালন করিতে যত্নবান্ হও, এবং খ্রীষ্টের পদচিহ্ন দিয়া গমন কর, তিনি যেমন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরাও দুঃখি মনুষ্যদের প্রতি যথাসাধ্য দয়া কর। ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে দয়ার গুণ লিখিত আছে, যথা, দস্যু হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতি শোমিরোণীয় লোকের ব্যবহার। ইতি।

(পয়ার)

যাঁহার হৃদয়মাঝে দয়ার সঞ্চার।
সেই করে এ সংসারে পরোপকার॥
পরের দেখিলে দুঃখ যার দুঃখ হয়।
পরের দেখিলে সুখ তার সুখোদয়॥
করুণা বিনয় প্রেম অনুগত যার।
তাহার সমান বল ধার্ম্মিক কে আর॥
দীন জনে দয়াবান্ যেই জন করে।
কিবা অপরূপ ভাব তাহার অন্তরে॥
ক্রোধ হিংসা প্রতারণা দম্ভ অভিমান।
নাহি জানে যেই জন সেইতো প্রধান॥
নির্দয় নিষ্ঠুর সেই দয়া নাহি যার।
বিপরীত তাহার সব রীতি ব্যবহার॥
করিতে পরের মন্দ সতত চেষ্টিত।
কোন মতে কোন কারো নাহি করে হিত॥
অতএব বন্ধুগণ কর অবধান।
সদয় হইয়া কর দয়ার সম্মান॥
অনাদি অনন্ত প্রভু নিত্য দয়াময়।
ধর্ম্মশাস্ত্রেতে লেখে তাঁহার বিষয়॥
তাঁর দয়া দেখ বন্ধু জগতের প্রতি।
করেন বাৎসল্যভাবে জগত সদ্গতি॥
তিনি সদা দুঃখী হৈয়া তাঁর এত দয়া।
হারাজীবে প্রাণ দিলা নিজ প্রাণ দিয়া॥
আপনি দয়াল প্রভু তথা তাঁর সুত।
না দেখি না শুনি কভু এমন অদ্ভুত॥
অনন্ত সুখ কারণ স্বর্গের মিলন।
চেষ্টা কর শীঘ্র ভাই না কর হেলন॥

গীত।

ধন্য যীশু দয়াবান
প্রভু হে।

১ তুমি নরের রাজপতি, তোমা বিনা নাহি গতি,
তোমাতে করিলে ভক্তি, ধর্ম্মাত্মা কর দান।
২ শুন যীশু গুণনিধি, যারা তাকে নিরবধি,
পাপিষ্ঠ মনেরে সাধি, নাহি করে গুণগান॥
৩ দেহ প্রভু জ্ঞানধন, উল্লাসিত সভার মন,
প্রকাশ করুক তোমার গুণ, নাহি ভাবুক্ অপমান।
৪ দয়াময় ধর্ম্মরাজা, সবে করুক্ তোমার পুজা,
লইয়া পাপের সাজা, প্রেমে দিলে নিজ প্রাণ॥

শ্রীরামপুরস্থ অবগাহক মণ্ডলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক ও যাকুবের যে বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার সহিত এ দেশীয় অবগাহক মণ্ডলীর স্থাপকদের বৃত্তান্তের তুলনা দিলে নানা বিষয়ে সম্যক ঐক্য দৃশ্য হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা কোন বাসস্থানের সন্ধান না জানিয়া স্বদেশ ও পরিবার পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহারা সর্ব্বাধ্যক্ষ দয়ালু পরমেশ্বরের সহায়তাতে আশ্রয় পাইয়া কার্য্যসাধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই শ্রীরামপুরের নামও তাঁহারা প্রথমে অবগত ছিলেন না। গঙ্গানদীর তীর নামে এক খানি বৈষয়িক পুস্তকহইতে শ্রীরামপুরের অবগাহক মণ্ডলীর প্রথমাবস্থার ও অধ্যক্ষগণের বিষয়ে প্রামাণ্য ও সত্য সম্বাদ উদ্ধার করিয়া লিখিলাম।

“ যে শ্রীরামপুর গ্রাম এইক্ষণে ইংরাজদের অধিকার হইয়াছে তাহা নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত দেন্মার্ক দেশের রাজার অধীন ছিল। সেই নব্বই বৎসরের মধ্যে তাহার অতি নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের পত্তন ও বৃদ্ধি ও সংসৃষ্টি ঘটিয়াছে। শ্রীরামপুরে দিনামার রাজার পতাকা প্রথম উড্ডীয়মানা হইবার নয় মাস পরে

নবাব্ ইংরাজদিগের কলিকাতাস্থ বসতি লুঠ করিয়া এই দেশস্থিত সকল কারখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহাদের বঙ্গদেশে পুনর্ব্বাসের সকল ভরসা নষ্ট হইয়াছিল। আর শ্রীরামপুরে দিনামার বাজার নিশান উড়িবার শেষ বৎসরে লাহোর রাজ্যের সহিত ইংরাজি গবর্ণরমেণ্টের যে যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধের শেষে ইংরাজদের হস্তগত রাজ্য এক সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ ছিল।

"শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগের বাস হওয়া প্রযুক্ত এই স্থানের সুখ্যাতি প্রকাশ পাইয়াছে। অনুমান হয় ইংরাজী ১৭৯৬ বা ৯৭ শালে মোরাবিয়ান মতাবলম্বি দুই জন খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশক এই স্থানে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া যাহারা তাহাদের নিকটে আসিত তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহারা স্বীয় গৃহের বাহিরে যাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন না, এবং তাঁহাদের কার্য্য অতি শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। পরে ১৭৯৯ শালে বাপ্‌টিষ্ট মণ্ডলীর চারি জন ধর্ম্মোপদেশক সাহেব ক্রাইটিরিয়ন নামক একখান আমেরিকন্ জাহাজ চড়িয়া এতদ্দেশে পৌঁছিলে কলিকাতায় তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব না থাকাতে তাঁহারা কাপ্তান উইক সাহেবের পরামর্শক্রমে শ্রীরামপুরে আইলেন। মালদহেতে কেরি সাহেবের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে তাঁহাদের বাঞ্ছা ছিল, কিন্তু কলিকাতার সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা তাঁহাদের মণ্ডলীর নাম না বুঝিয়া পোপিষ অর্থাৎ রোমান কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত চারি জন পাদরী উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আপন ২ সম্বাদপত্রে প্রচার করিল। তাহাতে লার্ড ওয়েলেসলি সাহেব চারি জন পোপিষ পাদরী বিদেশীয় জাহাজে আসিয়া কলিকাতায় জাহাজ চাপান না করিয়া শ্রীরামপুরে গিয়াছে, এমন সম্বাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অনুমান করিলেন ইহারা অবশ্যই ফরাসিস লোকদের চর হইবে। কেননা সেই সময়ে এতদ্দেশে সেই রূপ চরেরা রোমান কাথলিক পাদরীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে নানা প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিত। আরও কথিত আছে যে তৎকালে ফরাসীসেরা ভারতবর্ষে এক জন কলবেত্তা সাহেবকে পাঠাইবার মনস্থ করিলে পিট্ সাহেব সেই সমাচার জানিয়া কোন প্রকারে ঐ সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি পাইয়া ইংলণ্ড দেশহইতে লার্ড

ওয়েলেসলি সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরে সেই কলবেস্তা সাহেব কলিকাতায় পৌঁছিলে ঐ লার্ড সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া সেই ছবি চিনেন কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ঐ কলবেস্তা সাহেব যে কারণে এ দেশে অসিয়াছিলেন তাহা লার্ড সাহেবের নিকটে স্বীকার করাতে লার্ড সাহেবকর্ত্তৃক এই দেশহইতে বহিস্কৃত হইলেন। ইহা সত্য কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু তৎকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চলিত ছিল।

"তৎপরে লার্ড সাহেব পোলিশের দ্বারা ঐ ক্রাইটিরিয়ন জাহাজের কাপ্তান সাহেবকে ডাকাইয়া ঐ পাদরীগণকে শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহা না করিলে জাহাজের দ্রব্যাদি ডাঙ্গায় উঠাইতে পারিবে না, এই ভয় দেখাইলেন। সেই সময়ে পাদরীরা আপনাদিগের বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া ঐ লার্ড সাহেবকে আপনাদের কথা বুঝাইয়া দিবার জন্যে তাঁহার প্রিয়পাত্র পাদরী ব্রৌন্ সাহেবের নিকটে নিবেদন করিলে তাঁহারা যে ফরাসিসদের চর নহেন, বাপ্‌টিষ্ট মণ্ডলীভুক্ত ধর্ম্মোপদেশক, ইহা ঐ পাদরী ব্রৌন্ সাহেব গবর্ণর সাহেবকে বুঝাইলেন, তাহাতে তিনি কাপ্তান সাহেবকে দ্রব্যাদি উঠাইবার অনুমতি দিলেন। তৎকালে রাজাজ্ঞা বিনা এতদ্দেশের মফস্বলে কোন সাহেব লোক বাস করিবে না এমন বিধি ছিল, কিন্তু সেই বিধি সর্ব্বদা পালিত হইত না। ফলতঃ এ দেশের নানা স্থানে রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও অনেক সাহেব লোক বসতি করিত, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিলে তাহারা দেশান্তর হওনের যোগ্য হইত। তৎকালীন রাজসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা পাদরীদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিতেন, তন্নিমিত্তে পাদরীগণ শ্রীরামপুর ছাড়িয়া মদনাবাটীতেও যাইতে সাহস করিলেন না। বিশেষতঃ লার্ড ওয়েলেসলি সাহেব তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে যাইতে কিম্বা কলিকাতা বিনা অন্যত্র ছাপাখানা করিতে অনুমতিও দিতে অস্বীকার করিলেন।

"পরে পাদরীরা শ্রীরামপুরে কার্য্যারম্ভ করিতে মনস্থ করিলে তথাকার রাজসংক্রান্ত কর্ম্মকারক সাহেবেরা তাঁহাদিগকে অনেক আশ্বাস দিয়া তদ্বিষয়ক সম্বাদ দিনামারের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন।

"তদনন্তর ষষ্ঠ ফ্রিড্রিক নামক দেন্মার্কের রাজা ঐ পাদরীদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে ও সাহস প্রদান করিতে শ্রীরামপুরের কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রতি আজ্ঞা করিলেন। যদবধি লার্ড ওয়েলেসলি সাহেব এতদ্দেশের শাসনকর্ত্তা থাকিলেন, তদবধি দিনামারদিগের আশ্রয়েতেও কিছু বিশেষ ফল দর্শিল না। কিন্তু তিনি এ দেশহইতে গেলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত পাদরীদিগের কর্ম্মেতে আরও বিরক্ত হইতে লাগিল। শেষে লার্ড মিণ্টু এ দেশে আসিয়া তাঁহাদের প্রতি অতিশয় শত্রুতা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ লার্ড মিণ্টু শ্রীরামপুরের বড় সাহেবকে পত্র লিখিয়া পাদরীদিগকে তাঁহাদের ছাপাখানার সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ঐ শাসনকর্ত্তা এই উত্তর দিলেন যে আমি দিনামার রাজার দাস তাঁহার আজ্ঞা লংঘন করিতে আমার সাধ্য নাই, এই পাদরী সাহেবেরা তাঁহার আশ্রিত, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার অনুচিত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেক যত্নেতেও তাঁহার স্থিরতা লড়াইতে পারেন নাই, তিনি সাহস পূর্ব্বক মিণ্টু সাহেবের সকল চেষ্টা নিবারণ করিলেন। শেষে লার্ড মিণ্টু পাদরীদিগকে অধীন করিবার আশাহইতে ক্ষান্ত হইলেন। এই স্থলে আমাদিগেরও বলা উচিত যে সর্ব্বশেষে লার্ড মিণ্টু আপনি উক্ত পাদরীদিগের কর্ম্মেতে সম্মত হইয়া মিষ্ট আলাপ ও ব্যবহারদ্বারা তাঁহাদের মনোদুঃখ লোপ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং প্রথমে তিনি তাঁহাদিগকে দেশান্তর করিয়া দিবার যে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মনহইতে ইহার স্মরণও দূর করিতে যত্নবান হইলেন।

"এই শ্রীরামপুরে প্রথমতঃ মিশনরি ছাপাখানা স্থাপিত ও ধর্ম্মপুস্তক প্রথমে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত হয়, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র২ পুস্তক ছাপা ও খ্রীষ্টীয় পাঠশালা স্থাপিত হয়, আর হিন্দুজাতি প্রথম খ্রীষ্টাশ্রিত লোক অবগাহিত হয়, এবং ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণের অভিপ্রায়ে কাগজ প্রস্তুত করণার্থে বাষ্পীয় কল ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এই স্থানে আইসে, তাহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন এদেশে দেখে নাই; এই সকল কারণ এই শ্রীরামপুর স্মরণীয় স্থান বটে।"

পরীক্ষা।

মনুষ্যগণ যত কাল এই ভূমণ্ডলে বাস করেন ততকাল পরীক্ষার অধীন আছেন। রাজা কিম্বা প্রজা, ক্ষুদ্র লোক কিম্বা মহৎ লোক, সাধু কিম্বা অসাধু, দরিদ্র কিম্বা ধনবান, স্বাধীন কিম্বা পরাধীন, এতদ্দেশীয় কিম্বা অন্যদেশীয়, শ্বেতবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ, সকল লোক পরীক্ষার বশতাপন্ন আছেন, কারণ মনুষ্যের আয়ু পরীক্ষাময়, সুতরাং খ্রীষ্টীয় লোকদিগেরও বিবিধ প্রকার পরীক্ষা আছে। ইহা আত্মতত্ত্বকারি লোকেরা জানেন, ও আপনাদের অন্তঃকরণে ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকেন। পরীক্ষা বর্ত্তমান কালে ক্লেশদায়ক বোধ হয়, কিন্তু তাবৎ বিষয় মিলিয়া ভক্তগণের মঙ্গল ঘটায়, ইহা নিশ্চয় আছে। যেমন মূল্যবান প্রস্তর অথবা দ্রব্যাদির পরীক্ষা ব্যতিরেকে মূল্য স্থির হয় না, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকদিগের পরীক্ষা না ঘটিলে পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব তাঁহারা যে প্রকার পরীক্ষাতে বেষ্টিত আছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে অনেক সাধু লোকের পরীক্ষার বিষয় উক্ত আছে, যথা অতি প্রসিদ্ধ পুরুষ ইব্রাহীম স্বদেশ পরিত্যাগ করণানন্তর স্বীয় পুত্রসন্তানকে ঈশ্বরোদ্দেশে বলিদান দিবার জন্যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষিত হইলেন। কোন২ লোক পরীক্ষাতে পতিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়েন, কেহ২ পরীক্ষাকে জয় করিয়া তাহার বশতাপন্ন হয়েন না। যূষফ পরীক্ষাকে জয় করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আয়ূব নামক ব্যক্তি যেরূপ পরীক্ষাতে বেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণে আমাদের চিত্ত কম্পিত হয়। ভব ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জগতে আগমনকালে শয়তানকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন, ইত্যাদি প্রকার অনেক পরীক্ষার কথা ধর্ম্মগ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, তাহা এ স্থলে ব্যক্ত করণে বাহুল্য হইবে।

খ্রীষ্টীয় লোকেরা সচেতন হইয়া না থাকিলে শয়তান পরীক্ষক আসিয়া তাহাদের মন্দ করিতে চেষ্টা পাইবে, এ জন্যে যে

কেহ খ্রীষ্টের সেবক হইতে বাসনা করে, সে সৈন্যসদৃশ আপনাকে সুসজ্জ করুক, এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সতত প্রস্তুত থাকুক, কারণ শয়তান শত্রু সময় পাইলে আপনার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিবে, যদ্দ্বারা সে অনেককে নষ্ট করিয়াছে, এবং বিস্তর লোককে আঘাত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। অতএব খ্রীষ্টীয় সৈন্যগণ যদ্যপি আপনাদের প্রভুদত্ত অস্ত্র লইয়া পরীক্ষকের সহিত যুদ্ধ করেন, তবে নিঃসন্দেহ জয়ী হইতে পারিবেন, কারণ তাঁহার অস্ত্র দ্বিধার খড়্গস্বরূপ, তদ্দ্বারা অসংখ্য শত্রুদিগকে জয় করা গিয়াছে। সেই শত্রুদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টের বশীভূত হইয়া বিশ্বাসি যোদ্ধাদিগের সহিত মিলন পূর্ব্বক তাহাদের দলভুক্ত হইয়াছে, আর শত্রুতা করে না, বরঞ্চ যাহাতে শয়তানের পরাক্রম ধ্বংস হয় এমত উপায় অন্বেষণ করিতেছে; এক্ষনে তাহাকে জয় করা আপনাদের বিশেষ কার্য্য জানিয়া তাহাতে নিত্য মগ্ন আছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় সৈন্যগণ ঈশ্বরদত্ত অস্ত্রেতে ভরসা পূর্ব্বক যুদ্ধ না করিয়া যদি আপনাদের কোন বাক্যরূপ কিম্বা কৌশলরূপ অস্ত্রদ্বারা পরীক্ষককে জয় করিতে সচেষ্টিত হয়, তবে তাহারা জয়ী না হইয়া পরাজিত হইবে, কারণ পরীক্ষক অতিশয় বলবান ও সাহসী, সে ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিতে ভীত হয় নাই, কিন্তু তিনি তাহাকে 'দূর হও শয়তান' বলিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

যে মন তাবৎ ইন্দ্রিয়াদির রাজাস্বরূপ, তাহাকে শয়তান পরীক্ষক নানা প্রকার প্রলোভদ্বারা আপনার বশতাপন্ন করণেচ্ছুক আছে, এবং যখন বশতাপন্ন করে, তখন ইন্দ্রিয়াদিগণকে যে মন্দ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, সেই কার্য্য তাহারা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবে, যেহেতু মন শয়তানের বশতাপন্ন হইলে, মনের অধীন যে ইন্দ্রিয়গণ তাহাও শয়তান অর্থাৎ পরীক্ষকের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।

শয়তান মনুষ্যগণকে নিত্য২ পরীক্ষা করিতেছে, তাহাকে জয় করা অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছি যে তাহার অস্ত্র শস্ত্র বড় তীক্ষ্ণ; সেই শয়তান অদৃশ্য হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; এবং যদিও আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ, শক্তিহীন,

তথাচ আমাদের সেনাপতি বাহুবলপরাক্রমী, তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার উপর নির্ভর করত কখন পরাজয় হয় নাই, বরং তাহারা শয়তান পরীক্ষককে জয় করিয়া স্বর্গপুরী অধিকার পূর্ব্বক এক্ষণে অতুল্য অক্ষয় সুখ ভোগ করিতেছে, যেমন লিপি আছে, "ঈশ্বর আপন আশ্রিত লোকদের নিমিত্তে যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কেহ কখন চক্ষুতে দেখে নাই, এবং কর্ণেও শুনে নাই, এবং মনুষ্যের মনে তাহা কখন প্রবিষ্ট হয় নাই।" ১ করিন্থ ২ ; ৯। সেই সেনাপতি পূর্ব্বে যেমন আপন সৈন্যদিগের সহায় হইয়া তাহাদিগকে জয় প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যাধিকার দিয়াছেন, এ সময়েও সেইরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব আইস আমরা দক্ষিণে কিম্বা বামে না যাইয়া সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গমন করি, এবং আমাদের ত্রাণের সেনাপতির পদচিহ্ন দিয়া গমন করি; তাহাতে পরীক্ষক যদ্যপি পথিমধ্যে আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবে আমরা তাহাকে আপনাদের যুদ্ধাস্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্মবাক্য দেখাইব, ও অধিক শক্তি প্রাপণার্থে আপনাদের সেনাপতির নিকটে যাচ্ঞা করিব ; তাঁহার বিস্তর সৈন্য আছে, তাহাদের আগমনমাত্রেই পরীক্ষক পলায়ন করিবে, আর আমাদের ভয় থাকিবে না। কিন্তু আমরা আর সচেতন নাই, দুর্ব্বল হইয়াছি, ও সেনাপতি আমাদের সঙ্গে নাই, এবং যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র সকল আমাদের নিকটে নাই, ইহা যখন পরীক্ষক দেখিবে তখন সে আরবার আক্রমণ করিতে আসিবে। এইরূপে আমরা যত দিন এই পার্থিব গৃহে বাস করি, তত দিবস পরীক্ষক আমাদিগকে পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইবে। অতএব এই রক্ত মাংস বিশিষ্ট দেহহইতে আমাদিগকে কে নিস্তার করিবে? ও আমাদের শত্রুর সহিত কে যুদ্ধ করিবে? তাহাতে ভাবিত না হইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক নিবেদন ও যাচ্ঞাদ্বারা আপনাদের প্রার্থনীয় সকল ঈশ্বরের নিকটে জ্ঞাত কর, তাহাতে সকল বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্বরের শান্তি সে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের মনের ও বুদ্ধির রক্ষা করিবে। ফিলিপীয় ৪ ; ৬—৮।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, শেষকথা এই ; তোমরা প্রভুর উপরে নির্ভর দিয়া তাঁহার বলে বলবান হও। শয়তানের নানাবিধ

খলতা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরদত্ত সজ্জাতে আপনাদের সুসজ্জা কর। কেননা আমরা কেবল রক্ত মাংস বিশিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া এই সংসার সম্বন্ধীয় অন্ধকারের প্রধান ও পরাক্রমি জগতপতিদের অর্থাৎ আকাশস্থ পাপাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি। অতএব দুঃসময়ে যেন তাহাদের আক্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে জয় করিয়া অটল হইয়া থাকিতে পার, এতন্নিমিত্তে ঈশ্বরদত্ত তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত হও। ফলতঃ সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটি বন্ধন করিয়া, পুণ্যরূপ বুকপাটা বক্ষে দিয়া, শান্তিদায়ক সুসমাচাররূপ আবরক পাদুকা পদে অর্পণ করিয়া অটল হইয়া থাক। বিশেষতঃ যাহাতে পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হও, এমন বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর। তদ্ভিন্ন পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া ঈশ্বরের বাক্যরূপ আত্মার খড়্গ ধারণ কর। ইফিষীয় ৬; ১০—১৭।

[শ্রীসর্য্যমোহন দে।

ধর্ম্মোপদেশের সার।

(উপদেশকের ১২ অধ্যায়)

ত্রিপদী।

আইলে যৌবন, কর হে স্মরণ, তব সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি।
ন তু বৃদ্ধকালে, ঠেকিবা জঞ্জালে, না পাবে সন্তোষ আপনি॥
দৃষ্টি হবে স্থির, কাঁপিবে শরীর, চক্ষুতে বহিবে নীর।
দন্ত হবে ক্ষীণ, চলৎশক্তি হীন, শুক্ল হবে সর্ব্ব শির॥
সংসয় জীবন, হইবে তখন, ভয় হবে উচ্চস্থানে।
পথে হবে ত্রাস, সূক্ষ্ম হবে শ্বাস, থাকিবে না কিছু মনে॥
হবে পক্ক কেশ, যাবে সর্ব্ব বেশ, লঘু ভারে বৃহৎ জ্ঞান।
অস্থির কম্পন, শিথিল বন্ধন, হবে ইন্দ্রিয়াদিগণ॥
শেষে অবহেলে, চিরস্থায়ি স্থলে, হইবে তব গমন।
পরে নিজ কুল, হইয়া ব্যাকুল, করিবে পথে ভ্রমণ॥
পূর্ব্বাবস্থাপ্রায়, গাত্র ধূলিময়, মাটিতে হবে মিশ্রিত।
ঈশ্বরনিকটে, আত্মা যাবে বটে, জানিবা সুনিশ্চিত॥

পয়ার।

শুন ২ কহিতেছে উপদেশদাতা।
সংসার অসার সব নাহিক অন্যথা॥
তিনি জ্ঞানিরূপে করাইলেন জ্ঞানাভ্যাস।
করিলেন উপদেশবাক্যের বিন্যাস॥
মনোযোগ বিবেচনা করিয়া প্রদান।
করিতেন মনোহর বাক্যানুসন্ধান॥
জ্ঞানির বচন হয় অঙ্কুশ সমান।
বদ্ধ প্রেক তুল্য দৃঢ় কর তুমি জ্ঞান॥
অতএব ওহে পুত্র স্থির কর মন।
এতাদৃশ উপদেশ করহ গ্রহণ॥
পুস্তকরচনে দেখ নাহি কিছু শেষ।
অনেক অভ্যাসে মাত্র শ্রম সবিশেষ॥
তাবতের সার এই নিশ্চয় বচন।
ঈশ্বর আদেশমাত্র করহ পালন॥
যেহেতুক আনিবেন বিচারে ঈশ্বর।
ভালমন্দ ক্রিয়া যত গুপ্ত কথা আর॥

শ্রীরামপুর। আগষ্ট মাস।

ইতিহাস।

ইংলণ্ড দেশের পশ্চিমসীমাস্থিত ওএলস নামক পর্ব্বতময় প্রদেশের আবরগাউইন্নি নগরে স্তেম্নেট সাহেব কতক বৎসর পর্য্যন্ত এক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন; সেই মণ্ডলীভুক্ত এক ব্যক্তিসম্বন্ধীয় যে নিম্নলিখিত ইতিহাস তাহা মনোযোগের যোগ্য। উক্ত ব্যক্তির নাম কালেব, এবং প্রস্তরাকার কয়লা খননে তাহার প্রতিপালন হইত, এই কারণ সে নগর-হইতে কএক ক্রোশ দূরে ঐ কয়লার আকরবিশিষ্ট পর্ব্বতের নিকটে বাস করিত, কিন্তু প্রভুর দিনে ঈশ্বরের আরাধনা করণার্থে পদব্রজে নগরে যাইত, ঝড় ও বৃষ্টি হইলেও গমনে ত্রুটি করিত না, এই কারণ সে উক্ত স্তেম্নেট সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিল। এক বৎসর শীতকালে অতিশয় শীত হইলে পর্ব্বতগণের মধ্যস্থিত পথ সকল রাশীকৃত হিম প্রযুক্ত অগম্য হইল, এবং মৃত্তিকা শীতে প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হওয়াতে আকরের কর্ম্মও

বন্ধ হইল। অতএব সেই সময়ে আপনার ও স্বপরিবারের প্রতিপালনার্থে কর্ম্ম করা এবং প্রভুর দিনে ঈশ্বরের আরাধনার্থে নগরে গমন করা কালেবের অসাধ্য হইল, তাহাতে এই দুঃখের সময়ে সে ও তাহার পরিবার সকল ক্ষুধায় মরিবে, স্তেমেট সাহেব এবং অন্যান্য লোক এমন ভয় করিলেন,কিন্তু তাহার উপকার করা তাঁহাদের অসাধ্য ছিল। শেষে শীত গেলে এবং হিম দ্রবীভূত হইলে কালেব ঈশ্বরের আরাধনার্থে পুনরায় নগরে গমন করিল,তাহাতে সভা ভাঙ্গিলে পরে স্তমেট সাহেব তাহাকে কহিলেন, ও কালেব, তোমাকে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, ঐ ভয়ানক শীতের সময়ে তুমি বাঁচিয়াছিলা কি রূপে? কালেব উত্তর করিল, তৎকালে আমার প্রতিপালন উত্তমরূপে হইল, আমার কেবল আবশ্যক খাদ্য সামগ্রী ছিল তাহা নহে, বরং উপাদেয় সামগ্রীও ভোগ করিতে পাইলাম, তাহার যে কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা আরও কতক দিন পর্য্যন্ত আমাদের সম্যক উপকার হইবে। এই কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া সাহেব কহিলেন, ইহার বৃত্তান্ত বিশেষিয়া আমাকে জানাও। তাহাতে কালেব উত্তর করিল, ঐ ভয়ানক শীতকাল আরম্ভ হইলে পর ঘরে আমাদের যে খাদ্য দ্রব্য ছিল, সে সকল অল্প দিনের মধ্যে ফুরিয়া গেল। যে দিনে সকলি শেষ হয়, প্রাতঃকালের আহারার্থে এক খণ্ড রুটীও অবশিষ্ট থাকে না, সেই দিনের সন্ধ্যাকালে আমি সপরিবারে প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে আমার মন সুস্থির হইল, কারণ যে ঈশ্বর আমার আশ্রয় তিনি আমাদের প্রতিপালন অনায়াসে করিতে পারেন, ইহা বুঝিলাম। পরে আমরা সকলে নিদ্রা যাইতে শয়ন করিলাম। প্রাতঃকালে আমার উঠিবার সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কেহ আমার ঘরের দ্বারে ঘা মারিল, তাহাতে সে কে ইহা দেখিতে গিয়া এক পুরুষকে দেখিলাম, তাহার পার্শ্বে এক ভারবাহি ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার নাম কি কালেব? তাহাতে হাঁ আমি সেই বটি, ইহা বলিলে সে কহিল, তবে আইস ঘোড়াহইতে এই ভার নামাইতে হাত দেও। পরে আমি তাহা করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, ঘোড়ার ভার কি? সে উত্তর করিল, খাদ্য সামগ্রী। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তাহা পাঠাইল? তাহাতে সেই ব্যক্তি কহিল, আমার বোধ হয় ঈশ্বর তোমাকে ইহা পাঠাইয়া দিলেন। পরে সে আর কিছু না কহিয়া ঘোড়াকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার আনীত দ্রব্যের মধ্যে রুটী ও ময়দা ও মাখন ও পণির ও লবণাক্ত মাংস প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী ছিল, তাহা ভোগ করিয়া আমরা প্রতিপালিত হইলাম, এবং তাহার কিছু অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।

এই বিবরণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া স্তেমেট সাহেব যে২ গৃহে যাইতেন, সেই২ গৃহে তাহা জানাইতেন, যেহেতুক ঐ খাদ্য সামগ্রী কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান পাইতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সেই চেষ্টা নিষ্ফল থাকিল। দুই বৎসরের

শেষে তিনি হেরিফর্ড নগরে গিয়া ডাক্তর টল্‌বট সাহেবের গৃহে গেলেন। সেই ডাক্তর সাহেব মহাত্মা এবং দাতা হইয়াও প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাহার ভার্য্যা ধার্ম্মিকা ছিলেন। স্তেন্নেট সাহেব যখন তাঁহাকে দেখিতে যান, তখন যাহাহইতে ডাক্তর সাহেব পারমার্থিক ফল লাভ করিতে পারেন, এমন কথোপকথন করেন; অতএব সেই দিনে প্রার্থনার গুণ দেখাইবার নিমিত্তে ঐ কালেবের বিবরণ প্রস্তাব করেন। সেই বিবরণ শুনিয়া ডাক্তর সাহেব ঈষদ্‌হাস্য করিয়া কহিলেন, ঐ কালেবকে আমি কখনো বিস্মৃত হইব না। তিন বৎসর হইল আমি বায়ু সেবনার্থে অশ্বারূঢ় হইয়া পর্ব্বতময় দেশে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময়ে এক গোলাবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে অনেক লোক সভাস্থ আছে। পরে অশ্বহইতে নামিয়া সেই গোলার দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম এক ধর্ম্মোপদেশক উপদেশ করিতেছেন, তাঁহার বহুসংখ্যক শ্রোতাদের মধ্যে এক জন দরিদ্র লোক বসিয়া আছে, তাহার হস্তে এক-খান ধর্ম্মপুস্তক থাকাতে উপদেশক যে২ পদের কথা কহেন, সেই২ পদ পাইয়া ঐ দরিদ্র ব্যক্তি অঙ্কিত করে। সভা শেষ হইলে আমি অশ্বে উঠিয়া ধীরে২ চলিতেছিলাম, তাহাতে ঐ দরিদ্র আমার পার্শ্বে আগমন করিলে আমি তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া সে যে বুদ্ধিমান লোক, ইহার প্রমাণ পাইলাম। শেষে তাহার নাম জিজ্ঞাসিলে তাহা যে কালেব ইহা অবগত হইলাম, পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে সে আমার স্মরণেও আর আইল না। কিন্তু কতক মাস পরে ভয়ানক শীতকাল হইলে আমি এক রাত্রি শয্যাগত হইয়া নিদ্রিত ছিলাম কি জাগ্রৎ ছিলাম তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু "কালেবের নিকটে খাদ্য সামগ্রী পাঠাও," এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম, এবং প্রথমে অমনোযোগী হইলে দ্বিতীয় বার সেই কথা শুনিতে পাইলাম। পরে আমি নিজ ভার্য্যাকে জাগাইয়া তাহাকে সেই সকল বৃত্তান্ত জানাইলে তাহা যে স্বপ্নমাত্র তাঁহারও এমন বোধ হইল, কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না, বরং "উঠিয়া কালেবের নিকটে খাদ্য সামগ্রী পাঠাও," এই রব আর বার শুনিলাম। তাহাতে আমি নিজ ভৃত্যকে ডাকাইয়া অশ্ব আনিতে আজ্ঞা করিলাম। পরে ভাণ্ডারে গিয়া তথায় সঞ্চিত সামগ্রীদ্বারা দুই ছালা পূর্ণ করিয়া অশ্বের পৃষ্ঠে রাখিয়া ভৃত্যকে কাইলাম, এই সকল কালেবের নিকটে লইয়া যাও। কোন্ কালেবের নিকটে? আমার দাস ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, আমি তাহার বিশেষ জানি না, প্রস্তরময় কয়লা খনন তাহার উপজীবিকা, এবং তাহার নাম কালেব, ও তাহার ঘর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ইহামাত্র জানি; তুমি ঘোড়ার যে দিগে ইচ্ছা সেই দিগে তাহাকে যাইতে দেও, সে আপনি গন্তব্য স্থানে যাইবে। তাহাতে ঘোড়া কালেবের কুঠরীতে গেল; এই কারণ সেই দাস কালেবকে কহিয়াছিল, আমার বোধ হয় ঈশ্বর তোমাকে ইহা পাঠাইয়া দিলেন।

সমাচার।

সেপ্‌টম্বর মাসের প্রথম দিনে শ্রীযুক্ত পাদ্রী মেক্‌ডনাল্ড সাহেবের মৃত্যু হইল। উক্ত সাহেব নানা গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান অলঙ্কার আপন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার প্রেম ও বিশ্বস্ততা ও আজ্ঞাবহতা। আমি প্রভুর দাস ও দূত, অতএব তাঁহার আজ্ঞা পালন করা এবং তাঁহার বাক্য মনুষ্যদের নিকটে প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য, ইহা তিনি মনে২ স্থির করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে নির্ভয়ে প্রভুর কথা কহিতেন, এবং মনুষ্যের পাপের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি প্রেমশীল এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন।

মেক্‌ডনল্ড সাহেবের শারীরিক জন্ম ১৮০৭ শালের ফিব্রুয়ারি মাসে স্কট্‌লণ্ড দেশের এদিনবর্ঘ নগরে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা অদ্যাপি জীবৎ আছেন, এবং তাঁহার উপদেশদ্বারা সহস্র২ পাপি লোক ঈশ্বরের প্রতি আনীত হইয়াছে, এমন প্রমাণ আছে। পুত্র উনিশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলেন; পরে ১৮৩০ শালে লণ্ডন মহাসহরে স্থিত এক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইলেন; শেষে ১৮৩৮ শালের ফিব্রুয়ারি মাসে এই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

বচনমালা।

গত মাসে আমরা যে চাল্‌মর্স সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ জানাইয়াছিলাম, তিনি যখন প্রথমে ধর্ম্মোপদেশকের পদে নিযুক্ত হন, তখন খ্রীষ্টেতে সত্যরূপে বিশ্বাসী না হওয়াতে ধর্ম্মবিদ্যা অপেক্ষা অঙ্কবিদ্যাতে অধিক আসক্ত ছিলেন। তৎকালে তিনি এক ক্ষুদ্র পুস্তক ছাপাইয়া তাহার মধ্যে অন্যান্য কথার সহিত ইহাও লিখিয়াছিলেন, যথা, "ধর্ম্মোপদেশক যদ্যপি সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত কোন সাংসারিক বিদ্যাভ্যাসে মগ্ন থাকে, তথাপি অবশিষ্ট দুই দিনে আপনার কর্ম্ম উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা তাহার সাধ্য।" কতক কাল পরে তিনি ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইলেন। পরে অনেক বৎসর গত হইলে এক দিন কেহ কোন প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার লিখিত ঐ কথা উত্থাপন করিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, "তৎকালে আমি অঙ্কবিদ্যাও ভাল রূপে জ্ঞাত ছিলাম না, যেহেতুক ইহকালের পরিমাণ অল্প, কিন্তু পরকালের পরিমাণ অসীম, ইহা আমি তৎকালে বুঝি নাই।"

উপদেশক।

নবেম্বর ১৮৪৭ (১১) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৯। ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত, ইহার অর্থের মীমাংসা।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে তিন প্রকার বোধ হয়, প্রথম ঈশ্বরের কর্ম্ম ও কথা, দ্বিতীয় লেখকের কর্ম্ম ও কথা, তৃতীয় অন্যান্য ব্যক্তির কর্ম্ম ও কথা।

ঈশ্বরের কৃত কর্ম্মের যে বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়, তাহার বিবেচনা পরে করা যাইবে; কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল বাক্যের বিবরণ আছে, তাহার মধ্যে কোন২ কথা আকাশবাণীদ্বারা, অন্য কোন২ কথা দর্শনদ্বারা, অন্য কোন২ কথা অন্য কোন প্রকারে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণাদি নানা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের এবং অন্যান্য মনুষ্যের কর্ম্ম ও কথা কি প্রকার, ইহা সকলে আপনারা বুঝিতে পারে।

ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল কথা লিখিত আছে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান লেখকেরা যে উপায়দ্বারা পাইয়াছিল, তাহাও তিন প্রকার বোধ হয়। প্রথম উপায় ঈশ্বরের শিক্ষা; অর্থাৎ ঈশ্বর আপনি লেখকদিগকে যাহা জানাইলেন, এমত অনেক কথা আছে। দ্বিতীয়, লেখকদের নিজ বিচার; অর্থাৎ তাহারা আপনারা যাহা দেখিয়াছিল কিম্বা বুঝিয়াছিল, এমত অনেক কথা আছে। তৃতীয়, অন্যান্য মনুষ্যের সাক্ষ্য, অর্থাৎ লেখকেরা যাহা অন্য লোকদের নিকটে শুনিয়াছিল, কিম্বা কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল, এমত অনেক কথাও আছে।

এই তিন উপায়দ্বারা প্রাপ্ত তিন প্রকার কথা যে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা কি প্রকারে ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে? ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ঈশ্বর যোহন প্রেরিতকে দর্শন দিয়া এক দিনে তাঁহার নিকটে অনেক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে নানা প্রকার কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই দিনে যোহন যে ঐ দর্শনের বিবরণ পুস্তকে লিখিয়া দিলেন, ইহা অতি অসম্ভব; বরং যে২ দর্শন পাইয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত লেখা কএক দিনের কর্ম্ম ছিল, এমন বোধ হয়। ভাল সেই বৃত্তান্ত পুস্তকে লেখনের সময়ে ঈশ্বর তাঁহার যে প্রকার উপকার করিলেন, সেই উপকারের মীমাংসা করা যাইতেছে। ঈশ্বর আদমের ও হনোকের সহিত কথোপকথন করিতে২ যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আ-

মরা অতি অল্প কথা জানি। এবং তিনি হোশেয় ও যোয়েলাদি ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ইস্রায়েল লোকদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সারমাত্র ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। তিনি অনেক২ ভবিষ্যদ্বক্তাকে আপনার নানা কথা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অল্প জনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন। ভাল, ঈশ্বর আদমাদির সহিত কি রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন, কিম্বা এলিয়াদির নিকটে কি রূপে দর্শন দিয়াছিলেন, ইহা আমরা জিজ্ঞাসা করি না; কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল কথা লিখিত আছে, সেই সকল কথা লেখনের সময়ে ঈশ্বর লেখকদের কি প্রকার সহায়তা করিয়াছিলেন, ইহার মীমাংসা হইতেছে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর এই২।

১। ধর্ম্মপুস্তকের যে গ্রন্থ যে ব্যক্তিদ্বারা রচিত হইল, সেই গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি সেই ব্যক্তির মনে আপনাহইতে না জন্মিয়া ঈশ্বরের অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দত্ত ছিল। সেই পুস্তক যদি কেবল মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে উৎপন্ন হইত, তবে তাহা ঈশ্বরদত্ত পুস্তক হইত না। "মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই,কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিল।" ২ পিতর ১; ২১। এই যে বচন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বিষয়ে উক্ত আছে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের গ্রন্থরচকদের বিষয়েও উক্ত জানিবা। মুখদ্বারা প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাক্য যদি ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তির ফল ছিল, তবে তাবৎকালীয় ও তাবদ্দেশীয় লোকদের শিক্ষার্থে যে ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ তাহার রচনা কি ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তির ফল নহে?

এই গ্রন্থ কি পত্র লিখিতে যে প্রবৃত্তি আমার মনে জন্মিতেছে তাহা ঈশ্বরদত্ত, ইহা প্রত্যেক গ্রন্থের লেখক লিখিবার সময়ে জ্ঞাত ছিলেন কি না, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। কোন২ গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি লেখকের অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরদত্ত হইয়া তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল, এমন হইতে পারে। কিন্তু অন্য২ গ্রন্থের লেখক, আমার এই গ্রন্থ লেখনে প্রবৃত্তি ঈশ্বরহইতে জন্মিল, ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, এমত প্রমাণ গীতপুস্তকের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এবং অন্য২ গ্রন্থ ঈশ্বরের দৃঢ় আজ্ঞানুসারে লিখিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য, ও মূসালিখিত পাঁচ পুস্তক ও নানা ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থের নানা অংশ।

২। যে পুস্তকের যে প্রকার রচনা আছে, তাহার সেই রচনাতে ঈশ্বর সম্মত ছিলেন। সকল গ্রন্থের যদি এক প্রকার রচনা হইত, তবে কোন্ গ্রন্থ কাহার রচিত ইহা অনিশ্চিত থাকিত, এবং কি জানি তাবৎ গ্রন্থই এক জনের রচিত এমত সন্দেহও জন্মিতে পারিত। আর সকল পাঠক এক প্রকার রচনা ভাল বাসে না, অতএব যদি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের এক প্রকার রচনা হইত, তবে তাহা পাঠ করণদ্বারা অল্প লোকের মনোরঞ্জন হইত, এবং অল্প লোক সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিত। কিন্তু নানা ভাগের নানা প্রকার রচনা আছে, তাহাতে নানা গ্রন্থ নানা পাঠকের বোধগম্য ও মনোরম্য হয়; এবং যে পাঠক সমস্ত পাঠ করে, সেও

ক্লান্ত হয় না। যেমন নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের স্বর মিলিয়া মনোরম্য বোধ হয়, তদ্রূপ নানা লেখকের নানা প্রকার রচনার মিলনদ্বারা ধর্ম্ম-পুস্তক মনোরম্য হয়।

৩। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের দত্ত, সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সত্যবাদী, এই কারণ ধর্ম্মপুস্তকের সকল কথা সত্য। কিন্তু সেই সত্যতা কিরূপ তাহাতে পাঠকের মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ধর্ম্মপুস্তকে যত ঘটনার বিবরণ আছে, সেই সকল ঘটনার বিবরণ সত্য; এবং ঈশ্বরের হউক কিম্বা মনুষ্যের হউক, যাহার যে কর্ম্ম ও যে কথা লিখিত আছে, সেই তাহার কর্ম্ম ও কথা বটে, ইহা জানিবা। কিন্তু কোন দুষ্ট লোকের বাক্য যে ঈশ্বরীয় বাক্য, এমন যেন কাহারও বোধ না হয়।

সত্যতার এই যে নির্ণয় করা গেল, তদনুসারে ধর্ম্মপুস্তকের সকল কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই, আদিভাগে লিখিত অসংখ্য ঘটনার কথা অন্তভাগে লিখিত আছে, কিন্তু সেই সকল ঘটনার মধ্যে একের বিবরণে যে কোন প্রকার ভ্রান্তি আছে, যীশুর ও প্রেরিতদের মনে এমন সন্দেহের লেশও ছিল না।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে কি২ কথা লিখিতে হয়, কি২ কথা লিখিতে হয় না, তাহা ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, ইহা জানিবা। অমুক কথা কি অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে? এই প্রকার জিজ্ঞাসা আমরা অনেক কথার বিষয়ে করিতে পারি, কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া যদ্যপি আমাদের অসাধ্য হয়, তথাপি পূর্ব্বকালীয় মনুষ্যদেরও অসাধ্য ছিল, কিম্বা ভাবিকালীয় মনুষ্যদের অসাধ্য হইবে, ইহা আমরা বলিতে পারি না। ইহার উদাহরণ। মল্কীষেদকের বিবরণ কি অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে? এবং তাহার পিতামাতার ও পুত্রপৌত্রাদির ও আয়ুর কথা কেন লিখিত হয় নাই? এই দুই জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা দিতে পারি, কিন্তু তাহার উত্তর দেওয়া যিহূদীয়দের অসাধ্য ছিল। অতএব যাহা লিখিত আছে তাহা ঈশ্বরের আদেশানুসারে লিখিত হইয়াছে, এবং যাহা অলিখিত তাহাও ঈশ্বরের আদেশানুসারে অলিখিত হইয়া রহিয়াছে। এই হেতুক অন্য কোন বচনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের বৃদ্ধি করা, এবং তাহার কোন কথা লোপ করা, এই দুই কর্ম্ম নিষিদ্ধ আছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৪; ২। ১২; ৩২। হিতোপদেশ ৩০; ৬। প্রকাশিতবাক্য ২২; ১৮, ১৯।

৫। কোন গ্রন্থলেখক আপনি যাহা২ কহেন, অর্থাৎ যে২ কথা তাঁহার নিজ বুদ্ধির ফল বোধ হয়, সেই সমস্ত কথাও ঈশ্বরের শিক্ষিত ও গ্রাহ্য। আর সেই কথা দুই প্রকার, প্রথম, শিক্ষাদায়ক ঈশ্বরের যোগ্য, দ্বিতীয়, ঈশ্বরহইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যের যোগ্য।

ইহার প্রমাণ। "অবিবাহিত লোকদের বিষয়ে প্রভুর কোন আজ্ঞা "পাই নাই, কিন্তু বিশ্বাসপাত্র হইবার জন্যে প্রভুর অনুগ্রহ পাইয়া আপনি "এই পরামর্শ দিতেছি।" ১ করিন্থি ৭; ২৫। পৌলের সেই পরামর্শ কোন ঈশ্বরীয় দর্শনের ফল ছিল না, সে তাহার নিজ বুদ্ধির ফল বোধ হইল,

তথাপি সেই পরামর্শও গুপ্তরূপে ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত শিক্ষার ফল এবং ঈশ্বরের অভিমত ও উত্তম ছিল।

যে কথা গ্রন্থলেখকের নিজের কথা বোধ হয়, তাহার মধ্যে প্রথম প্রকার কথা শিক্ষাদায়ক ঈশ্বরের যোগ্য। ইহার উদাহরণ। "এ "প্রযুক্ত মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত "হইবে।" আদিপুস্তক ২; ২৪। এই যে বচন তাহা গ্রন্থলেখক মুসারই বচন বোধ হয়, কিন্তু মুসার সেই বচন শিক্ষাদয়ক ঈশ্বরের বচনের তুল্য, ইহা প্রভু যীশুর প্রমাণদ্বারা জানা যায়।

গ্রন্থলেখকের নিজের যে দ্বিতীয় প্রকার কথা, তাহা ঈশ্বরহইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যের যোগ্য। ইহার উদাহরণ; পৌল প্রভৃতির পত্রে লিখিত প্রার্থনা ও নমস্কার ও রোগনিবারণাদি সাংসারিক বিষয়সম্বন্ধীয় পরামর্শ।

৬। ধর্ম্মপুস্তকের রচকেরা যে২ শব্দ লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সকল শব্দ ব্যবহার করণে ঈশ্বর সম্মত ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে যে২ শব্দ অর্থের মুলস্বরূপ, সেই সকল শব্দ তাঁহার আদেশানুসারে লিখিত হইয়াছে, যেহেতুক উক্ত লেখকেরা "মনুষ্যের জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা "না কহিয়া পারমার্থিক কথাতে পারমার্থিক উপদেশ দিয়া পবিত্র আত্মার "জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা ঐ বিষয় কাইতেন।" ১ করিন্থীয় ২; ১৩।

ইহার উদাহরণ। "ইব্রাহীম পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার "বিশ্বাসকে পুণ্যার্থে গণনা করিলেন।" আদিপ ১৫; ৬। এই কথা কে কহেন? না,তাহা ইতিহাসলেখক মুসার নিজের কথা। কিন্তু তাহার নিজের কথা হওয়াতে তাহা ঈশ্বরীয় বচনের তুল্য, এবং 'বিশ্বাস' ও 'পুণ্য' ও 'গণনা করা,' এই তিন শব্দ যে ঈশ্বরের শিক্ষানুসারেই লিখিত তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যত গ্রন্থ আছে সেই সকল গ্রন্থ উক্ত ছয় লক্ষণ বিশিষ্ট এবং সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত। "ঐ সকল শাস্ত্র (অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের প্রত্যেক গ্রন্থ) ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত," ইত্যাদি। ২ তীম ৩; ১৬। আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতেরা আদিভাগের নানা গ্রন্থের নানা প্রকার কথার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াও ঐ সকল গ্রন্থ যে সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত নহে,এমন সন্দেহ এক বারও প্রকাশ করেন নাই। তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারাগণ সমানরূপে ঈশ্বরের সৃষ্ট হইলেও যেমন তাহার মধ্যে তেজের তারতম্য আছে, তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল গ্রন্থ সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত হইলেও তাহার মধ্যে পরিত্রাণ ও ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক শিক্ষারূপ তেজের তারতম্য আছে। ইহার উদাহরণ, যোহনলিখিত সুসমাচার এবং রূতের বিবরণ, এই দুই গ্রন্থ সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত, এবং পূর্ব্বোক্ত ছয় লক্ষণ উভয় গ্রন্থে মিলে, ইহা সত্য বটে; তথাপি রূতের বিবরণ অপেক্ষা যোহনলিখিত সুসমাচার গুরুতর ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তাহা হইলেও নিম্ন লিখিত বচনে মনোযোগ করা সকলের উচিত, যথা,

"আমরা যেন সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনাজনক শাস্ত্রদ্বারা প্রত্যাশা পাই,

"এই নিমিত্তে পূর্ব্বকালাবধি যে সকল কথা লিখিত আছে, সে সকল "আমাদের উপদেশের নিমিত্তেই আছে।" রোম ১৫; ৪।

"ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এবং ঈশ্বরের সেবক যা-"হাতে সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এমন উপ-"দেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।" ২ তীম ৩; ১৬, ১৭।

১০। মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মপুস্তক দান করণে ঈশ্বরের অভি-প্রায়ের নির্ণয়।

ধর্ম্মপুস্তকের যে দুই বচন এই ক্ষণেই লিখিত হইল, তাহাদ্বারা তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, তদ্ভিন্ন সেই অভিপ্রায় অন্য বচনেও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন২ বচন নীচে লেখা যাইতেছে।

"পবিত্র শাস্ত্র খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যয়দ্বারা পরিত্রাণজনক জ্ঞান দিতে "সমর্থ আছে।" ২ তীম ৩; ১৫।

"যীশু ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং "বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামেতে পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই "সকল লেখা গিয়াছে।" যোহন ২০; ৩১।

"ঈশ্বর যাকুবের কাছে আপন বাক্য, ও ইস্রায়েলের কাছে আপন "বিধি ও রাজ্যনীতি প্রকাশ করিয়াছেন।" গীত ১৪৭; ১৯।

এই২ রূপ বচনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তক দেওনে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত বাক্য ঈশ্বরের বাক্য, কিম্বা ঈশ্বরের আদেশানু-সারে আমাদের নিকটে জ্ঞাপিত বাক্য, ইহা নিশ্চয়।

ঈশ্বর আপনার বাক্যদ্বারা মনুষ্যকে কি২ জানান? ইহার উত্তর এই।

১, ঈশ্বরের তত্ত্ব ও গুণ ও কর্ম্ম ও আজ্ঞা।

২, মনুষ্যের পাপদ্বারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করণ ও দণ্ডের পাত্র হওন।

৩, যীশু খ্রীষ্টদ্বারা মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ করণে ঈশ্বরের পরামর্শ।

৪, সেই পরিত্রাণপ্রাপ্তির নিমিত্তে মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৫, পরকালসম্বন্ধীয় জ্ঞান, অর্থাৎ নরক ও স্বর্গ ও শরীরের পুনরুত্থান ও বিচারদিন বিষয়ক জ্ঞান।

এই২ রূপ কথা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা জানাইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, ইহাতে কোন২ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

(১) আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পরমার্থসম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতি-রেকে ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা এই সংসার বিষয়ক অন্য২ প্রকার জ্ঞান দেওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না, যেহেতুক যাহাহইতে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্প-কর্ম্ম ইত্যাদির জ্ঞান এবং সাংসারিক নানা বিদ্যার লাভ হইতে পারে, এমন বুদ্ধি ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টিসময়ে দিয়াছিলেন, এবং এমত জ্ঞান

মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত হইয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে, অতএব ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা সাংসারিক জ্ঞানের কথা প্রকাশ করা ঈশ্বরের আবশ্যক ছিল না। তথাপি এইরূপ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানহইতে লাভ হইতে পারে।

(২) মনুষ্য আপন বুদ্ধির তেজে যাহা আপনি জানিতে পারে, তাহা প্রকাশ করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না, তবে যাহা আপনাহইতে জানিতে মনুষ্যের অসাধ্য এমত কথা প্রকাশ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। এবং পাপ প্রযুক্ত মনুষ্যের বুদ্ধি স্থূল হইয়াছে, এই নিমিত্তে যে২ কথা আপনি স্পষ্ট হইয়াও পাপান্ধ মনুষ্যের চক্ষুর অদৃশ্য হয়, এমত অনেক কথাও ঈশ্বর জানাইয়াছেন। অতএব পরমার্থ বিষয়ক যে২ কথা ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দুই প্রকার; প্রথম, পাপী না হইলে মনুষ্য যাহা আপনি জানিতে পারিত, এমন কথা; দ্বিতীয়, যাহা জানিতে মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য ছিল, এমন কথা। প্রথম প্রকার কথার উদাহরণ দেবপূজাজন্য দোষের কথা, ফলত দেবপূজা করা পাপ এবং দণ্ডের যোগ্য কর্ম্ম, ইহা পাপী মনুষ্য আপনি জানে না, কিন্তু তাহা জানিতে মনুষ্যের কিছু অসাধ্য নহে। দ্বিতীয়ের উদাহরণ প্রভু যীশুদ্বারা পরিত্রাণের কথা, ফলত ঈশ্বর যদি এই কথা প্রকাশ না করিতেন, তবে তাহা জানিতে মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য হইত।

(৩) গুরু যাহা শিখায় তাহা যদি শিষ্য আপনি পূর্ব্বে জ্ঞাত আছে, তবে এমন গুরুতে তাহার কি প্রয়োজন? সুতরাং এমন গুরু নিষ্প্রয়োজনীয়। এবং ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা মনুষ্যজাতিকে যাহা জানান, তাহা যদি মনুষ্য ঈশ্বরীয় আদেশ বিনা আপনি জানে, তবে ধর্ম্মপুস্তকে তাহার কি প্রয়োজন? অতএব ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরদত্ত হয়, তবে তাহার মধ্যে লিখিত প্রধান কথার জ্ঞান স্বভাবতো মনুষ্যের অপ্রাপ্য, ইহাতে কি আশ্চর্য্য?

(৪) ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তক লেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে অলিখিত পুরুষপরম্পরাগত বাক্য অতি চঞ্চল, কিন্তু লিখিত কথা নিশ্চল। তাহাতে ঈশ্বর যদি লিখিত শাস্ত্র না দিতেন, তবে তাঁহার জ্ঞাপিত বাক্য অবগত হওয়া অতি অল্প লোকের সাধ্য হইত, অন্য সকল লোক তাহার নিশ্চিত জ্ঞান পাইতে পারিত না। ইহা সুস্পষ্ট, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকহইতে তাহার প্রমাণও দিব।

"এখন আপনাদের জন্যে এই গীত লিখিয়া তুমি ইস্রায়েল বংশকে
"তাহা শিক্ষা দেও ও তাহাদের মুখস্থ করাও, তাহাতে এই গীত আমার
"জন্যে ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে সাক্ষী হইবে। যখন তাহাদের
"প্রতি নানা অমঙ্গল ও ক্লেশ ঘটিবে, তৎকালে এই গীত সাক্ষীস্বরূপ
"হইয়া তাহাদের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিবে।" দ্বিতীয় বিব ৩১; ১৯, ২১।

"পরে মূসা সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই সকল ব্যবস্থা পুস্তকে লিখিয়া পরমে-
"শ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিল: এই ব্যব-
"স্থাগ্রন্থ যেন সে স্থানে তোমাদের প্রতিকূলে সাক্ষী হয়, এই জন্যে তো-

"মরা ইহা লইয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে রাখ।" দ্বিতীয় বিব ৩১; ২৪-২৬। ঐ নিয়মসিন্দুকের মধ্যে ঈশ্বরের স্বহস্তলিখিত দশ আজ্ঞা ছিল, এবং তাহার পার্শ্বে মূসাদ্বারা লিখিত ব্যবস্থাগ্রন্থ ছিল; সেই দশ আজ্ঞা এবং সেই ব্যবস্থাগ্রন্থ পাপিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অর্থাৎ প্রমাণ দিত, এই জন্যে সেই সিন্দুকের সাক্ষ্যসিন্দুক এই নাম হইল।

"ভাবিলোকদের নিমিত্তে এই লিখিত হয়; যে লোকেরা সৃষ্ট হইবে, "তাহারা পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করিবে।" গীত ১০১; ১৮।

"পরমেশ্বরের পুস্তক পাঠ করিয়া বিচার কর, ইহার একেরও অভাব "হইবে না, কেননা পরমেশ্বরের মুখ ইহা কহিয়াছেন।" যিশ ৩৪; ১৩।

"আমি আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ তোমাকে লিখিতে মনস্থ করিলাম, "তাহাতে তুমি যে সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত "হইবা।" লূক ১; ৪।

"আমার পরলোক প্রাপ্তির পরেও ইহা যেন সর্ব্বদা তোমাদের স্মরণে "থাকে, এমন উপায় করিতে যত্ন করিতেছি।" ২ পিতর ১; ১৫।

"হে প্রিয়বর্গ, তোমরা যেন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্য, "এবং ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রেরিত যে আমরা, আমাদের আজ্ঞা স্মরণ "কর. এই জন্যে আমি পত্রদ্বয়দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া তোমাদের সরল "মনকে প্রবৃত্তি দিতে তোমাদের প্রতি এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলাম।" ২ পিতর ৩; ১।

"তোমরা যে সত্য ধর্ম্ম অজ্ঞাত আছ, এই জন্যে তোমাদিগকে লিখ- "লাম তাহা নয়, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম জ্ঞাত আছ, এবং সত্য ধর্ম্মের মধ্যে "কোন মিথ্যা নাই, এই জন্যে লিখিলাম। তোমরা প্রথমাবধি যে কথা "শুনিয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে থাকুক; সেই প্রথমাবধি শ্রুত বাক্য "যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমরা পিতাতে ও পুত্রেতে "থাকিবা।" ১ যোহন ২; ২১, ২৪।

(৫) ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তক মূলভাষাতে লেখাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার অনুলিপি যাহারা লিখিয়াছে, কিম্বা যন্ত্রদ্বারা ছাপাইয়াছে, তাহাদিগের বিশেষ উপকার করেন নাই, যেহেতুক তাহা অনাবশ্যক ছিল। এবং যাহারা ধর্ম্মপুস্তক মূলভাষাহইতে ভাষান্তর করিয়া দিয়াছে, তাহা-দেরও বিশেষ উপকার করেন নাই। তিনি মনুষ্যজাতিকে যে দর্শন ও জ্ঞানশক্তি দিয়াছেন, তাহাই এই প্রকার কর্ম্ম করণার্থে প্রচুর। তদ্ভিন্ন যাহারা এমন কর্ম্ম করণের সময়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রার্থনানুসারে তিনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। অতএব মূলভাষাতে লিখিত ধর্ম্মপুস্তক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরদত্ত বটে, কিন্তু তাহার নানা অনু-লিপিতে ও তর্জ্জমাতে যে২ ভ্রান্তি আছে, সেই সকল ভ্রান্তির দোষ ঈশ্ব-রেতে অর্পণ করা আমাদের অনুচিত, যেহেতুক তাহা মনুষ্যের অমনোযোগ ও অজ্ঞানতাহইতে জন্মিয়াছে। আর তাহার মধ্যে যে ভ্রান্তি ভারি তাহার শোধন করা দুষ্কর নহে; এবং যাহার শোধন করা দুষ্কর বোধ হয়,

তাহাতে কিছু আইসে যায় না। ইহার উদাহরণ এই দেশীয় ভাষাতে কেরি সাহেবের এবং য়েতস সাহেবের যে দুই তর্জ্জমা আছে, তাহার মধ্যে যে সকল কথার ঐক্য আছে, সেই কথা গুরুতর ; এবং যে কথার অনৈক্য আছে, সেই কথা লঘুতর। আর মূলভাষার নানা অনুলিপির যে অনৈক্য আছে, সে কি প্রকার? না, এক পুস্তক দুই স্থানে ছাপাইলে সেই দুই পুস্তকের যে অমেল জন্মে, তদ্রূপ ; তাহাতে একের অশুদ্ধ কথা অন্যের পাঠদ্বারা শোধন করা কঠিন নহে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকের নানা অনুলিপিতে যত অনৈক্য আছে, ধর্ম্মপুকের মূলভাষাতে লিখিত নানা অনুলিপিতে তত অনৈক্য পাওয়া যায় না। এবং যে অনৈক্য আছে, তাহার দশ অংশের মধ্যে নয় অংশ এমন ক্ষুদ্র যে তর্জ্জমাতে প্রকাশ পাইতে পারে না। মূলভাষাতে লিখিত ধর্ম্মপুস্তক অন্য২ পুরাতন পুস্তক সকল অপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ এই২।

১, যিহূদি লোকেরা আদিভাগ ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছে এবং তাহার অক্ষর পর্য্যন্ত গণনা করিয়া প্রতিপুস্তকের অক্ষরের সংখ্যা লিখিয়া দিয়াছে। ২, তাহাদের যত ভজনালয়, সেই সকল ভজনালয়ে প্রতি বিশ্রামবারে মূলভাষাতে লিখিত আদিভাগের দুই২ খণ্ড পাঠ হইত এবং অদ্যাপি পাঠ হইতেছে, তাহাতে শুদ্ধ অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া কিম্বা ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে প্রতি সভার চেষ্টা আছে। ৩, যদি কোন স্থানস্থ সভার লোক কোন ক্রমে অশুদ্ধ অনুলিপি ধরিয়া পাঠ করে, তবে অন্য২ স্থানহইতে যিহূদি লোক সেই সভাতে আইলে ঐ অনুলিপির অশুদ্ধতা প্রকাশ করিয়া সেই সভার নিন্দা অবশ্য করিবে, ইহা জানিয়া প্রতিসভার লোক অতি পূর্ব্বকালাবধি এ বিষয়ে অতি সাবধান হইয়া আসিতেছে। ৪, তদ্রূপ অন্তভাগ যে গ্রীক ভাষাতে লিখিত হইয়াছিল, সেই ভাষাতে প্রতি প্রভুর দিনে (অর্থাৎ রবিবারে) লক্ষ২ মণ্ডলীর মধ্যে অন্তভাগের কোন অংশ পাঠ হইত, যেহেতুক খ্রীষ্টের জন্মাবধি ছয় শত এবং ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত সেই গ্রীকভাষা নানা দেশে চলিত ও সামান্য লোকদের বোধগম্য ছিল। ৫, যদি কোন মণ্ডলীর মধ্যে অশুদ্ধ অনুলিপি পাঠ হয়, তবে অন্য স্থানহইতে আগত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সেই অশুদ্ধতা প্রকাশ করিয়া ঐ মণ্ডলীর নিন্দা করিবে, এই ভয়ে সকল মণ্ডলী সাবধান থাকিত। ৬, অন্তভাগের দুই তিন অতিপুরাতন অনুলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সেই অনুলিপি মুহম্মদের জন্মের দেড় শত কিম্বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

অতএব ঈশ্বর যদ্যপি ধর্ম্মপুকের অনুলিপি করণে লেখকদের বিশেষ সহায়তা করেন নাই, তথাপি সেই সকল অনুলিপি যাহাতে অতি অশুদ্ধ না হয়, এমন মনোযোগ তিনি করিয়াছেন। তাহাতে যাহা অশুদ্ধ তাহা কোন প্রকার সন্দেহ জন্মাইতে পারে না।

শ্রীরামপুরস্থ অবগাহক মণ্ডলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

[২৩২ পৃষ্ঠহইতে চলিতেছে]

সম্প্রতি শ্রীরামপুরের মণ্ডলীর বিশেষ বিবরণ কিছু লিখি। এই মণ্ডলী ইং ১৮০০ শালের ২৬ এপ্রিল তারিখে স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অংশ জান তামস, ও উলিয়ম কেরি, ও উলিয়ম লং, ও সেমুয়েল পৌল, ও জান ফৌন্টেন ছিলেন। ইহারা পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলার মদনাবাটী গ্রামে এক মণ্ডলী স্থাপন করিয়া তথায় প্রভুর ভোজন লইতেন। পরে জসুয়া মার্স্মন, ও হেনা মার্স্মন, ও উলিয়ম ওয়ার্ড, ও দানিএল ব্রুন্সডন, ও এন্ ব্রুন্স্ডন, ও এন গ্রাণ্ট, ও মেরি টিড, ইহাঁরা যৎকালে ইংগ্লণ্ডহইতে এতদ্দেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা সকলে সম্মত হইলে ঐ মণ্ডলী স্থানান্তরে অর্থাৎ শ্রীরামপুরে স্থাপিত হইল। পরে ১৮০০ শালের ২৮ সেপ্টম্বর তারিখে ফিলিক্স কেরি ও কৃষ্ণ পাল ইহাঁরা প্রথমে অবগাহনদ্বারা সেই মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইলেন।

তৎপরে কএক বৎসর পর্য্যন্ত অবগাহন মতাবলম্বী প্রত্যেক মিশনরি সাহেব ও প্রত্যেক মনঃপরিবর্ত্তিত লোক এই মণ্ডলীভুক্ত হইলেন। কিন্তু ১৮০৪ শালের আরম্ভে দিনাজপুরে অপর এক মণ্ডলী স্থাপিত হইল। এবং তাহার অল্প কাল পরে কাঁটোয়াতে ও যশোহরে অন্য দুই মণ্ডলী স্থাপিত হইল। পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশের স্থানে ২ ব্যাপ্ত হইলে মণ্ডলীগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎকালে শ্রীরামপুরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ কলিকাতায় ঐ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলে তথায় যে সকল লোকের মনঃপরিবর্ত্তন হইল, তাঁহাদের সভা এবং শ্রীরামপুরের মণ্ডলীভুক্ত লোকদের সভা এক মণ্ডলীরূপে গণিত হইল। এইরূপে ঐ অধ্যক্ষগণ ১৮২৫ শাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় সুসমাচার প্রচার করিতেন শেষে রবিন্সন সাহেব যিনি এইক্ষণে ঢাকায় আছেন, তাঁহাকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন; তদবধি কলিকাতায় পৃথক মণ্ডলী স্থাপিত হইয়া স্বাধীন হইয়া উঠিল। একারণ আমরা শ্রীরামপুর মণ্ডলীর লোকসংখ্যার বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারি না। তথাপি অনেক শ্রম ও সাবধানতা পূর্ব্বক প্রথমাবধি ১৮৪৭

শালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই মণ্ডলীভুক্ত ৪৫২ জন স্থির করিয়াছি, তন্মধ্যে ৩৭২ জন এই স্থানে অবগাহিত হয়, অবশিষ্ট ৮০ জন অন্যং মণ্ডলীহইতে আসিয়া এই মণ্ডলীভুক্ত হয়; উক্ত ৮০ জনের মধ্যে ২৪ জন পূর্ব্বে হিন্দু কি মুসলমান ছিল। যে সকল লোক মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় ৩০ জন মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত হইয়া অদ্যাপি জীবৎ আছে, অন্যও ৩৬ জন বহিষ্কৃত হইয়া মৃত হইয়াছে। অবশিষ্টদের মধ্যে ৭০ জনের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, বোধ হয় তাহাদের একাংশ অদ্যাপি বিশ্বাসে স্থির হইয়া ইউরোপে কিম্বা ভারতবর্ষেতেই বর্ত্তমান আছে, অধিকাংশ লোক প্রভু যীশুতে বিশ্বাস রাখিয়া মরিয়াছে, এবং কএক জন স্বেচ্ছানুসারে ঈশ্বরের মণ্ডলীহইতে বিভিন্ন হইয়াছে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে শ্রীরামপুরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা কেবল জ্ঞানপ্রযুক্ত তাহা নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের মঙ্গলের চেষ্টা করণ প্রযুক্ত সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন।

কেরি ও ফৌণ্টন ও মার্শমন ও ওয়ার্ড ও ম্যাক, এই ২ সাহেবের নাম চিরস্মরণীয়। যেহেতুক তাঁহাদিগের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার কেবল কলিকাতায় তাহা নহে, কিন্তু এতদ্দেশের সমুদয় প্রদেশে ব্যাপিল। তাঁহারা লোকদের মধ্যে কিরূপ আচার ব্যবহার করিতেন, এবং কিরূপ মনুষ্যগণকে দেবপূজাহইতে ফিরাইয়া সত্য ও জীবৎ ঈশ্বরের সেবা করিতে প্রবৃত্তি দিতেন, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম্মদ্বারা জানা যায়। তাঁহাদিগের অনুগামি অনেক ২ ইউরোপীয় ও বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা মৃত হইয়া স্বর্গস্থ পিতার সম্মুখে গৌরবান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে। উক্ত সাহেবেরা ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ও ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক তাড়না ও আশাভঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা সমুদয় জ্ঞাত নহি, কিঞ্চিন্মাত্র জানি। তথাপি তাঁহারা অনবরত তৎকর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত হন নাই। কেননা ঈশ্বরের কর্ম্ম কদাচ বিফল হইবে না, ইহা তাঁহারা জানিতেন।

ভারতবর্ষস্থ মণ্ডলীবর্গের মধ্যে তাঁহাদিগের বিশ্বাসের ও প্রার্থনার ও প্রেমের শত২ চিহ্ন পাওয়া যায়। দেখ সেই সকল মণ্ডলীর অনেক অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের দ্বারা ঈশ্বরের মেষগৃহের

মধ্যে আনীত হইয়াছিল। এই শ্রীরামপুরের মণ্ডলী বহুকাল পর্য্যন্ত অনেক দুঃখ ও পরীক্ষা ভোগ করিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কেননা পৌল ও বর্ণব্বার সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত নূতন স্থাপিত প্রত্যেক মণ্ডলী তদ্রূপ দুঃখ পাইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু গলাতীয় ও করিন্থীয় মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ স্বয়ং ঈশ্বরের শিক্ষিত ছিলেন, বটে, তত্রাপি সেই সকল মণ্ডলীমধ্যে বিবাদী ও সাংসারিক স্বভাব বিশিষ্ট কতক লোক ছিল। আরো দেখ, থিষলনীকীয় ও ফিলিপ্পীয় মণ্ডলী অতি সুন্দর ছিল বটে, তথাপি তাহাদের মধ্যেও কতক লোক খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু হইয়া কারাবদ্ধ পৌল প্রেরিতের ক্লেশ বৃদ্ধি করিয়াছিল। যাহারা পৌলের পত্র সকল ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ এবং পূর্ব্বকালীয় মণ্ডলীগণের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়াছে, তাহারা ভারতবর্ষস্থ মণ্ডলীবর্গের নানাবিধ ত্রুটিতে বিস্ময়াপন্ন হইবে না, এবং হিন্দু ধর্ম্ম ও বঙ্গদেশীয় লোকদের স্বভাব যে সেই সকল ত্রুটির প্রধান মূল, ইহাও অনায়াসে বুঝিবে।

প্রেরিতদিগের দ্বারা স্থাপিত পূর্ব্বকালীয় মণ্ডলীবর্গের যে বৃত্তান্ত আমাদিগের হস্তে আছে, তাহাতে মনোযোগ করিলে আমরা মণ্ডলীবিষয়ক নানা ভ্রান্তিহইতে রক্ষা পাইতে পারি। বিশেষতঃ মণ্ডলীর পবিত্রতা ও শান্তি জন্মাইতে ও ত্রাণকর্ত্তার মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে আমাদের অনবরত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন আমরা যদি প্রেরিতগণের মৃত্যুর পরে স্থাপিত মণ্ডলীগণের বিবরণ পড়ি, তবে তাহাতেও আমাদের অনেক লাভ হইবে। এই দেশে আশি বৎসরের পূর্ব্বে এক জন ধার্ম্মিক লোককে পাওয়া দুষ্কর ছিল, কিন্তু আশি বৎসরের মধ্যে অনেক ২ মণ্ডলী ও পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক লোক সুসমাচার গ্রাহ্য করণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ঈশ্বরের সহিত মিলন পাইয়া মরিয়াছে, এবং অনেকে সেই সুসমাচারানুসারে আচরণ করিতে ২ অদ্যাপি জীবৎ আছে, ইহা আনন্দের বিষয় বটে। তথাপি এই দেশীয় মণ্ডলীবর্গের অনেক কর্ম্ম এখনও অবশিষ্ট আছে।

হে ভ্রাতৃগণ, পূর্ব্বে আমরা যত দুঃখ পাইলাম ও যত বিপদ ভোগ করিলাম, ইহার পরে যেন তত আনন্দ প্রাপ্ত হই, এবং

পরমেশ্বরের কর্ম্ম আমাদের প্রতি ও তাঁহার মহিমা আমাদের সন্তানগণের প্রতি যেন প্রকাশিত হয়, এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য আমাদের প্রতি প্রকাশিত হউক, তিনি এমত অনুগ্রহ করুন; এবং তিনি আমাদের হস্তকৃত কর্ম্ম সফল করুন।

কর্ত্তাভজা নামে বিখ্যাত দলের কথা।

এইক্ষণে কতক গুলিন মনুষ্য কর্ত্তাভজা নামে বিখ্যাত হইয়া কেবল আপনারা বিপথে গমন করিতেছে তাহা নয়, বরং অন্য লোকদিগকেও কুপথে লওয়াইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছে। আর তাহারা কি ২ কর্ম্ম করে, আর কি প্রকারেই বা লোকগণকে আপন পথে আনয়ন করে, আর তাহাদের ভজনাই বা কি, আর কাহার উপর বিশ্বাস করিয়া ভরসা করে যে তাহারা নিস্তার পাইবে, এই সকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করি। কেননা বোধ হয় অনেক সত্যধর্ম্মপ্রচারক অর্থাৎ খ্রীষ্টের সুসমাচাররূপ বীজবপনকারকেরা এই সকল বিষয় জ্ঞাত নহে, কিন্তু ঐ সকল জ্ঞাত হওয়া সকলেরই উচিত, যেহেতুক কোন সময়ে যদি কোন কর্ত্তাভজা লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহার নিকট প্রচার করণের উত্তম উপায় হইবে, আর তাহাদের মধ্যে যে সকল দোষ ও অযৌক্তিক কথা ও মিথ্যা ভরসা আছে, তাহা তাহাকে দেখাইতে পারিবেন, এই মনস্থ করিয়া কর্ত্তা অর্থাৎ আউলে নামক ব্যক্তির আজন্ম বৃত্তান্ত যাহা আমি কর্ত্তাভজার নিকট ও অন্যান্য লোকের নিকট শুনিয়াছি, তাহা প্রকাশ করি; মহাশয়েরা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে কুপরামর্শি ব্যক্তির কুবুদ্ধির কেমন প্রখরতা হয় ইত্যাদি।

গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ উলা নামক গ্রামে মহাদেবনামক বারজীবী অর্থাৎ বারুই বাস করিতেন। ঐ ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিলেন; পরে প্রতি দিবস পর্ণ উত্তোলন জন্য পর্ণাকরের মধ্যে প্রবেশ করিতেন, হঠাৎ এক দিবস তাম্বূল আহরণ করিবার নিমিত্তে বুরুজমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বালককে হস্ত পাদাদি নাড়িয়া রোদন করিতে দেখিল, পশ্চাৎ অকস্মাৎ সে স্থানে বালক দেখিয়া

বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনেক কাল নিস্তব্ধ হওত দণ্ডায়মান হইয়া বিবেচনা করিল, যে আমার পুত্র নাই, এই নিমিত্তে ঈশ্বর আমার উপর কৃপা করিয়া এই পুত্র দিয়াছেন। এই সকল বিতর্ক মনে ২ বিচার করিয়া ঐ বালককে লইয়া আপন ভবনে আনয়ন করত প্রতিবাসি লোকগণকে আহ্বান করত, কি প্রকারে বালক পাইয়াছে, এ সকল বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইলে তাহারাও বলিল যে গোবিন্দ তোমার দুঃখ দেখিয়া তোমাকে পুত্র দিয়াছেন, ইহা বলিয়া বারুয়ের স্ত্রীকে ডাকিয়া সকলে বলিল যে ঐ পুত্র এখন তোমার হইল, তুমি উহাকে লালন পালন কর। ইহা কহিয়া প্রতিবাসি লোক প্রস্থান করিলে ঐ স্ত্রী তাহাকে আপন সন্তান বোধে প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই স্থানে পাঠকবর্গ ঐ বালকের জন্ম বিষয়ে বিবেচনা করিবেন; আমি এ বিষয় প্রকাশ করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করি না, কেননা ঐ প্রকার বালক অনেক স্থানে পাওয়া যায়, ইহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

পরে ঐ বালক বারজীবীভবনে প্রতিপালিত হওত ক্রমে শরীরে বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে কিছু মত্ত অর্থাৎ পাগলের ন্যায় দেখিয়া সকলেই আউলে এই নামে ডাকিতে লাগিল, আর সে বিদ্যানুশীলন না করিয়া পিতার সহিত পাণ বিক্রয় করিতে হট্টে প্রত্যহ গমন করিতে লাগিল। এই রূপে বালকত্ব উত্তীর্ণ হইলে সে প্রতিপালককে ত্যাগ করিয়া এক কন্থামাত্র সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার্শ্বে আসিয়া আপনি যে এক মহাপুরুষ, ইহা বিখ্যাত করিলে ক্রমে দ্বাবিংশতি ব্যক্তি তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিল। অগ্রে মন্ত্র প্রকাশ করিয়া পরে বাইশ জন শিষ্যের নাম প্রকাশ করিতেছি, যথা "সত্য বল গুরু ধর সঙ্গে চল," এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতে অনুমতি দিলেন। শিষ্যবর্গের নাম, যথা ১ আন্দিরাম, ২ রামনাথ, ৩ মনোহর দাস, ৪ নিত্যানন্দ দাস, ৫ নয়ান দাস, ৬ লক্ষীকান্ত, ৭ খ্যালারাম, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ বিষ্ণুদাস, ১০ কিনুগোবিন্দ, ১১ হটুঘোষ, ১২ শ্যাম, ১৩ ভীম, ১৪ নিধিরাম, ১৫ পাঁচকড়ি, ১৬ রাম, ১৭ হরি, ১৮ কানাই, ১৯ নিতাই, ২০ শঙ্কর, ২১ শিশুরাম, ২২ বেচুঘোষ। এই সকল শিষ্য করিয়া সুন্দর বনের নিকট জলাতে বাস করিয়া অনেক লোকদিগকে কুহকে

ফেলিয়া, অর্থাৎ বোবাকে কথা কহাইতে পারি, ও কাণাকে চক্ষু দিতে পারি, ও নানা রোগ সুস্থ করিতে পারি, ইহা কহিয়া অনেক ইতর লোকদিগকে ভোলাইলে তাহারা তাহার কুহকে পতিত হইল।

পরে কিছু কালান্তে আউলে প্রাণত্যাগ করিলে দ্বাবিংশতি ব্যক্তির মধ্যে কয়েক জন প্রতারক নানা প্রতারণা করিয়া অনেক লোককে আপন পথে আনাইল। আমি তাহাদের প্রতারণার কোন কথা প্রকাশ করিয়া পরে তাহাদের প্রার্থনাও প্রকাশ করিয়া শেষ করিব। কোন ব্যক্তিকে বোবা হইতে শিক্ষা দিয়া তাহাকে বলে, যে যদি কখন কোন মনুষ্য কোন রোগগ্রস্থ হইয়া আইসে, তবে সে সময়ে আমরা তোমাকে প্রহার করিব, এবং অনেক প্রহার করিলে পর তুমি কথা কহিবা, ইত্যাদি প্রকারে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে; তাহাতে যদি কোন ইতর অথচ দুর্ভাগ্য মনুষ্য দুর্ভাগ্য বশত প্রধান কর্ত্তাভজার নিকট আইসে, তবে তৎক্ষণাৎ ঐ শিক্ষিত ব্যক্তিকে আনিয়া প্রথমত তাহাকে প্রহার করে, তাহাতে সে কথা কহিলে ঐ রোগিকেও অনেক ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া তাহাকে বলে, যে অরে পাপিষ্ঠ, তোর বিশ্বাস নাই, এই জন্যে তুই সুস্থ হইতে পারিলি না, কিন্তু ঐ দেখ বোবা ব্যক্তি কথা কহিল; তবে আমি তোকে বলি শুন, এই বৃক্ষের মাটী খা, আর বৎসর ২ কর্ত্তার বাটীতে আয়, এবং বিশ্বাস কর, পরে তুই সুস্থ হইবি। এই মত কথা কহিলে ঐ অজ্ঞান ব্যক্তি প্রবঞ্চনা না বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে, আর বৎসর ২ গতায়াত করে, কিন্তু কিছুই সুস্থ হয় না। এই প্রকার প্রতারকেরা প্রতারণা করিয়া কাল যাপন করে। এই ক্ষণে কর্ত্তাভজার প্রার্থনা প্রকাশ করি; মহাশয়েরা শ্রবণ করুন।

যে দেহ আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা অদ্বিতীয় পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময় সত্য, ও তোমার নিত্যদাস জগৎগুরু নির্গুণ শিব শ্রীশ্রী রামবল্লভ ঠাকুর, উভয়ের ধন্যবাদ পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি অধমাধম বল্লভ বল্লভী সকল ইহাদিগের প্রার্থনা এই যেন কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়নদ্বারা যে তোমার তত্ত্ব বোধ হয় এমন যুক্তিসিদ্ধ হয় না, যেহেতু এক শাস্ত্রে এক মত সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় শাস্ত্রে তদ্ভিন্ন;

অতএব মতহইতে মতান্তর যদ্যপি হইল, তবে কি প্রকারে স্থির বোধ হইতে পারে? হে কর্ত্তা আমরা অজ্ঞানী ও অবোধ, আমাদিগকে কৃপা করিয়া সত্য বোধ করাইয়া প্রবোধ দিতে আজ্ঞা হউক; দ্বিতীয় হে মহাপ্রভো, মন্দহইতে রক্ষা করুন, এবং সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি ও সাহস ও সম্মতি প্রদান করুন। ইহা করিতে যদ্যপি আপনকার সন্তোষ হয়, তবে সিদ্ধ হউক।

[কস্যচিৎ সুসমাচরপ্রচারকস্য।

---

১ গীত।

অধম তারণ যীশু পাপির জীবন।
দয়া করি দেহ প্রভু আমার ধর্ম্মজ্ঞান।

অজ্ঞান পামর আমি, শুন ওহে জগৎস্বামী,
নিজ গুণে গুণমনি, বিশ্বাস কর প্রদান।

না ঘুচিল পাপমতি, কি হবে আমার গতি,
দয়াময় তব প্রতি, থাকে যেন মম মন।

তাই বলি কৃপাময়, ধর্ম্মাত্মা দেহ আমায়,
সর্ব্বদা আমার মন, ধর্ম্মেতে করাও গমন।

আপন রক্তে প্রক্ষালিত, করহ আমার চিত্ত,
তবে তো হইব শুচি, করিতে তোমার ভজন।

তব কৃপা হৈলে পরে, মরণে কি করিতে পারে,
তোমার পুণ্যবলে, আমি পাব মোক্ষধন।

২ গীত।

কি হবে ২ গতি যীশু হে আমার।

জন্মকালাবধি আমি, না সেবি আপন স্বামী,
ঐশ্বরিক আজ্ঞা যত, অমান্য করেছি কত,
হইয়া উপায়রহিত, স্মরণ করি তোমার॥

শুনি মঙ্গলসমাচার, প্রফুল্ল মন আমার,
ভরসা হইল তাতে, শুনহ ঈশ্বর সুতে,
জীবেরে নিস্তারিতে, তুমি পরাৎপর ॥

সদয় হৈয়া জীবের প্রতি, ধরি নরের আকৃতি,
সন্ধি করি ঈশ্বর সাথে, পাপের বোঝা লইয়া মাথে,
ভুগিলেন যন্ত্রণা তাতে, বিষম ক্রুশের উপর ॥

তব প্রেমে আকর্ষণ, করহ আমার মন,
তোমার যন্ত্রণা যেন, সর্ব্বদা করি হে ধ্যান,
ঘুচে যাবে পাপমন, তোমায় করি সার ॥

৩ গীত।

ত্রাণ দেহি হে যীশু ঈশ্বর, তব মরণেতে মম নিস্তার।

আমি হে পামর, পাপে জ্বর ২,
তোমাবিনা উপায় নাহিক আর।

অজ্ঞান অবোধ, নাহিক যে বোধ,
কৃপা করি জ্ঞানাঞ্জন দেও আমার ॥

সদাত্মার আশ্রয়, করাও হে আমায়,
যাহাতে ঘুচিবে মনের অন্ধকার ॥

তোমার আশ্রিত, আমি হে নিতান্ত,
প্রসন্ন হও প্রভু মোর উপর ॥

৪ গীত।

আইস সেবি হে, মোরা সকলে,
স্বর্গসুখ তেজি, যেঁহ ভুবনে আইলে ॥

কি কব যীশুর গুণ, ছাড়ি স্বর্গভুবন।
অধম জনার কারণ, আপনি হে মরিলে ॥

অতুল্য প্রভুর প্রেম, না দেখি তাহার সম।
তারিতে পাতক অধম, দুঃখ ভোগিলে।

যীশুর বচন শুন, ওরে আমার পাপী মন।
বিশ্বাস কর এখন, তরিবে অবহেলে ॥

স্মরণ কর হে মন, প্রভুর সে প্রেমধন।
না হবে নরকে গমন, মনে উদয় হইলে।

খ্রীষ্টে কর আত্মার্পণ, দূরে যাবে পাপযাতন।
তবে পাবে মোক্ষধন, বিশ্বাস বাড়িলে ॥

সুসমাচারপ্রচারকদের প্রতি নিবেদনপত্র।

দেখ প্রিয় প্রচারক মহাশয়েরা, আপনারা ভাবতে জ্ঞাত আছেন যে নরাধম পাপিষ্ঠগণের ত্রাতা ও পরম বন্ধু যে যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার প্রেরিতগণ এবং শিষ্যগণ ত্রাণরূপ নিধি প্রকাশ করিতে কি পর্য্যন্ত যত্নবান ছিলেন। দেখ পৌল প্রেরিত ক্ষুদ্র আশিয়া স্থিত সকল স্থানেতে কত দুঃখে খ্রীষ্টবাক্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, আর তিনি জলপথে ও পদব্রজে যাত্রা করিতে যখন যাহা প্রয়োজন হইত তখন তাহা ত্বরায় করত সুসমাচার প্রচার করিতেন, এবং তিনি ইহা প্রকাশ করিতে কোন ওজর করেন নাই, শেষে তিনি আপন প্রাণ পর্য্যন্ত ত্রাতার জন্যে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। আর এই প্রকারে তাঁহার অন্যান্য প্রেরিত ও শিষ্যগণ, যে কেহ আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই তাহা হারাইবে, কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে, ত্রাতার এই উক্ত কথাতে বিশ্বাস করিয়া ক্লেশ ও দুঃখ ও নিন্দা ও তাড়না সহ্য করত সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। আর আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন যে প্রিয় কেরি সাহেব আদি, তাঁহারা যখন এই বঙ্গদেশ মধ্যে আসিয়া সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন, তখন অনেক তাড়না ও দুঃখ ও ক্লেশ ঘটিলেও তাঁহারা এই কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইলেন না। অতএব আমার এই স্থানে এতদ্দেশীয় প্রচারকদের সমীপে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এই দেশে অনেকে যীশু খ্রীষ্টরূপ অমূল্য জ্ঞান পাইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে সেই অমূল্য জ্ঞান এ দেশস্থ অজ্ঞান লো-

কদের নিকটে প্রচার করণার্থে সম্মত হওয়াতে প্রিয় সাহেবেরা তাহাদিগকে প্রচারককর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতঃ পরে ইহাদের মধ্যে কেহ২ সাহেবদের নিকটে আসিয়া এই নিবেদন করেন যে আমার মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া দেন, যেহেতুক আমি আর কোন কর্ম্ম করি না; এই জন্যে আপনি যাহা দেন তাহাতে আমার অকুলান হয়। ইহাতে সাহেব তাহার উপজীবিকা বৃদ্ধি করিয়া দেন, কিন্তু শেষে ইহাদের মধ্যে কেহ২ ঐ টাকা লইয়া কৃষাণ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, কেহ বা দোকান করিতে প্রবৃত্ত হয়, আর কেহ২ সুদগ্রাহকও হয়। কিন্তু ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে, আমার দাস*চাস করে, আমি তো প্রচার করণ ক্ষতি করি না। আর কেহ বলে, আমার ভ্রাতা করে, আমি করি না। এই প্রকারে তাহারা এক২ ওজর করিয়া স্বীয়২ দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করে। দেখ প্রিয় মহাশয়েরা, দাসদ্বারা হউক, বা ভ্রাতাদ্বারা হউক, বা অন্য কোন কাহারও দ্বারা হউক, ইহাতে যে মন দেওয়া হয় না, এমন কথা কে বলিতে পারে? আর ইহাতে যে প্রভুর কর্ম্মের বাধা ও ক্ষতি হয় না, এই কথাতে কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে? কেহ প্রত্যয় করিবে না। আর কেহ২ শকটারোহণ ব্যতিরেকে দুই কিম্বা তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে পারে না। এবং কেহ২ আপন২ কর্ম্মের রিপর্ট দিবার মত কর্ম্ম করে; অর্থাৎ সাহেবদের নিকটে আপন২ কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, এই জন্যে কোন২ খ্রীষ্টীয়ানের ঘরে গিয়া সংক্ষেপে দুই একটা ধর্ম্মকথা বলে, পরে অন্যান্য গল্পের দ্বারা তাহাদিগকে ও আপনাকে তৃপ্ত করে। এবং কেহ২ অধিকাংশ কাল গৃহে থাকিয়া আনন্দ করে। এই প্রকারে অনেকে এই কর্ম্ম করিতে অমনোযোগী আছে, ইহা দেখা যায়। অপর হে এতদ্দেশীয় প্রচারকগণ, এই কর্ম্ম করিতে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা কি এই প্রকার অনিচ্ছুকতা ও বাবুআনা ও সুখাকাঙ্খা এবং অলসতা প্রকাশ করিয়াছিলেন? অতএব হে মহাশয়েরা, আপনাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যাঁহার শিষ্য ছিলেন, ও যে কর্ম্ম করিতেন, তোমরা কি তাঁহার শিষ্য নও? ও সেই মহৎকর্ম্ম কর না? তবে তোমরা কেন তাহাদের ন্যায় এই কর্ম্মে মনোযোগী হও না? ইহাতে দেখা

যাইতেছে যে তোমরা প্রভুকে পূর্ব্বকালীয় শিষ্যদের সদৃশ প্রেম কর না। অপর হে উপদেশক মহাশয়েরা, এই দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম কেন শীঘ্র ব্যক্ত হয় না? এবং খ্রীষ্টাশ্রিতেরা সদ্ব্যবহারি বা হয় না কেন? বোধ হয়, প্রচারকদের এই সকল দোষহেতু এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ হয় নাই। আর ইহাতে বা হইবে কেন? যেহেতুক আমরা যদ্বিষয়ে লোকদিগকে নিষেধ করি, তদ্বিষয়ে আমাদের ভ্রম আছে। যথা, আমরা লোকদিগকে ধনাদিতে আসক্ত হইতে নিষেধ করি, কিন্তু আমরা আসক্ত হই, তবে লোকেরা কেন আমাদের আচরণ না মানিয়া আমাদের কথা মানিবে? আর আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, তাহাতে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ নাই, আর যাহাতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ নাই, সে কর্ম্ম সফল হয় না। হায় ২ আমরা কেমন দুর্ভাগ্য মানুষ। যে ত্রাণকর্ত্তার বিষয় এত জ্ঞান পাইয়াছি, তাঁহার শত্রু হইয়াছি; এবং যে অজ্ঞানদিগকে স্বর্গের পথে লওনার্থে তাঁহার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি, তাহাদিগকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছি। ইহা কেমন পাপ; প্রভু আমাদিগকে কি পুরস্কার দিবেন, না তিরস্কার করিবেন? তাহা আপনারা বিবেচনা করুন।

অতএব হে প্রিয়বর্গ, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদিগকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, তাহা কেবল আমাদের ত্রাণ হওনার্থে দিয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু আমাদের দ্বারা যেন অন্যেরাও পরিত্রাণ পায় এতদর্থেও দত্ত হইয়াছে, এই জন্যে আইস আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মবাধক আর না হইয়া প্রাণপণে তাঁহার বাক্য প্রচার করি। আর আমাদের দুঃখ হউক বা ক্লেশ হউক বা তাড়না ঘটুক, কোন বাধা না মানিয়া আইস আমরা তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই; যেহেতুক পূর্ব্বকালীয় শিষ্যদের অনেক তাড়না ঘটিলেও তাঁহারা খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধ্যর্থে অনেক শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব আমাদের এখন তাদৃশ তাড়না না থাকাতে তদপেক্ষা অনেক শ্রম ও চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকে এই বিষয়ে এই একটা মিথ্যা ওজর করিয়া থাকে, "আমাদের শিক্ষক যে সাহেবেরা, তাঁহারা অগ্রে প্রাণপণে ইহা প্রচার করুন, তৎপশ্চাতে আমরাও তাঁহাদের অনুগামি হইব।" হইতে পারে তাঁহাদের মধ্যে কোন ২ বিষয়ের

ত্রুটি আছে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি অদ্যাবধি দুগ্ধপোষ্য বালক আছ? সর্ব্বদা কি থাকিবা? আর তোমাদের প্রধান শিক্ষকস্বরূপ যে ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা কি তোমাদের হস্তে নাই? এবং তোমাদের চক্ষু কি অদ্যাবধি প্রসন্ন হয় না? হে প্রিয় মহাশয়েরা, যদবধি আমাদের চক্ষু প্রসন্ন ছিল না, তদবধি আমরা যাহা করিয়াছি তাহা করিয়াছি: কিন্তু এখন আমাদের চক্ষু খুলিয়া যাওয়াতে এবং আমাদের হস্তে সত্য শাস্ত্র থাকাতে সেই শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে কেহ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম না করে, সে মনে করুক যে আমাদের প্রত্যেককে স্বং কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, প্রভুর সেবাতে তোমাদের পরিশ্রম বিফল হইবে না, ইহা জানিয়া তোমরা প্রভুর কর্ম্মেতে সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া সর্ব্বদা অতি যত্নবান থাক। ১ করিন্থ ১৫ অধ্যায় ৫৮ পদ। শেষ নিবেদন এই যে মহাশয়েরা ঊর্দ্ধেলিখিত তাবৎবিষয় যথার্থ কি অযথার্থ তাহা আপনারা স্বং মনে পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করত তাহার অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করিতে যত্নবান হইবেন।

[কলিকাতার দক্ষিণস্থিত তোমাদের এক জন ভ্রাতাকর্তৃক।

প্রেমের বিষয়।

সকল উত্তম দান স্বর্গহইতে আইসে। মনুষ্যগণের সৎচিন্তা ও ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ও সুশিক্ষাতে নৈপুণ্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি ও পরমেশ্বরকে ভয় করণ ও তাঁহার বিধি আদি পালন করণ এবং তাঁহার প্রেম করণ ইত্যাদি সমুহ ঈশ্বরহইতে দত্ত না হইলে কোন মনুষ্য আপনাহইতে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর বহু জ্ঞানে গুণবন্ত হইলে ও বিবিধ প্রকার পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিলেও কিম্বা স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা কহিতে পারিলেও যদি প্রেম না থাকে, তবে সে মনুষ্য কেবল শব্দকারক ভেরী ও কাংস্যকরতালিস্বরূপ হয়। আর যদি ভবিষ্যদ্বাক্য এবং সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী হয়, এবং পর্ব্বতকে স্থানান্তর করিতে পারে, এমন বিশ্বাসও যদি থাকে, তথাপি প্রেম না থাকিলে নগণ্যের মধ্যে হয়। অতএব এমত প্রয়োজনীয় এবং সদুপদেশে পরিপূর্ণ যে প্রেমবিষয়ক কথা, তাহা যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিব। খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল প্রেম, প্রভু যীশুর সকল উপদেশ প্রেমময়; যথা, ঈশ্বরকে প্রেম কর, প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর, প্রেমদ্বারা খ্রীষ্টীয়ান লোকদের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি

করিয়া সুখময় স্থানে রাখিলেন, তাহার কারণ নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন, অর্থাৎ যাহাতে মনুষ্য সুখী হয়, এমত উপায় সকল স্থির করিলেন। তিনি যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকল কর্ম্ম প্রেম প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার স্থাপিত নিয়ম সকল জগতে প্রচলিত হইতেছে, যদ্দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি গগণমণ্ডলহইতে দীপ্তি দিতেছে ও শীত গ্রীষ্ম বসন্ত ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া পৃথিবীতে পুষ্পাদি ও ফল প্রভৃতি সকল বৃদ্ধি পাইতেছে। জল স্থল ও শূন্যের প্রতি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রেমের কার্য্য প্রকাশ পাইবে, ক্ষেত্রেতে শস্য ও সমুদ্রেতে জল এবং উদ্যানের বৃক্ষাদির শোভা দেখিয়া কেহ ঈশ্বরের প্রেম অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার প্রেম এ ভূমণ্ডলে এমতরূপে ব্যক্ত আছে যে তাহা বুঝিতে অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন রাখে না, কারণ অতি সামান্য বস্তু দর্শনমাত্রে পরমেশ্বরের প্রেমের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পাপিষ্ঠ লোকদের উদ্ধারের জন্য এ ভূমণ্ডলে প্রেরণ করাতে তাঁহার অতিশয় প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রেমের সহিত উপমা দেওয়া অসাধ্য যেমন, লিখিত আছে, "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন দয়া করিলেন যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন।" যোহন ৩ অধ্যায় ১৬ পদে। হায় ২ এই আশ্চর্য্য প্রেম বর্ণনা করিতে মনুষ্যের সাধ্য নহে। আহা প্রেমেতে পূর্ণ হইয়া সেই প্রভু স্বর্গধাম ও স্বর্গীয় সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগৎস্থ পাপিষ্ঠ মনুষ্যগণের নিস্তার করণ হেতু নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। হায়২ ইহাই সত্য প্রেম। ঈশ্বরের প্রেম যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছে; অতএব হে আমার মন, যীশু খ্রীষ্টের প্রেম স্মরণ করিয়া আইস আমরা তাঁহাকে প্রেম করি।

ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের প্রেম করা কর্ত্তব্য। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা এবং নিস্তারকর্ত্তা ও সর্ব্বেসর্ব্বা, অতএব আমরা যদ্যপি আপনাদের সংসারস্থ পিতা মাতাকে প্রেম করি, তবে স্বর্গীয় পিতা যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহাকে কি প্রেম করিব না? আমরা যদ্যপি আপনাদের সংসারস্থ বন্ধু বান্ধবের প্রতি প্রেম করি, তবে স্বর্গীয় মহান বন্ধু যে অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহাকে কি নিমিত্তে প্রেম করিব না? আমরা মনুষ্যদের নিকটহইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি প্রেম করিয়া থাকি, তবে পরমেশ্বর সদৃশ উপকারক আমরা কোথা পাইব? তিনি মাতৃগর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বাবধি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মনুষ্যেরা ঈশ্বর হইতে নিত্য২ প্রেম পাইয়াও তাঁহাকে প্রেম করিতে চাহে না, ইহাই অকৃতজ্ঞের কর্ম্ম ও দুষ্টতার লক্ষণ! কিন্তু সাবধান, যাহারা ঈশ্বরের প্রেমাস্বাদন পাইয়াছে, তাহারা যেন কদাচ বিস্মৃত না হউক, বরঞ্চ আপন২ দিবসিক আচারে ও ব্যবহারে তাঁহার প্রতি প্রেম করত কালক্ষেপন করুক, তাহাতে তাহারা ইহার পরে অনন্ত প্রেমময় স্থানে বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবে।

প্রতিবাসির প্রতি প্রেম করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তোমরা প্রেম

বিনা অন্য কোন বিষয়ে কাহারো ঋণী হইও না; কেননা যে পরের প্রতি প্রেম করে, তাহাদ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। রোম ১৩ অ ৮ পদে। আরও যথা। "প্রেম ধৈর্য্যাবলম্বী ও হিতদায়ক; প্রেম পরদ্বেষী নহে; প্রেম আত্মশ্লাঘা কি অহঙ্কার করে না। প্রেম অবিহিত ব্যবহার করে না, ও হঠাৎ ক্রোধী নয়, ও পরের মন্দ চিন্তাও করে না। প্রেম পাপ বিষয়ে আমোদ না করিয়া সত্য বিষয়ে আমোদ করে, ও সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যয় করে, ও সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যাশা করে, এবং সর্ব্ববিষয় সহ্য করে। যদি ভবিষ্যদ্বাক্য থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে, এবং যদি নানা ভাষা থাকে, তাহারও নিবৃত্তি হইবে, কিম্বা যদি বিদ্যা থাকে, তবে তাহারও লোপ হইবে, কিন্তু কদাচ প্রেমের লোপ হইবে না। আমরা অংশক্রমে জানি ও অংশক্রমে ভবিষ্যদ্বাক্য কহি, কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইলে অংশের বিষয়ের লোপ হইবে। যখন বালক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কথা কহিলাম, ও বালকের ন্যায় বুঝিলাম, এবং বালকের ন্যায় তর্কও করিলাম; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে সকল বালকত্ব পরিত্যাগ করিলাম। এখন আমরা অভ্রদিয়া অস্পষ্টরূপে দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখস্থের ন্যায় দেখিব, আর এখন আমরা অংশক্রমে জানি, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিৎ তেমনি পরিচয় পাইব। অতএব প্রত্যয়, ও প্রত্যাশা, ও প্রেম, এই যে তিন বর্ত্তমান আছে, ইহার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ। ১ করিন্থীয় ১৩ অ, ৪-১৩ পর্য্যন্ত।

যে পরমেশ্বর আপনি প্রেমময়, তিনি আপনার লোকের নিকটহইতে প্রেমই ভাল বাসেন, ইহা জানিয়া, হে স্বর্গনিবাসিরা, তোমরা আপনাদের প্রভুর প্রেমাস্বাদন বুঝিয়া তাঁহাকে প্রেম কর। হে পৃথিবীস্থ লোকসমূহ, তোমরাও প্রেমে নিপুণ হও, এবং আপন প্রভুকে ও ভ্রাতৃগণকে প্রেম কর। হে মনুষ্যসন্তানেরা, তোমরা ঈশ্বর পরম প্রভুর আজ্ঞা মানিয়া তাঁহাকে প্রেম কর। হে আমার মন, ঈশ্বরকে প্রেম কর। "হে প্রিয়বর্গ, আইস আমরা পরস্পর প্রেম করি; কেননা প্রেম ঈশ্বরহইতে হয়; আর যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হয়, এবং ঈশ্বরকে জানে। যে জন প্রেমের তত্ত্ব জানে না, সে ঈশ্বরের তত্ত্বও জানে না, যেহেতুক ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। যোহন ৪ অ, ৭-৮। হে প্রিয়গণ, ঈশ্বর আমাদের প্রতি যদি এত প্রেম করিলেন, তবে আমাদেরও পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য। কেহ কখন ঈশ্বরকে দেখে নাই; কিন্তু আমরা যদ্যপি পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন, ও আমাদিগেতে তাঁহার প্রেম সিদ্ধ হয়। ১ যোহন ৪ অ, ১১-১২। ভ্রাতৃগণের সহিত প্রেম করাতে আমরা মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি ইহা জানি। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, সে মৃত্যুর আশ্রয়ে থাকে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে সে নরঘাতক হয়; এবং নরঘাতক অনন্ত পরমায়ুর অধিকারী নহে, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। তিনি আমাদের নিমিত্তে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলেন, ইহাতেই প্রেম জানা যায়; অতএব ভ্রাতৃগণের

নিমিত্তে আমাদেরও প্রাণপণ করা উচিত। ১ যোহন ৩ অধ্যায় ১৪-১৬। পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তাদৃশ তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, অতএব তোমরা নিরন্তর আমার প্রেমের পাত্র হইয়া থাক। যোহন ১৬ অ ৯ পদে। তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি তোমা-দিগের প্রতি যাদৃশ প্রেম করিলাম, তোমরাও তাদৃশ প্রেম কর, তোমা-দিগকে এই এক নূতন আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে যদি পরস্পর প্রেম কর, তবে এই লক্ষণদ্বারা তোমরা যে আমার শিষ্য, ইহা সকলেই জানিতে পারিবে। যোহন ১৩ অ ৩৪-৩৫। কেননা প্রেম থাকিলে পরের মন্দ করা যায় না, এই জন্যে প্রেমদ্বারাই সমস্ত ব্যবস্থা পালন হয়। রোমী ১৩ অ ১০ পদে। তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তের সহিত প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, এই হইয়াছে প্রথম মহাজ্ঞা; এবং তাহার সদৃশ দ্বিতীয় আজ্ঞা এই, তোমার প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর। এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের ভার আছে। মথি ২২ অ, ৩৬-৪০। প্রেমেতে ভয় থাকে না; কেননা সিদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর করে; যেহেতুক ভয়েতে যন্ত্রণা আছে; যে জন ভয় করে, সে কদাচ প্রেমেতে সিদ্ধ নয়। তিনি প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, এই জন্যে আ-মরাও তাঁহাকে প্রেম করি। যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি এমত কথা বলে, সেই মিথ্যাবাদী; কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখিয়াছে তাহাকে যদি প্রেম না করে, তবে যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাঁহাকে কি প্রকারে প্রেম করিতে পারে? যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক, এই আজ্ঞা আমরা তাঁহাহইতে পাইয়াছি। ১ যোহন ৪ অ, ১৮-২১ পর্য্যন্ত। হে পরমেশ্বর, তোমার প্রেম আমাদের অন্তঃকরণে নিরন্তর থাকুক। আমেন।

[শ্রী সূর্য্যমোহন দে।

ধৰ্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

অগ্নিহইতে আকৃষ্ট কাষ্ঠ।

সিখরিয় ৩; ২।

অতি সামান্য বস্তু যে অৰ্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, তাহাহইতে বহুমূল্য জ্ঞান লাভ হয়।

প্রথম ভাগ। সিখরিয়ের দৃষ্ট তিন ব্যক্তির কথা।

১। ঈশ্বরের সেবা করণ সময়ে মহাযাজকের মলিন বস্ত্র পরিহিত হওয়া অনুচিত ছিল।

২। শয়তান কপটি লোকের ন্যায় সেই দোষে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার অপবাদ করিল।

৩। পরমেশ্বরের দূত অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দয়ালু হইয়া শয়তানকে ধম্‌কাইয়া আপন নিরুত্তর সেবককে রক্ষা করিলেন, ও তাহার দোষ ক্ষমা করিলেন, ও তাহাকে যাজকের উপযুক্ত বস্ত্র দিলেন।

৪। সেই মহাযাজক সকল বিশ্বাসিদের দৃষ্টান্ত। মলিন হওয়া তাহাদের অপরাধ বটে, তন্নিমিত্তে শয়তান তাহাদের সেই অপরাধ প্রকাশ করেন, কিন্তু যীশু শয়তানকে দূর করেন, ও বিশ্বাসিদিগের পাপ ক্ষমা করেন, ও তাহাদিগকে আপন পুণ্যরূপ বস্ত্র পরিধান করান।

৫। তিনি এমন দয়ালু, ইহার কারণ এই যে তাহারা অগ্নিহইতে আকৃষ্ট কাষ্ঠস্বরূপ।

দ্বিতীয় ভাগ। এই দৃষ্টান্তহইতে নম্রতা শিক্ষা করা আমাদের উচিত।

১। সেই কাষ্ঠ অগ্নির যোগ্য ছিল। তদ্রূপ বিশ্বাসিরা নরকের যোগ্য এবং নরকজ্বালাতে পতিতপ্রায় ছিল।

২। সেই কাষ্ঠে অগ্নি লাগিয়াছিল। তদ্রূপ নরককুণ্ডহইতে উৎপন্ন পাপাগ্নি বিশ্বাসি লোকেতে লাগিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহাদের অনেক হানি জন্মিয়াছিল, এবং ভয়াদি তাপও হইয়াছিল।

৩। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও কাষ্ঠ কালো ও ধূমযুক্ত থাকে, তদ্রূপ বিশ্বাসিদের রক্ষা হইলেও অনেক কলঙ্ক ও ত্রুটি আছে, এবং শত্রুরা তৎপ্রযুক্ত তাহাদের নিন্দা করিলে করিতে পারে।

তৃতীয় ভাগ। এই দৃষ্টান্তহইতে সান্ত্বনা জন্মে।

১। যীশুর দয়াতে আমরা নরকাগ্নিহইতে রক্ষা পাইয়াছি, তিনি আমাদিগকে অগ্নিহইতে নিস্তার করিয়াছেন।

২। তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আর বার ত্যাগ করিবেন না, বরং আমাদের যে সকল ত্রুটি দেখেন, তৎপ্রযুক্ত আরও অধিক দয়া করিবেন, যেহেতুক অগ্নিমধ্যহইতে উদ্ধৃত মনুষ্যের যন্ত্রণা ও দুর্ব্বলতা দেখিলে দয়া জন্মে, রাগ জন্মে না।

৩। শেষে আমরা তাঁহার দয়াতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিব।

উপদেশক।

ডিসেম্বর ১৮৪৭ (১২) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

১১। ধর্ম্মবিষয়ে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য কথার পরীক্ষা কেবল ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা হয়।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা ঈশ্বরের জ্ঞাপিত হওয়াতে সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং মনুষ্যমাত্রের গ্রহণীয়, ইহা সুস্পষ্ট। এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত আছে, সেই কথা মিথ্যা এবং অগ্রাহ্য, ইহাও সুস্পষ্ট। এই দুই সূত্র সপ্রমাণ হইলেও এতদ্বিষয়ে অন্য ২ কোন কথাও কহিতে হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা দুই প্রকার হয়, প্রথম বিশ্বাসসম্বন্ধীয় কথা, অর্থাৎ যে সকল কথা সত্য জ্ঞান করিতে হয়; দ্বিতীয়, আচরণসম্বন্ধীয় কথা, অর্থাৎ যে সকল বিধি ও আজ্ঞা পালন করিতে হয়। এই দুই প্রকার কথাবিষয়ক ধর্ম্মজ্ঞানের আকর ধর্ম্মপুস্তক।

(১) ধর্ম্মপুস্তকহইতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে যাহা জানিতে মনুষ্যের প্রয়োজন আছে, সেই সকলের জ্ঞান ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা যোগাইয়া দেন।

যাহা জানিতে মনুষ্যের কোন প্রয়োজন নাই, তাহা ঈশ্বর জানান নাই, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু যাহা জানিতে মনুষ্যের প্রয়োজন আছে, সেই সকলের কথা তিনি ধর্ম্মপুস্তকে লিখিয়া দিয়াছেন, ইহা কহিতেছি। ইহার প্রমাণ এই২। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহাই ভালরূপে করেন; তাঁহার কর্ম্ম সকল উত্তম। তিনি মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান দেওনার্থে যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তাহা যদি অসম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তাহাতে যদি প্রয়োজনীয় কথার অর্দ্ধেকমাত্র কিম্বা অধিকাংশমাত্র লিখিত থাকে, তবে ধর্ম্মপুস্তকের সেই ত্রুটিহইতে ঈশ্বরের অপমান জন্মে। তিনি যখন ধর্ম্মজ্ঞান যোগাইতে উদ্যত হইলেন, তখন আমাদের প্রয়োজনীয় যত জ্ঞান, সেই সকল যোগাইতে কি অপারক ছিলেন? তবে তাঁহার শক্তির ত্রুটি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিম্বা তিনি কি অনিচ্ছুক ছিলেন? তবে তাঁহার দয়ার ত্রুটি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

ধর্ম্মপুস্তক যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য হইয়া উঠে, যে হেতুক লিখিত আছে। "ঈশ্বরের সেবক যাহাতে সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এমন উপদেশে ও অনুযোগ ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।" ২ তীম ৩; ১৭। এই কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের অন্য কোন কথা যে সত্য আছে, ইহার প্রমাণ কি? অধিকন্তু ধনি লোকের দৃষ্টান্তে লিখিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই কথাও মনোযোগের যোগ্য, "তখন ধনী লোক ইব্রাহীমকে কহিল, হে পিতঃ, আমি বিনয় করিয়া বলি, আমার পিতৃগৃহে যে পাঁচ ভ্রাতা আছে, তাহারা যেন এই যন্ত্রণাস্থানে না আইসে, এই পরামর্শ দিবার জন্যে তাহাদের কাছে ইলিয়াসরকে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদের নিকটে আছে, তাহারা ঐ বচন মানুক। তখন সে নিবেদন করিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম্, তাহা নহে, কিন্তু যদি মৃত লোকদের কোন জন তাহাদের নিকটে যায়, তবে তাহারা মন ফিরাইবে। তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, তাহারা যদি মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন না মানে, তবে মৃত লোকদের কোন এক জন উঠিলেও তাহারা তাহার পরামর্শ মানিবে না।" লূক ১৬; ২৮-৩১।

ধর্ম্মপুস্তকহইতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে কোন কথা ধর্ম্মপুস্তকের সহিত মিলে না, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য; এবং যে কথা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা সপ্রমাণ হয় না, তাহাও অগ্রাহ্য। ঈশ্বর যাহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য বটে, কিন্তু মনুষ্য যাহা বলে, তাহা কেন গ্রাহ্য হইবে? বিশ্বাসের কথা হউক, কিম্বা আচরণের কথা হউক, মনুষ্যের জ্ঞাপিত কথা গ্রাহ্য নহে, কেবল ঈশ্বরের জ্ঞাপিত কথা গ্রাহ্য।

(২) ধর্ম্মবিষয়ক সত্য মিথ্যার পরীক্ষা কেবল ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা হইতে পারে, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তক বিনা সেই পরীক্ষা করণের অন্য উপায় নাই। ইহার প্রমাণ। ধর্ম্মপুস্তকহইতে যদি সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে অন্য উপায়েতে কোন প্রয়োজন নাই, এই কারণ বোধ হয় ঈশ্বর অন্য কোন বিশেষ উপায় যোগান নাই।

নানা মতাবলম্বি লোকেরা আর দুই উপায়ের কথা কহিয়া থাকে, প্রথম, পবিত্র আত্মার আদেশ বা আবির্ভাব; দ্বিতীয়, প্রেরিতদের সময়াবধি পুরুষপরম্পরাগত কিম্বা সকলের স্বীকৃত বাক্য।

পবিত্র আত্মার আদেশ আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি না, এবং তিনি বিশ্বাসি লোকদের অন্তরে বাস করেন, ইহাও আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মপুস্তকের কথাভিন্ন অন্য কোন নূতন কথা জানান, কিম্বা ধর্ম্মপুস্তকবিরুদ্ধ শিক্ষা দেন, এমন প্রমাণ নাই। তিনি মনুষ্যের অন্তর্ভূত জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন করিয়া তাহাকে শাস্ত্রীয় কথা বুঝাইয়া দেন, এবং সেই কথা যেন তাহার মনে স্থান পায় এমন যত্ন করেন। তিনি যাহা শিখান তাহা ধর্ম্মপুস্তকের বিরুদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তক তাঁহারই দত্ত, অতএব যাহা ধর্ম্মপুস্তকের বিরুদ্ধ তাহা পবিত্র আ-

আরই বিরুদ্ধ। এবং তিনি যদি কোন নূতন কথা শিখান, তবে কাহার দ্বারা শিখাইবেন? না কোন স্বর্গদূতদ্বারা কিম্বা প্রেরিতদের ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের ন্যায় আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণের শক্তিবিশিষ্ট কোন লোকদ্বারা শিখাইবেন ভাল, এ বিষয়ে পৌল প্রেরিত ইহা লিখিয়াছেন, যথা।

"আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন "অন্য কোন সুসমাচার যদি আমরা কিম্বা স্বর্গীয় দূত প্রচার করে, তবে "সে শাপগ্রস্ত হউক। পূর্ব্বে যেরূপ কহিয়াছিলাম, এখনও পুনর্ব্বার তদ্রূপ "কহিতেছি, অর্থাৎ তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করিয়াছ, তদ্ভিন্ন অন্য "কোন সুসমাচার কেহ যদি তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপ- "গ্রস্ত হউক।" গলাতীয় ১; ৮, ৯।

পৌলের দ্বারা এবং খ্রীষ্টের অন্য২ প্রেরিতদ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন অন্য সুসমাচার প্রচারক শাপগ্রস্ত। আর ঐ পুরাতন সুসমাচার সত্য, তাহা পৌল কহিয়াছেন, যথা।

"তুমি আমার নিকটে খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যয় ও প্রেমযুক্ত যে২ কথা শুনিয়াছ, তাহাই হিতদায়ক বাক্যের নিদর্শনরূপে গ্রাহ্য কর।" ২ তীম ১; ১৩। এবং পিতরও তাহা কহিয়াছেন, যথা, "তোমরা যে অনুগ্রহ পাইয়া সুস্থির আছ, সে ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, ইহাতে বিনয়পূর্ব্বক প্রমাণ দিয়া, যে সীলকে বিশ্বাস্য ভ্রাতা (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাসভূমি এমন ভ্রাতা) জ্ঞান করি, তাহার দ্বারা তোমাদিগকে সংক্ষেপে পত্র লিখিলাম।" ১ পিতর ৫; ১২।

পৌল ও পিতর প্রভৃতি প্রেরিতগণ কর্তৃক প্রচারিত যে সত্য সুসমাচার তাঁহাদের স্থাপিত মণ্ডলীগণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অবগত হওনার্থে আমাদের উপায় কি? না, সেই মণ্ডলীগণের নিকটে পৌল ও পিতর প্রভৃতি কর্তৃক লিখিত পত্রাদি পাঠ করা, এই উপায় আছে। অতএব যদি কেহ আপনাকে পবিত্র আত্মার শিষ্য বলিয়া কোন নূতন ধর্ম্মকথা প্রচার করে, তবে সেই ব্যক্তি শাপগ্রস্ত কি না, তাহা কিরূপে জানিতে পারা যাইবে? প্রেরিতদের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থদ্বারা সেই নূতন শিক্ষার পরীক্ষা করিলে তাহা জানা যাইবে, অন্য কোন প্রকারে জানা যায় না। ইহার প্রমাণ যোহন দিয়াছেন, যথা।

"আমরা ঈশ্বরের লোক; যে কেহ ঈশ্বরকে জানে, সেই আমাদের কথা "মানে; কিন্তু যে কেহ ঈশ্বরের লোক নয়, সে আমাদের কথা মানে না। "এই রূপে আমরা সত্য শিক্ষককে এবং ভ্রান্ত শিক্ষককে জানিতে পারি।" ১ যোহন ৪; ৬।

সেই যোহন এই বিষয়ে অতি ভারি কথাও লিখিয়াছেন, যথা, "হে "প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই জগতের মধ্যে অনেক২ ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আসি- "য়াছে; অতএব তোমরা সমুদয় শিক্ষককে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু "তাহারা ঈশ্বরীয় লোক কি না, তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণকে পরীক্ষা কর। ১ যোহন ৪; ১। (আরও দেখ ২ পিতর ২; ১-৩।)

অতএব যদি কেহ আপনাকে পবিত্র আত্মার শিষ্য বলিয়া নূতন শিক্ষা দেয়, তবে তাহার পরীক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, এবং সেই পরীক্ষা কি প্রকারে হইবে? না, প্রেরিতদের দ্বারা পবিত্র আত্মা যে শিক্ষা দিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত সেই নূতন শিক্ষা মিলে কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়। সুতরাং পবিত্র আত্মার আদেশ কি আবির্ভাবহইতে যদি কোন নূতন শিক্ষা উঠে, তবে তাহারই পরীক্ষা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা করিতে হয়।

এবং প্রেরিতগণের সময়াবধি পুরুষপরম্পরাগত কিম্বা সকলের স্বীকৃত যে বাক্য, তাহার সত্য মিথ্যার পরীক্ষাও ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা করিতে হয়, ইহাও সপ্রমাণ।

পুরুষপরম্পরাগত যে বাক্য ঈশ্বরের শিক্ষিত নহে, কেবল মনুষ্যের শিক্ষিত, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য, যেহেতুক তদ্বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদীয় লোকদিগকে এই ভয়ানক কথা কহিয়াছিলেন, যথা।

"তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত ব্যবহারেতে ঈশ্বরের আজ্ঞা "লোপ করিতেছ। অরে কপটি সকল, যিশয়িয় তোমাদের বিষয়ে এই "ভবিষ্যদ্বাক্য বিলক্ষণ কহিয়াছে, 'এই লোকেরা আপনাদের মুখেতে "আমার নিকটে আসিয়া থাকে, ও ওষ্ঠাধারেতে আমাকে সম্মান করিয়া "থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে থাকে, অতএব "মনুষ্যদের নিরূপিত বিধি আজ্ঞা জ্ঞানে শিক্ষা দিয়া তাহারা আমাকে "বৃথা ভজনা করে। তখন শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে কহিল, এই কথা "শুনিয়া ফিরুশিরা বিঘ্ন পাইল, ইহা কি আপনি জানেন? কিন্তু তিনি "উত্তর করিলেন, আমার স্বর্গস্থ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন "নাই, সে সকল উপড়ান যাইবে। তাহাদিগকে থাকিতে দেও; তাহারা "নিজে অন্ধ হইয়া অন্ধ লোকদের পথদর্শক হইতেছে; যদি অন্ধ লোক "অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়ে গর্ত্তে পড়ে।" মথি ১৫; ৬-৯, ১২-১৪।

যিহূদি লোকদের পরম্পরাগত কথা যদি ঈশ্বরের নিকটে অগ্রাহ্য ছিল, তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের পরম্পরাগত বাক্যদ্বারা মনুষ্যজাতিকে ঈশ্বরীয় আদেশ জানাইবেন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? যিহূদীয়েরা যাহা করিয়া অপরাধী হইয়াছিল, তাহা করিয়া খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা কি নিরপরাধ হইবে? খ্রীষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা মন্দ ছিল, তাহা কি তাঁহার মৃত্যুর পরে ভাল হইবে? ঈশ্বর কি এমন চঞ্চল আছেন? তাহা দূরে থাকুক।

যে কথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অলিখিত রহিয়া পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতিদ্বারা রক্ষিত হয়, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, ইহা কে না বুঝে? এবং যদি কেহ বলে, আমরা সকল প্রকার পুরুষপরম্পরাগত বাক্য গ্রাহ্য করি, তাহা নহে, সকলের সম্মতিদ্বারা স্থিরীকৃত যে পুরুষপরম্পরাগত কথা, কেবল তাহাই গ্রাহ্য করিতেছি, তবে তাহার উত্তর দেওয়াও দুষ্কর নহে, যেহেতুক সেইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায় না, এবং প্রাপ্ত হইলেও অগ্রাহ্য

হয়। ইহার প্রমাণার্থে দুই উদাহরণ লিখিতেছি। প্রথম উদাহরণ এই, পূর্ব্বকালীয় যত মণ্ডলী ছিল, সেই সকল মণ্ডলী ঈষ্টর অর্থাৎ খ্রীষ্টের মরণ ও পুনরুত্থান বিষয়ক উৎসব পালন করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়াছিল। কিন্তু উৎসব করিতে গেলে সেই উৎসবের বিশেষ দিন বা সময় নিশ্চয় করা অত্যাবশ্যক বুঝিয়া তাহারা পুরুষপরম্পরাগত বাক্যদ্বারা ঈষ্টর পর্ব্বের উপযুক্ত দিনকে নিরূপণ করিতে উদ্যত হইল, তাহাতে প্রেরিতদের সময়ে সেই পর্ব্বের কোন দিন নিরূপিত ছিল, এই বিষয়ে মণ্ডলীগণের মধ্যে শত ২ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাদ হইল। সুতরাং পুরুষপরম্পরাগত বাক্যহইতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিল না। দ্বিতীয় উদাহরণ, যোহন প্রেরিত নিজ মৃত্যুর বিষয়ে আপনি ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "সে শিষ্য মরিবে না, ইহা ভ্রাতৃগণের "মধ্যে জনরব হইল; কিন্তু সে মরিবে না, এমন কথা যীশু কহিলেন "না; কেবল আমি যদি আপন পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার অব- "স্থিতি ইচ্ছা করি, ইহাতে তোমার কি? ইহা কহিলেন।" যোহন ২১; ২৩। এই যে কথা যোহনের সুসমাচারে লিখিত আছে তাহার বিপরীত পুরুষপরম্পরাগত বাক্য তদবধি পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় সকলের নিকটে সত্য বোধ হইল, এবং অদ্যাপিও অনেক লোকের মধ্যে চলিত আছে। সেই পুরুষপরম্পরাগত কথা কি প্রকার, তাহা লিখিতেছি। যোহনের এক শত দশ বৎসর বয়স হইলে তিনি মরিলেন, তাহা নয়, কিন্তু মৃতবৎ হইয়া কবরে স্থাপিত হইলেন, এবং তদবধি নিদ্রাগত লোকের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাহাতে ইফিষনগরস্থ তাঁহার কবরের ভূমি তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসানুসারে উঠিতেছে ও নামিতেছে। যে বাক্য প্রেরিতদের সময়াবধি পুরুষপরম্পরাগত হইয়া প্রায় সকলের নিকটে গ্রাহ্য হইল, তাহা যদি এমন অসঙ্গত হয়, তবে তাহাদ্বারা ঈশ্বর কি মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান যোগান? ঈশ্বর কি এমন মূর্খ আছেন?

দিনে সূর্য্যের আলো থাকাতে যেমন প্রদীপ শোভা পায় না, কিন্তু নিস্তেজ ও ধূমেতে মলিন বোধ হয়, তদ্রূপ লিখিত শাস্ত্রের সহিত তুলনা দিলে মনুষ্যদের পরম্পরাগত বাক্য নিস্তেজ ও ভ্রান্তিজনক হইয়া উঠে। এবং অন্ধকারের নাশার্থে প্রদীপ জ্বালিয়া হস্তে লইয়া যে মনুষ্য রৌদ্রে বেড়ায় তাহাকে যেমন ক্ষিপ্ত বলে, তদ্রূপ সূর্য্যস্বরূপ লিখিত শাস্ত্র থাকিতে যে ব্যক্তি পুরুষপরম্পরাগত বাক্যরূপ দুর্গন্ধ প্রদীপ লইয়া ধর্ম্মজ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তাহাকেও ক্ষিপ্ত বলিতে হয়।

রোমান কাথলিক মতাবলম্বিরা বলে, ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্য যেরূপ মাননীয়, আমাদের মণ্ডলীর সাক্ষ্যও তদ্রূপ মাননীয়। এই দর্পযুক্ত কথার প্রমাণ দেওয়া তাহাদের অসাধ্য। যে প্রেরিতেরা ঈশ্বরীয় দর্শন ও পবিত্র আত্মার শিক্ষা প্রযুক্ত কোন ভ্রান্তিযুক্ত উপদেশ দেয় নাই, তাঁহাদের বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগ লিখিত হওনের পূর্ব্বে মণ্ডলীগণের মধ্যে তাহাদের প্রমুখাৎ শ্রুত উপদেশ কতক বৎসর পর্য্যন্ত

লোকদের স্মরণে থাকিল, ইহা সম্ভব হয়, তথাপি প্রেরিতেরা পরম্পরাগত বাক্য চঞ্চল জ্ঞান করাতে আপনাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল বাক্য অলিখিত রহিয়াছিল, তাহা যে তৎকালাবধি মণ্ডলীভুক্ত লোকদের পরম্পরাগত হইয়া এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রোমান কাথলিক মতাবলম্বিদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহা তাহারা বলে বটে, কিন্তু বলিলে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। যদি তাহারা এক প্রকার কথা রক্ষা করিতে পারিত, তবে অবশ্য অন্য সকল প্রকার কথাও রক্ষা করিতে পারিত, তাহাতে শাস্ত্রলেখক প্রেরিতেরা পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রদাতা ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা বলিতে হইত। যে প্রেরিতেরা পূর্ব্বকালীয় মণ্ডলীভুক্ত লোকদের কর্ণগোচরে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই লিখিত শাস্ত্র এখন আমাদের চক্ষুগোচর এবং হস্তস্থিত থাকাতে আমরাও তাঁহাদের শিক্ষা অবগত হইতে পারি, রোমান কাথলিকদের পরম্পরাগত শিক্ষাতে আমাদের কি প্রয়োজন?

আর রোমান কাথলিকেরা বলে, প্রেরিতদের সময়াবধি পরম্পরাগত না হইলেও যে কথা আমাদের মণ্ডলী গ্রাহ্য করে, তাহা শাস্ত্রীয় বচনের ন্যায় সপ্রমাণ। ইহা যদি ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত হইত তবে গ্রাহ্য হইত, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত না হওয়াতে তাহা দর্পের কথামাত্র বলিতে হয়। রোমান কাথলিকেরা যে সত্য মণ্ডলী, ইহার প্রমাণ কি? তাহা বলিলে কি গ্রাহ্য হইবে? না ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা নিশ্চিত হইবে? ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা যদি তাহা নিশ্চয় করিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যই প্রধান হইয়া উঠে।

এবং যদি রোমান কাথলিকেরা সত্য মণ্ডলী হয়, তবে সেই সত্য মণ্ডলীর কথা যে ঈশ্বরীয় বচনের ন্যায় সপ্রমাণ, ইহা বলিলে কি গ্রাহ্য হইবে? না তাহা ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা নিশ্চয় করা কি আবশ্যক হয়? তাহা নিশ্চয় করণার্থে যদি ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্য আবশ্যক হয়, তবে কেবল ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক সত্যমিথ্যার পরীক্ষা হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এবং রোমান কাথলিকেরা বলে, ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত, ইহা আমাদের মণ্ডলীর সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা জানিতে পারা যায় না। এই কথাও মিথ্যা, যেহেতুক সূর্য্য যেমন তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকও আপনার বিষয়ে আপনি প্রমাণ দেয়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ধর্ম্মপুস্তক যদি রোমান কাথলিক লোকদের সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা বিশ্বাসের যোগ্য হয় না, তবে যে সকল লোক রোমান কাথলিক না হওয়াতে তাহাদের কথা গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকে বিশ্বাসের পথে আনয়ন করণের কি উপায় হইতে পারে?

আর তাহারা বলে, কোন্২ গ্রন্থ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনীয়, কোন্২ গ্রন্থ বা অগ্রাহ্য, তাহা আমাদের মণ্ডলীর সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা জানা যায় না। ইহাও মিথ্যা। যাঁহারা ঈশ্বরীয় শিক্ষক

ছিলেন, সেই প্রেরিতদের লিখিত গ্রন্থ শাস্ত্রের মধ্যে গণনীয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়। এবং কোন্ পুস্তক মথির লিখিত, কোন্ পুস্তক বা যোহনের লিখিত, কোন্ পুস্তক বা পৌলের লিখিত, ইহা যদি কেবল রোমান কাথলিক লোকদের সাক্ষ্যদ্বারা জানা যাইতে পারে, তবে কোন্ গ্রন্থ বাল্মীকির রচিত, কোন্ গ্রন্থ বা কালিদাসের রচিত, কোন্ গ্রন্থ বা অমর সিংহের রচিত, তাহা জ্ঞাত হওনের উপায় কি আছে? তাহাও কি কেবল রোমান কাথলিক লোকদের সাক্ষ্যদ্বারা জানা যায়?

এবং যে পুস্তক ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণনীয় নহে, এমত অনেক পুস্তক অর্থাৎ টোবিয় নামক এক ব্যক্তির ও যূদীৎ নাম্নী এক স্ত্রীর ইতিহাস প্রভৃতি নানা অগ্রাহ্য পুস্তক রোমান কাথলিকেরা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনা করে। সেই পুস্তকের মধ্যে অনেক ভ্রান্তির কথা ও মিথ্যাকথা ও মন্দ কথা লিখিত আছে, তাহাতে রোমান কাথলিক লোকের সাক্ষ্য যে কিছুর মধ্যে গণ্য নহে, ইহা সুস্পষ্ট বটে। অতএব তাহারা যাহা বলুক, কিন্তু তাহাদের দর্পের কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে।

ধর্ম্মবিষয়ক সত্যমিথ্যা ধর্ম্মপুস্তক বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা জানা যায় না. ইহার দৃঢ় প্রমাণ এই যে মূসার পরে যত ঈশ্বরীয় শিক্ষক উঠিলেন, তাহারা সকলে আপনাদের উপদেশ শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যদ্বারাতেই দৃঢ় করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিলেন। বিশেষতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যত বার আপন কথার প্রমাণ দিতেন, তত বার ধর্ম্মপুস্তকের কোন গ্রন্থের সাক্ষ্যদ্বারা তাহার প্রমাণ দিতেন। এবং প্রেরিতেরাও সর্ব্বদা তাহাই করিতেন। যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা যদি আপনাদের উপদেশের প্রামাণ্য ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা দেখান, তবে আমরা কি তাহা করিব না? আমরা কি তাঁহাদের হইতে মহান? যদি আমরা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরীয় শিক্ষকরূপে স্বীকার করি, তবে কেবল শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যদ্বারা ধর্ম্মের সত্য মিথ্যা জানা যায়, ইহা তাঁহাদের ন্যায় স্বীকার করা আমাদেরও কর্ত্তব্য। যেরূপ লিখিত আছে, যথা, "তাহারা শাস্ত্রের ও সাক্ষ্যকথার স্থানে অন্বেষণ করুক; যদি তদনুসারে না কহে, তবে তাহাদের দীপ্তি নাই।" যিশয়িয় ৮; ২০।

"পরমেশ্বর কহেন, গোমের নিকটে ভূষির মুল্য কি? পরমেশ্বর কহেন, আমার বাক্য কি অগ্নিস্বরূপ নয়? ও পাষাণ ভগ্নকারি হাতুড়ির তুল্য নয়?" যিরিমিয় ২৩; ২৯।

যাহারা ধর্ম্মবিষয়ক সত্য মিথ্যার পরীক্ষা করণার্থে ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন প্রকার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মপুস্তকের সমান বলে, তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বৃদ্ধি অবশ্য করে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে অন্য কথা যোগ করা ভারি পাপ, ইহার প্রমাণ এই২ "আমি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা করি, তাহার অধিক করিও না, এবং তাহার অল্প করিও না।" দ্বি বি ৪; ২। ১২; ৩২। "তাঁহার কথাতে কিছু যোগ করিও না, নতুবা তোমাকে অনুযোগ করিবেন, ও তুমি মিথ্যাবাদী হইবা।" হিত ৩০; ৬।

"যদ্যপি কেহ অন্য বাক্যদ্বারা এই সমস্ত বচনের বৃদ্ধি করে. তবে

ঈশ্বর তাহাকে এই পুস্তকে লিখিত উৎপাত সকল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আর কেহ যদি এই ভবিষ্যৎপুস্তকের কথা লোপ করে, তবে ঈশ্বর জীবন-রূপ পুস্তকহইতে ও ধর্ম্মনগরহইতে এবং এই পুস্তকে লিখিত কথাহইতে তাহার অংশ লোপ করিবেন।" প্রকাশ ২২ ; ১৮,১৯।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

পিত্তলময় সর্প।

যোহন ৩ ; ১৪, ১৫।

পিত্তলময় সর্পের বিবরণ গণনাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ৬ পদে পাওয়া যায়। তাৎকালিক ঘটনা পরিত্রাণপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত ছিল।

প্রথম ভাগ। ইস্রায়েল লোকদের পীড়া পাপের দৃষ্টান্ত।

১। সেই পীড়ার কারণ কি ছিল? না বিষধরের দংশন। সেই রূপ সর্পবেশধারী শয়তানদ্বারা পাপ এই জগতে আসিয়াছিল।

২। সেই পীড়া যেমন সাংঘাতিক অর্থাৎ মৃত্যুজনক ছিল, তদ্রূপ পাপহইতে শরীরের মৃত্যু হয়, এবং দ্বিতীয় মৃত্যু অর্থাৎ পরকালীয় সর্ব্বনাশ হয়।

৩। সেই পীড়া বিষজ্বালা প্রযুক্ত যেমন অতি ক্লেশজনক ছিল, তদ্রূপ পাপ অতি ক্লেশজনক, যেহেতুক তাহাতে ইহকালে মন ভীত ও ত্রাসযুক্ত হয়, এবং পরকালে নরকজ্বালার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। ইস্রায়েল লোকদের রক্ষা পরিত্রাণের দৃষ্টান্ত।

১। ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা। তিনি দয়া না করিলে রক্ষার উপায়-মাত্র হইত না।

২। পিত্তলময় সর্প যীশুর দৃষ্টান্ত।

পিত্তলময় সর্পেতে বিষ নাই, এবং যীশুতে পাপ নাই।

পিত্তলময় সর্পের এবং বিষযুক্ত সর্পের আকার এক। তদ্রূপ ত্রাণকর্ত্তা যীশু পাপি মনুষ্যের বেশ ও স্বভাব গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন ; কেবল তাহা নহে, যীশু পাপস্বরূপ হইয়া সর্পের ন্যায় শাপগ্রস্ত হইলেন, যেহেতুক আমাদের তাবৎ অপরাধের ভার তাঁহার মস্তকে বর্ত্তিল। ২ কর ৫; ২১। গাল ৩; ১৩।

৩। পিত্তলময় সর্পের উত্থাপিত হওন যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর দৃষ্টান্ত।

সর্পের শব দণ্ডে টাঙ্গান হওয়া আনন্দের বিষয়, যেহেতুক তাহা সর্পের মৃত্যুর প্রমাণ। তদ্রূপ যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু আনন্দের বিষয়, যেহেতুক পাপ নষ্ট হইয়াছে, ইহা তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয়।

সর্প উত্থাপিত হওয়াতে সকলে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, তদ্রূপ ক্রুশে হত যীশু সকলের নিকটে প্রকাশিত হন, এবং তিনি বিশ্বাসি লোকদের ধ্বজাস্বরূপ।

৪। পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত।

ঈশ্বরীয় কথা মনে সত্যজ্ঞান করিবামাত্রে পীড়ার নিবারণ হইয়াছিল, তাহা নয়, কিন্তু সেই কথা সত্যজ্ঞান করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে পীড়া নিবারণ হইল। তদ্রূপ যীশু ত্রাণকর্ত্তা হইয়া পাপিদের জন্যে মরিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিবামাত্রে পরিত্রাণ হয়, এমন নহে; কিন্তু ইহা স্বীকার করণ পূর্ব্বক তাঁহার কাছে পরিত্রাণের অপেক্ষাতে প্রার্থনা করিলে পরিত্রাণ হয়।

ঐ দৃষ্টিপাত করণদ্বারা সুস্থতা হইল, ইহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু সত্য। তদ্রূপ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা পরিত্রাণ হয়, ইহাও অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু সত্য।

দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল না, তদ্রূপ খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা দুষ্কর কর্ম্ম নহে, ইহাতে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পায়।

মুমূর্ষু লোকও দৃষ্টিপাত করিলে রক্ষা পাইল, তদ্রূপ যে ব্যক্তি অতিশয় পাপিষ্ঠ, সেও বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ পায়।

দৃষ্টিপাত করিতে বিলম্ব করা অতি মূর্খের কর্ম্ম।

যাহারা দৃষ্টিপাত করিল না, তাহারা নিজ দোষে মরিল।

লেখালেখি।

শ্রীযুত উপদেশক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আগষ্ট মাসের পত্রিকাতে 'কস্যচিৎ অকিঞ্চন এবং পরদুঃখেন দুঃখিতজনস্য' ইতি নামাঙ্কিত পত্রের হেতুবাদস্বরূপ আমি যে পত্র আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেপ্টেম্বর মাসের পত্রেতে প্রকাশ করিয়াছেন, আর তাহার নিম্নভাগে আপনকার কতিপয় উক্তি প্রকাশ করেন, তদ্দৃষ্টে আমি পরমানন্দিত হইলাম। উক্ত পত্রলেখক মহাশয়ও কিঞ্চিৎ লিখিবেন ইহার অপেক্ষায় আমি এই পত্র প্রেরণ বিষয়ে বিলম্ব করিলাম। এইক্ষণে মহাশয় পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই কতিপয় পংক্তিও প্রকাশ করিলে আমাকে পরমবাধিত করিবেন।

আপনকার উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ বিষয়ে বোধ হয় কাহারো কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৃতীয় প্রকরণেতে আপনি লিখিয়াছেন যে শয়তান সেই সকল পতিত দূতগণের রাজা আছেন, এই জন্যে বোধ হয় পতনের পূর্ব্বেও সেই সকলের মধ্যে তাহার অধিক প্রাধান্য ছিল। আপনকার এই মত বটে, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকহইতে কোন স্থিরতর প্রমান না দেওন প্রযুক্ত আমার তদ্বিষয়ে অধিক লেখন অনাবশ্যক। চতুর্থ প্রকরণ বিষয়ে আমার বিশেষ মতে কতিপয় কথা লিখিতব্য।

আপনি লিখিয়াছেন যে বোধ হয় সৃষ্ট হওন সময়ে শয়তান মীখায়েলের ন্যায় উচ্চপদান্বিত হইল। আর এই বাক্যের প্রমানস্বরূপ আপনি যিহূদার পত্রের ৯ পদ উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু মহাশয় অনুমতি দিলে আমি এতদ্বিষয়ে নিজ বিশেষ মত প্রকাশ করি। আমি বোধ করি যে মীখায়েল্ অপেক্ষা শয়তানের অতিনীচ পদ ছিল, যেহেতুক প্রধান দূত মীখায়েল্ স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তাহার কএক প্রমান লিখি।

১। মীখায়েল্, এই শব্দের অর্থেতে বোধ হয় যে ইনিই খ্রীষ্ট, কেননা সেই শব্দের অর্থ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। অথচ ইব্রীয়দের প্রতি পত্রেতে লিখিত আছে যে খ্রীষ্টই ঈশ্বরের সারের মূর্ত্তি। যথা

ইব্রী ১ অ ৩ প। "এবং সেই পুত্র ঈশ্বরের মহিমার তেজ ও সারের মূর্ত্তি হইয়া আপন শক্তিরূপ বাক্যেতে সকলি ধারণ করিতেছেন; অতএব নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জ্জনা করিয়া তিনি ঊর্দ্ধস্থ মহামহিমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন।"

২, দানিয়েলের ১২ অ ১ পদে লিখিত আছে যে সেই মীখায়েল্ ইস্রায়েল লোকদের পক্ষে মহাধ্যক্ষ। এবং মীখা ৫ অ ২ প, "কিন্তু হে বৈৎলেহম ইফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহূদা দেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও তথাপি আমার ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিবেন, এমত জগদাদি অনাদি মন্ত্রিরূপিত রাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন।"

৩। খিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রেতে পৌল লিখিয়াছেন যে শেষদিনে প্রভু প্রধান দূতের উচ্চৈঃশব্দসহিত আসিবেন। ১ খিষ ৪ অ, ১৬ পদ। যোহন ৫ অ, ২৮ প। "এতদ্বিষয়ে তোমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; কেননা যে সময়ে তাঁহার রব শুনিয়া কবরস্থ সকলেই বাহিরে আসিবে, এমন সময় উপস্থিত হইবে।"

৪। যেমন কতক জন কহেন তেমন যদি আপনি কহেন, যিহূদার ৯ পদে যে মীখায়েলের কথা লিখিত আছে তিনি সৃষ্ট দূত, তবে তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না; যেহেতুক যিহূদা সিখরিয় আচার্য্যের বাক্য প্রমাণার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব যদি তিনি প্রমাণার্থে আচার্য্যপুস্তকের বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি সৃষ্ট নহেন, কিন্তু পরমেশ্বর, যথা সিখরিয় ৩ অ ২ প। "তখন পরমেশ্বর ঐ বিঘ্নকারিকে কহিলেন, হে বিঘ্নকারি, পরমেশ্বর তোমাকে অনুযোগ করুন, অর্থাৎ যিরূশালমকে মনোনীতকারি পরমেশ্বর তোমাকে অনুযোগ করুন, এই মনুষ্য কি অগ্নিহইতে আকৃষ্ট দগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয়?"

৫। আপনি যিহূদার পত্রের ৯ পদে লিখিত কথা উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন যে মীখায়েল নামক প্রধান দিব্য দূত শয়তানের পূর্ব্বকালীয় উচ্চপদ প্রযুক্ত তাহার পতনের পরেও তাহার নিন্দা করিতে সাহস করিলেন না। আরও লিখিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় সৃষ্ট হওন সময়ে শয়তান মীখায়েলের ন্যায় উচ্চ-

পদান্বিত ছিলেন। পরন্তু মহাশয়, এই স্থলে মীখায়েল্ যে কথা কহিলেন সেই কথা পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন। যথা সিখরিয় ৩ অ ১,২ প। অতএব মীখায়েলের সেই কথা কহন প্রযুক্ত শয়তানও তাহার ন্যায় উচ্চপদান্বিত ছিল, ইহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। বরঞ্চ বোধ করি যে পরের নিন্দা করাই দোষ, এই প্রযুক্ত মীখায়েলের নিন্দা কথা কহিবার সাহস ছিল না।

মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই কতিপয় পংক্তি প্রকাশ করুন। এই বিষয়ে আপনি অধিক কিছু লিখিলে আমি পরমানন্দিত হইব, কেননা শয়তানের পূর্ব্বকার অবস্থাবিষয়ে অনেক লোকের নানা প্রকার কথা চলে; তদ্বিষয়ে বিচার করিলে বোধ হয় অনেক সুশিক্ষা পাওয়া যায়। ইতি।

[কস্যচিৎ পাঠকস্য।

ইহার উত্তর।

১। মীখায়েল্ নামের অর্থ এই, "ঈশ্বরের তুল্য কে?" এবং মীখা কিম্বা মীখায়া নামের অর্থ এই, "যিহোবার তুল্য কে?" তাহাতে যদি মীখায়েল খ্রীষ্ট হন, তবে মীখা ও মীখায়া নামে ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভৃতি নানা মনুষ্যকেও খ্রীষ্ট বলিতে হয়।

২। দানিয়েলের ১০ অধ্যায়ের ১৩ পদে লিখিত আছে, "প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল নামক এক জন।" মীখায়েল যদি স্বয়ং ঈশ্বর হন, তবে দানিয়েলের এই কথা ভ্রান্তিজনক মাত্র।

৩। পুনরুত্থানের সময়ে খ্রীষ্টের রবও শুনা যাইবে এবং তাঁহার দাস প্রধান দিব্য দূতের উচ্চৈঃশব্দ শুনা যাইবে। প্রধান দূত যদি প্রভু হন, তবে প্রভু আপনার উচ্চৈঃশব্দের সহিত আসিবেন, ইহা পৌল কেন লিখেন নাই?

৪। যিহূদা যে সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তার কথা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভুল। মূসার মৃত শরীরের বিষয়ে যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ যিহূদা লিখিয়াছেন, কিন্তু মূসার মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পরে যে যেশূয় নামক মহাযাজক ছিল, তাহার মলিন বস্ত্র বিষয়ক অপবাদ ও সান্ত্বনার কথা সিখরিয় লিখিয়াছিলেন। সেই যেশূয়ের উকিল যীশু খ্রীষ্ট পিতার সাক্ষাতে শয়তানকে কহিলেন, পরমেশ্বর অর্থাৎ আমার পিতা তোমাকে অনুযোগ করুন। কিন্তু সেই ঘটনার ১০০০ বৎসর অগ্রে মীখায়েল সেই কথা কহিয়াছিলেন।

৫। শয়তান যদি উচ্চপদান্বিত ছিল না, তবে উচ্চপদান্বিত লোকের নিন্দা করা ভারি পাপ আছে, ইহা মীখায়েলের আচরণহইতে প্রকাশ পায় না, কিন্তু সেই পাপ যে অতি ভারি, তাহা দেখাইতে যিহূদার অভি-

প্রায় ছিল। সামান্য লোকের নিন্দা বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল না।

কস্যচিৎ অকিঞ্চন এবং পরদুঃখে দুঃখিতজনস্য এক পত্র সম্পাদকের নিকটে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলে কাহারো কিছু ফল হইত না, এই নিমিত্তে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

সুলেমানের নানা প্রকার সদুপদেশ।

পয়ার।

বিদ্যাবান পুত্র তুষ্টিজনক পিতার।
মূর্খ পুত্র কেবল ক্লেশজনক মাতার॥
দুষ্টতায় প্রাপ্ত ধনে নাহি কিছু ফল।
ধর্ম্মদ্বারা পাপহইতে ত্রাণ হয় কেবল॥
ধার্ম্মিকগণেরা ক্ষুধায় না হয় চঞ্চল।
পাপিদের লোভ হয় সর্ব্বদা বিফল॥
আলস্য ভাবেতে সদা যেই কর্ম্ম করে।
দুঃখী হয় সেই জন দেখ সর্ব্বত্তরে॥
কিন্তু সত্বর কর্ম্মকারী হয় ধনবান্।
গ্রীষ্মকালে সঞ্চয়ির ন্যায় বুদ্ধিমান॥
শস্য কাটনের সময় যেই বা নিদ্রিত।
অবশ্য হইবে সেই সদা লজ্জান্বিত॥
ধার্ম্মিকগণের প্রতি করেন আশীর্ব্বাদ।
পাপিদের প্রতি ঘটে মহা বিসম্বাদ॥
সাধুদের নাম চির স্মরণীয় হয়।
অধমের নাম একেবারে লোপ পায়॥
ধীমান্ ব্যক্তিরা আদেশ করয়ে গ্রহণ।
অজ্ঞান বাবদূক অতি ত্বরায় পতিত হন॥
সরল লোকেরা করে নির্ভয়ে গমন।
ইথে বক্রগামী শিক্ষা পায় অনুক্ষণ॥
চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করয়ে যেই জন।
অবশ্য জানিবে সেই দুঃখের ভাজন॥
ধার্ম্মিকের মুখ জীবনাকরের সাদৃশ্য।
দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন মুখ পাপিদের অবশ্য॥
হিংসেচ্ছাকারী বিরোধ উপস্থিত করে।
কিন্তু প্রেমেচ্ছা পাপ সর্ব্বদা সম্বরে॥

জ্ঞানির বদনে জ্ঞান সতত উদ্ভবে।
মূঢ়ের কারণ যষ্টি যুক্তিতে সম্ভবে॥
বিদ্বান্ লোকেরা থাকে বিদ্যায় আসক্ত।
অজ্ঞান বিনাশে সদা থাকয়ে সংযুক্ত॥
ধার্ম্মিকের ব্যবহার জীবন উপজে।
পাপিদের সম্পত্তি ব্যয় হয় পাপকাযে॥
ধনবানের ধন হয় দুর্গের সাদৃশ্য।
দরিদ্রের দরিদ্রতা হয় তো বিনাশ্য॥
যেই জন উপদেশ করয়ে গ্রহণ।
জীবনের পথে সেই করয়ে গমন॥
অনুযোগ গ্রহণ না করে যেই জন।
অবশ্য সে হয় ভ্রান্ত নহেত খণ্ডন॥
মিথ্যাবাদিগণ দ্বেষ আচ্ছাদন করে।
অজ্ঞান পামর লোকে অপবাদ করে॥
বহুবাক্যে পাপের অভাব নাহি হয়।
ইহা জানি ওষ্ঠ দমন বুদ্ধিমান্ করয়॥
ধার্ম্মিকের জিহ্বা নির্ম্মল রূপার সাদৃশ্য।
পাপিদের অন্তঃকরণ সমল অবশ্য॥
বহুলোক ভোজন করায় ধার্ম্মিকগণ।
আহার অভাবে পাপী ত্যজয়ে জীবন॥
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে অতুল্য ধন হয়।
নির্ব্বিঘ্নেতে থাকে সেই দুঃখ নাহি পায়॥
অজ্ঞান আনন্দ করে কুক্রিয়াতে থাকে।
বুদ্ধিমান্ লোক থাকে বিদ্যোপর সুখে॥
সকম্পিত পাপিগণ থাকয়ে সংসারে।
অবশ্য সে হয় নাশ পাপের চাতরে॥
সাধুগণের সর্ব্বদা ইষ্ট লাভ হয়।
এতাদৃশ পাপি মানুষের গতি নয়॥
ঘূর্ণবায়ু তুল্য তাহাদের গতি হয়।
ধার্ম্মিকের ভিত্তিমূল চিরস্থায়ি রয়॥
অলস মানুষ প্রভুর প্রিয় নাহি হয়।
সর্ব্বদা তাহারা ক্ষুধানলে দগ্ধ হয়॥
ঐশ্বরিক ভয় পরমায়ু বৃদ্ধি করে।
ন্যূনতাকে পায় পাপী শয়তানের ফেরে॥
সর্ব্বত্রতে ধার্ম্মিকের অপেক্ষা করয়।
পাপির প্রত্যাশা সর্ব্বক্ষণে ক্ষয় পায়॥
দুর্গের সদৃশ হয় ঐশ্বরিক পথ।
ইথে পাপিগণের পূর্ণ নহে মনোরথ॥

ধার্ম্মিকগণেরা বিচলিত না হইবে।
দুষ্ট পাপিলোকেরা বিনাশে যাইবে ॥
সাধুদের বাক্যে হয় জ্ঞান উপার্জ্জন।
বক্রবাদিদের জিহ্বা হইবে ছেদন ॥
ধার্ম্মিক লোকেরা করে পর উপকার।
দুষ্টগণ নাহি মানে লব্ধ উপকার ॥

গীত।

ওহে বন্ধুগণ কর অধ্যয়ন মঙ্গল কথা,
পাইবা অনন্ত জীবন আছে বারতা।

১ প্রার্থনা বিহীন অধ্যয়ন, না করিও কদাচন,
তাহা হইলে তব অধ্যয়ন, হইবে বৃথা।

২ মানব মন দুষ্ট অতি, সতত কুপথে গতি,
ধর্ম্মের প্রতি তাহার গতি, নাহি স্থিরতা।

৩ যাহা কর অধ্যয়ন, না ভুলিও কদাচন,
হইয়া অতি সাবধান, হও পালনকর্ত্তা।

৪ ওহে সর্ব্বগুণাকর, অজ্ঞানতা কর দূর,
আমরা চাহি এই বর, দেহ ধর্ম্মাত্মা।

ইণ্টালি] [কস্যচিৎ উপদেশকগ্রাহকস্য।

ভৃত্য প্রভৃতির প্রতি পরামর্শ।

১। সকল লোকই সুখ্যাতিকে মূল্যবান জ্ঞান করেন, বিশেষতঃ ভৃত্যদের সুখ্যাতিকে মূল্যবান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, যেহেতুক কর্ম্মই তাহাদের উপজীবিকা, এবং সুখ্যাতিব্যতিরেক কোন ভৃত্য ভদ্র লোকের পরিবারের মধ্যে কর্ম্ম পাইতে পারেন না। আর আত্মসাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলে প্রত্যেক মনুষ্য সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। "প্রচুর ধনাপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল।" হিতোপদেশ পুস্তকের ২২ অ, ১ প।

২। সাবধান পূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন কর, এবং যে পদে নিযুক্ত হও, সেই পদে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাক। কারণ অধিক

কাল কর্ম্ম করিলে তাহার গুণ আছে। ভাল কর্ম্ম মূর্খতা প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিলে পশ্চাৎ খেদ করিতে হয়। এক বাটীহইতে অন্য বাটীতে গমন না করিয়া সেই বাটীতে থাকিও। "যদ্যপি তোমার বিষয়ে শাসনকর্ত্তার মনে ক্রোধ জন্মে, তথাপি আপন স্থান ছাড়িও না, কেননা নম্রতা মহৎ দোষের শান্তি করে।" উপদেশক ১০ অ, ৪ প।

৩। যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ক্ষমতা নাই, সে কর্ম্ম স্বীকার করিও না, কারণ যাহা না জান তাহা করিতে গেলে তোমার অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে, আর মনিবকে প্রবঞ্চনা করাতে বড় মন্দ হইবে। "হে পরমেশ্বর, আমার অন্তঃকরণ অহঙ্কারি নয়, ও আমার উচ্চ দৃষ্টি নয়, এবং আমি মহৎকর্ম্ম ও আপন শক্তি অপেক্ষা আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত নহি।" গীত ১৩১, ১ প।

৪। তোমার বিশ্বস্ততা রক্ষা কর, যেহেতুক বিশ্বস্ত দাস রত্নতুল্য। "কেবল সাক্ষাতে মনুষ্যদের তুষ্টিজনক কর্ম্ম না করিয়া আপনাদিগকে খ্রীষ্টের সেবক জ্ঞান করণ পূর্ব্বক মন দিয়া স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম সাধন কর।" ইফিষীয় ৬ অ ৬ প।

৫। সত্যতে সংলগ্ন থাক, কারণ মিথ্যা ঘৃণার্হ হয়। যে লোক একটি মিথ্যা কহে, সে তাহা গুপ্ত করণার্থে বিংশতি মিথ্যা কহিবে। "তাহারা আপনাদের পিতা শয়তানের সন্তান।" যোহন ৮ অ, ৪৪ প। "মিথ্যাবাদী আমার সাক্ষাতে থাকিতে পাইবে না।" ১০১ গীত, ৭ প। ভবিষ্যদ্বক্তার গেহসি নামক মিথ্যাবাদি দাসের বিবরণ পাঠ কর। ২ রাজাবলি ৫ অ।

৬। অকুটিল ও নির্লোভ হও, কারণ অবিশ্বাসের পাত্র লজ্জাস্পদ হয়। "দাসগণ চৌর্য্য কিম্বা আপন ২ প্রভুর বাক্যেতে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া বশীভূত হওন পূর্ব্বক যাহাতে কর্ত্তার সন্তোষ জন্মে ও উত্তম বিশ্বস্ততা প্রকাশ হয়, এ প্রকার তাবৎ কর্ম্ম করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের উপদেশ ভূষণ করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।" তীতের ২ অ, ৯-১০ প।

৭। আচার ব্যবহারে নম্র হওয়া উচিত, কারণ কর্ত্তাদিগের দৃষ্টিতে ইহা সন্তোষজনক। "দাস প্রভুকে সম্ভ্রম করিয়া থাকে।" মলাখির ১ অ, ৬ প। "মৃদুতা ও শান্তিযুক্ত মনের যে গুপ্ত স্বভাব তাহাই তোমাদের অক্ষয় ভূষণ হউক।" ১ পিতর ৩ অ ৪ প।

৮। বাচালতার প্রত্যুত্তর ত্যাগ কর, শিষ্টতা পূর্ব্বক কথা হালকা বোধ হয়, এবং ঠেঁটামী কথাতে ক্রোধ জন্মে। "প্রভুর বাক্যেতে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া কর্ত্তার সন্তোষ জন্মাও।" তীত ২ অ, ৯ প। "মন দিয়া স্বচ্ছন্দে কর্ম্ম সাধন কর।" ইফিষ ৬ অ, ৭ প।

৯। পরিশ্রম পূর্ব্বক কর্ম্মেতে তৎপর ও নিপুণ হও, আপনার কর্ম্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" ও অবহেলন করিও না। "কার্য্যেতে নিরালস্য হও।" রোম ১২ অ, ১১ প। "সত্বর কর্ম্মকারির হস্ত তাহাকে ধনবান করে।" হিত ১০ অ, ৪ প।

১০। কর্ম্মেতে পরিষ্কার হও, অপরিষ্কার অপরিচ্ছিন্ন ভৃত্যেরা অপমানজনক হয়। "যে২ বিষয় নির্ম্মল ও আদরণীয় তাহাতে মনোযোগ কর।" ফিলিপীয় ৪ অ, ৮ প।

১১। যে পরিবারের কর্ম্ম কর তাহাদের গুপ্ত কথা অন্য কাহাকেও কহিও না, কারণ তাহাতে অনেকবার মন্দ হইতে পারে, এবং গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম, অতএব মনিবের কথা গুপ্ত রাখ, কিছু কহিও না। "অনধিকার চর্চ্চক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে; কিন্তু বিশ্বস্ত লোক কথা গোপন রাখে।" হিত ১১ অ, ১৩ প।

১২। গৃহের অন্য ভৃত্যদিগের সহিত সদ্ভাবে থাক, কারণ ইহার অন্যথা হইলে গৃহের শান্তি ভগ্ন হয়। দেখ "ভ্রাতাদের ঐক্যেতে বসতি করা কেমন উত্তম ও মনোহর হয়।" ১৩৩ গীত, ১ প।

১৩। মদ্যপানে আসক্ত হইয়া মত্ত হইও না, কারণ এই কুব্যবহারে অখ্যাতি হয়, ও শরীরের হানি করে। "মত্ত লোক দরিদ্রতা পায়, ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।" হিত ২৩ অ ২১ প। গাল ৫ অ, ২১।

১৪। অনিরূপিত অধিক লাভ অপেক্ষা শান্তিযুক্ত জীবনের সহিত

অল্প লভ্য মনোনীত। "বিরোধযুক্ত ভোজেতে পরিপূর্ণ গৃহ অপেক্ষা শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাসও ভাল।" হিত ১৭ অ, ১ প।

১৫। ধন বৃদ্ধাবস্থার বন্ধু হইবে, এই নিমিত্তে সঞ্চয় কর, অধিক মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিও না। "অপব্যয়ি সন্তানের দৈন্যদশা ঘটিলে কেহ তাহাকে কিছু দিল না।" লূক ১৫ অ, ১২-১৭।

১৬। আপনার মনিবের ক্ষুদ্র ২ দ্রব্য সামগ্রী সকলেতে যত্ন কর, অপচয় করিলে পাপ হয়। "খ্রীষ্ট কহিলেন, কিছু অপচয় যেন না হয়, এই নিমিত্তে অবশিষ্ট সকল একত্র কর।" যোহন ৬ অ, ১২ প।

১৭। দিব্য করিও না, দিব্য করাতে কোন লাভ কি সম্ভ্রম কি সুখ জন্মে না। "কোন দিব্যই করিও না, আপন কথোপকথনে কেবল হাঁ ও কেবল না বল, কেননা ইহার অধিক যাহা তাহা মন্দহইতে জন্মে।" মথি ৫ অ, ৩৩-৩৭।

১৮। সঙ্গি দাসদিগের উপকার করিতে সতত প্রস্তুত থাক, কারণ সুস্বভাব সকলের প্রেম প্রাপ্ত হয়। "প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের সেবা কর।" গলাতীয় ৫ অ, ১৩ প।

১৯। মনিব তোমাকে কর্ম্ম করিতে পাঠাইলে অধিক বিলম্ব করিও না, কারণ তাহাতে মনিবের ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা, বরং শীঘ্র ফিরিয়া আসাতে পরিশ্রম প্রকাশ পায়। "ইব্রাহীমের ভৃত্য কহিল, আমাকে বিলম্ব করাইও না, এখন প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর।" আদি ২৪ অ, ৫৬। "বিশ্বস্ত দূত আপন কর্ত্তার প্রাণকে আপ্যায়িত করে।" হিত ২৫ অ, ১৩ প।

২০। প্রভাতে শীঘ্র শয্যাহইতে উঠ, কারণ সময় গেলে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নিদ্রাকে ভাল বাসিও না, তাহা করিলে দরিদ্রতা ঘটিবে।" হিত ২০ অ, ১৩ প। "নিদ্রালুতা মনুষ্যকে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করায়।" হিত ২৩ অ, ২১ পদ।

২১। যেমন গড়ানে প্রস্তরে সেওলা লাগে না, তদ্রূপ যে ভৃত্য পুনঃ২ কর্ম্মত্যাগ করে সে ধনী ও মান্য হয় না।

২২। বহুলোকের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিও না, কারণ তাহাদের বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে অনর্থক সময়ব্যয় হইবে,

ও ধনব্যয় হইবে, বিশেষতঃ সাবধান পূর্ব্বক লোকের সহিত প্রণয় কর, কারণ সঙ্গিদিগের গুণে হয় তো ভাল নতুবা মন্দ হয় "ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া অলসা হয়, তাহা কেবল নহে, ক্রমে২ কুগল্প ও অনধিকারচর্চ্চা করিয়া অনুপযুক্ত কথা কহিতে শিখে।" তিমথী ৫ অ, ১৩ প। "অজ্ঞানের বন্ধু হইলে বিনষ্ট হয়।" হিত ১৩ অ, ২০ প।

২৩। স্বকর্ম্মজন্য কোথাও যাইতে হইলে মনিবের পরিবারের লোককে না জানাইয়া যাইও না কি জানি অনুপস্থিত কালে কেহ তোমাকে ডাকিবে; আর বিদায় লইয়া যাওয়া সহজ, এবং অঙ্গীকারানুসারে নিরূপিত সময়ে প্রত্যাগমন করিলে বশীভূততা ও ধীরতা প্রকাশ পায়। "হে দাসেরা আপনাদের ঐহিক প্রভুগণের আজ্ঞা পালন কর।" কলসি ৩ অ, ২২ প। "হে দাসগণ, তোমরা সর্ব্ব প্রকার সমাদরেতে আপনাদের প্রভুগণের বশীভূত হও।" ১ পিতর ২ অ, ১৮ প। "যে কেহ আপন প্রভুর সেবা করে সে যশ পায়।" হিত ২৭ অ, ১৮ প।

২৪। যদ্যপি আপন কর্ম্মে অসন্তুষ্ট হও, তবে গৃহের কর্ত্তা কিম্বা কর্ত্রীকে তাহার কারণ জ্ঞাত কর; কিন্তু তাহারা যেন ক্রুদ্ধ হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্যায়ব্যবহার করিও না, ও কর্ম্মেতে অবহেলা করিও না, কারণ ইহাতে মন্দ স্বভাব প্রকাশ পায়, যে স্থলে কর্ম্ম কর সেখানহইতে সুখ্যাতির প্রয়োজন করে। "আপনার মুখহইতে কুকথা সরাও, ও ওষ্ঠাধরহইতে কুবাক্য দূর কর।" হিত ৪ অ, ২৪ প। "দাসেরা প্রভুদিগকে তাবৎ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, ও আপন২ প্রভুদিগকে অবজ্ঞা না করুক।" ১ তিম ৬ অ, ১,২ প।

২৫। কর্ম্মচ্যুত হইলে সাবধান পূর্ব্বক বাস করিবা, কারণ নির্দ্দোষী হইয়া যদ্যপি কুসংসর্গে বাস কর, তবে দুষ্টদের সহিত তুমিও গণ্য হইবা। "দুষ্ট লোকদের পথে গমন করিও না, তাহা ত্যাগ কর, তাহার নিকট দিয়া যাইও না। বেশ্যার বাটীর দ্বারের নিকটেও যাইও না।" হিত ৪ অ, ১৪-১৫। ৫ অ, ৮ প।

২৬। আত্মাকে রক্ষা করা অতি প্রয়োজন, ইহা বিবেচনা করিয়া

[library stamp]

স্মরণ কর, যে স্বর্গেতে এক কর্ত্তা আছেন, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা দৃষ্টি করিতেছে, তাঁহাকে ভয় করিলে সকল মঙ্গল হইবে; আর তাঁহাকে যদি সরলভাবে প্রেম কর, তবে খ্রীষ্টের দ্বারা তাঁহার গ্রাহ্য পাত্র হইবা ও চিরকাল সুখভোগ করিবা। কলসি ৩ অ, ২২-২৫ প।

২৭। প্রতিদিন ধর্ম্মগ্রন্থের এক খণ্ড পাঠ করিও, ও প্রার্থনা করিও, আর বিশ্রামবারকে পুণ্যরূপে পালনার্থে প্রকাশরূপে ঈশ্বর সেবাতে কালক্ষেপণ করিও, এবং অবশিষ্ট সময় সাধ্যানুসারে পাঠ করিয়া ও ধ্যান করিয়া ও প্রার্থনা করিয়া ব্যয় করিও।

২৮। বন্ধুর এই সংক্ষেপ পরামর্শ পাঠ ও বিবেচনা কর, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বর উপকার করুন। আমেন।

শ্রী সূর্য্যমোহন দে।

চসমার গ্রাহকতা।

পাসিফিক মহাসমুদ্রের মধ্যে ফ্রেণ্ডলি আইলণ্ড নামক উপদ্বীপসমূহ নিবাসিরা পূর্ব্বে অসভ্য দেবপূজকমাত্র ছিল। কিন্তু কএক বৎসর হইল উএস্‌লিয়ান্‌ মিশনরি সাহেবেরা ইংলণ্ড দেশহইতে তাহাদের নিকটে গিয়া সুসমাচার প্রচার করিলে তথাকার সকল লোক খ্রীষ্টাশ্রিত হইল। কিঞ্চিৎ কাল পরে মিশনরি সাহেবেরা যখন আপনাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নানা সামগ্রী পাইবার নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশস্থ কোন বন্ধুর নিকটে পত্র লিখিলেন, তখন তাহাকে ইহাও লিখিলেন, অন্য ২ সামগ্রীর সহিত চারি শত বত্রিশখান চসমাও ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, কারণ আমরা যে সকল পাঠশালা স্থাপন করিয়াছি,তাহাতে কেবল বালকেরা আইসে এমন নহে, অতি বৃদ্ধ লোক সকলও আসিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণের যোগ্য হইতে তাহারা অতিশয় যত্নবান আছে। অতএব তাহারা যেন অক্ষর সকল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়,এই নিমিত্তে তাহাদের জন্যে চসমা পাঠাইয়া দিবেন।

এই বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে এমন চেষ্টা প্রকাশ পায় না, ইহার কারণ কি?